উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৭ বৈশাখ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 10 May 2024 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

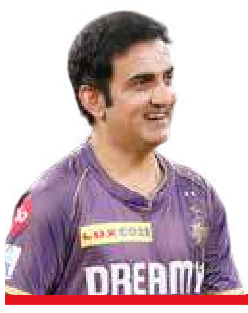

কাল জিতলেই প্লে অফে কেকেআর

▸▸ তেরোর পাতায়

রাষ্ট্রপতির কাছে নির্যাতিত কারা?

▸▸ সাতের পাতায়

যোগীতেই মন মজে লখনউয়ের বাঙালিদের

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

লখনউ, ৯ মে : হুসেইনগঞ্জ মেট্রো স্টেশন থেকে একটু এগোলে লখনউয়ের পুরোনো হিউইট রোড। রাস্তার মধ্যে একটি গলি ঢুকে গিয়েছে অনেকটা। রবীন্দ্র জয়ন্তীর সন্ধেয় সেখান দিয়ে লাল-হলুদ শাড়ি পরা খুদে বালক-বালিকার দলকে যেতে দেখা গেল। যেন রাস্তাটা জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট বা কোচবিহারের মতো বাংলার কোনও সংস্কৃতিমনস্ক শহরের।

উত্তরভারতে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অতুলপ্রসাদের শহরে বাঙালিকে এখনও বেঁধে রাখেন রবীন্দ্রনাথ। যোগী-জমানায় লখনউয়ের বাঙালিরা মনে করেন আইনশৃঙ্খলা থেকে সবুজায়ন, সবেতেই উন্নতির ছাপ। আজ সপ্তম কিস্তি।

রাস্তাটার নাম বদলে শিবাজী মার্গ হয়ে গিয়েছে এখন। নানা ধরনের দোকান। তার মাঝে বেঙ্গলি ক্লাব ও যুবক সমিতি লেখা গেটটি দেখে এগোলে এক অত্যাশ্চর্য দুনিয়ায় পৌঁছে যাবেন। পঁচিশে বৈশাখের সন্ধেয় ক্লাবের মঞ্চে মাইক টেস্টিং হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। আস্তে আস্তে মঞ্চের সামনের চেয়ারগুলো ভরে উঠছে।

এরপর বারোর পাতায়

চারধাম যাত্রা শুরুর আগেই খুলে যাবে কেদারনাথের দরজা। সেই উপলক্ষ্যে সাজানো হচ্ছে মন্দির। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

ফুটেজ নিয়ে আইনি প্রশ্ন

হাস্যকর নাটক বোসের, মন্তব্য অভিযোগকারিণীর

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৯ মে : রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে আরেক বিতর্ক ডেকে আনলেন রাজ্যপাল। ওই ফুটেজে অভিযোগকারিণীর ছবি স্পষ্ট। যিনি সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন থানায়। রাজভবনের সেই অস্থায়ী কর্মীর বক্তব্য, আইন ভেঙেছেন রাজ্যপাল। শ্লীলতাহানির মতো ঘটনায় আইনে অভিযোগকারিণীর পরিচয় গোপন রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাজভবনের ফুটেজে ছবি দেখিয়ে তাঁর পরিচয় বেআব্রু করে দেওয়া হল।

এতে 'রাজ্যপাল নতুন করে আরেকটি অপরাধ করলেন' বলে মন্তব্য করেছেন রাজভবনের সেই মহিলা কর্মী। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজভবনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত। এদিনই আবার পুলিশি অনুসন্ধান বন্ধ করার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠায় রাজভবন। অন্যদিকে, দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সিভি আনন্দ বোসের সম্পর্কে মন্তব্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি নাকচ করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজভবনে ওই ফুটেজটি দেখানো হয়। ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের ওই ফুটেজে রাজভবনের ভিতরের কোনও ছবি ছিল না। তবে অভিযোগকারিণীর মুখ স্পষ্ট। অভিযোগের দিন গত ২ মে'র ওই ফুটেজ তিনটি ধাপে দেখানো হয়েছে। যাতে প্রথম ধাপে রাজভবনের মেইন গেটের দিকের ক্যামেরায় ওই মহিলা কর্মীকে হন্তদন্ত হয়ে রাজভবন থেকে বেরিয়ে পুলিশ আউটপোস্টের দিকে যেতে দেখা যায়। পরের ধাপে আছে ক্যামেরার পেছন থেকে তাঁর আউটপোস্টে যাওয়ার ভিডিও।

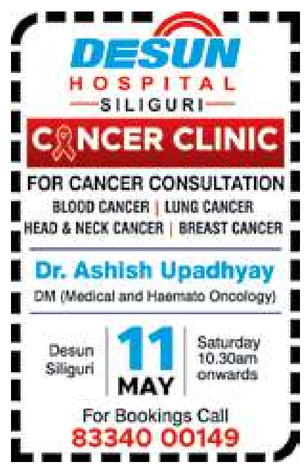

একদম শেষ ধাপের ফুটেজে ওই মহিলাকে আউটপোস্ট থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। অভিযোগকারিণী প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া এই ফুটেজ প্রকাশ করা হল কীভাবে? ফুটেজ দেখানোর কর্মসূচিটির নাম 'সচ কা সামনা' দিয়েছিল রাজভবন। সেই কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর অভিযোগকারিণী বলেন, 'রাজ্যপাল একটি কুরুচিকর কাজ করেছেন। এখন আবার দোষ ঢাকতে হাস্যকর নাটক মঞ্চস্থ করলেন। ভারতীয় আইন অনুযায়ী, অভিযোগকারিণীর পরিচয় গোপন রাখা উচিত। তা করলেন না। এ নিয়ে আমি পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

তাঁর বক্তব্য, 'আমি ভয় পাচ্ছি না। তবে হতাশ লাগছে এজন্য যে, এটার কোনও সমাধান হচ্ছে না।' রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, '১০০ নাগরিককে ফুটেজ দেখান, তাতে অসুবিধা নেই। তবে পুলিশকেও দেখান। অন্তত আইন সেই কথাই বলে।'

এরপর বারোর পাতায়

ট্যাংকার, পাউচ দিয়ে তেষ্টা মেটানোর মরিয়া চেষ্টা

শিয়রে জলসংকট

ভাস্কর বাগচী ও রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : সাতসকালে কিছু ওয়ার্ডে জল মিলেছে বটে, কিন্তু বিকেল হতেই বদলে গেল ছবিটা। ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে বালতি, বোতল হাতে ট্যাপকলের সামনে দাঁড়ালেও মিলল না পানীয় জল। কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে পড়শির কাছে জানতে চাইলেন, 'জল তো কাল থেকে মিলবে না শুনেছিলাম। আজ তবে কী হল?' না, উত্তর মেলেনি।

শিলিগুড়ি পুরনিমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর ওয়ার্ডে তো আবার বুধবার থেকেই জল মেলেনি। ফলে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়েছে বাসিন্দাদের। একই ছবি ছিল ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডেও। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অবশ্য কলে খানিক জল আসে। কিন্তু তা যে পর্যাপ্ত নয়, বাসিন্দাদের কথাতেই স্পষ্ট। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপস দত্ত বলছেন, 'জল নিয়ে ১০ তারিখ থেকে সমস্যা হবে জানতাম। কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডে তো বুধবার থেকেই অধিকাংশ পানীয় জলের স্ট্যান্ডপোস্টে জল আসছে না। জলের অভাবে চরম ভোগান্তি হয়েছে। কাল থেকে যে কী হবে, ভগবানই জানেন।'

একদিন-দু'দিন নয়, তিস্তা ব্যারাজে মেরামতির কাজের জন্য শুক্রবার থেকে টানা তিন সপ্তাহ শহরে পানীয় জলের সমস্যা হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু তার আগেই শহরে একাধিক ওয়ার্ডে জল না মেলার অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। অনেকেই ভেবেছিলেন, দু'-একদিনের জন্য জল সঞ্চয় করে রাখবেন। কিন্তু সে আশায় বালি। ফলে শুক্রবার থেকে ভবিষ্যৎ কী তা ভেবেই এখন মাথায় হাত শহরবাসীর। তবে, সমস্যা মোকাবিলার পথ খুঁজছে পুরনিগম। ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। পাশাপাশি ২১টি পানীয় জলের ট্যাংকার প্রয়োজনভিত্তিতে পাঠানো হবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। এছাড়াও প্রতিদিন বরোভিত্তিক ৩ হাজার করে জলের পাউচ দেবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)।

এরপর বারোর পাতায়

ভোগান্তির শঙ্কা

- শুক্রবার থেকে শহরে জলসংকট শুরুর কথা
- তার আগে থেকেই অনেক ওয়ার্ডে জল না মেলার অভিযোগ
- পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খুলল পুরনিগম
- যে এলাকায় জল মিলবে না, সেখানে ট্যাংকার পাঠানো হবে
- জলের পাউচ পাঠিয়েও সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলবে

ফাঁকা জমিতে কান্না, মিলল সদ্যোজাত কন্যা

শমিদীপ দত্ত

শিবমন্দির, ৯ মে : এত সরকারি প্রকল্প, এত গালভারী সচেতনতার কথা। কিন্তু সমাজ যেন বদলায় না কিছুতেই। বৃহস্পতিবার তারই জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখল শিলিগুড়ি। শহর লাগোয়া শিবমন্দিরে ফাঁকা জমি থেকে উদ্ধার হল এক সদ্যোজাত কন্যা। আপাতত তার ঠাঁই হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'বাচ্চাটার বয়স সম্ভবত একদিন। আপাতত আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছে। আমরা সর্বক্ষণ নজর রাখছি।'

শিবমন্দির ১ নম্বর সত্যেন বোস রোডে ঘেরা দেওয়া একটি ফাঁকা জমি রয়েছে। তার উলটোপাশের বাড়ির সদস্যরা এদিন সকালে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। কৌতূহল জাগতেই এগিয়ে যান জমির দিকে। দেখা যায়, পলিথিনের ভেতর নড়াচড়া করছে সদ্যোজাত। আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা জানানো হয় পুলিশকে। মাটিগাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতেই জমির তালা ভেঙে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান।

পুলিশের তরফে গোটা বিষয়টি সিডব্লিউসি-কে জানানোর পাশাপাশি শিশুটিকে কে বা কারা ফেলে গেল, সেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্থানীয় লক্ষ্মণ কুণ্ডু বলছেন, 'ওই জমির উলটোদিকেই আমার মামার বাড়ি। বেলা ১১টা নাগাদ আমার মামাতো ভাই বারান্দায় বসেছিল। ও প্রথম বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। এরপর মামি জমির লোহার দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারতেই দেখেন, একটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে।'

এরপর বারোর পাতায়

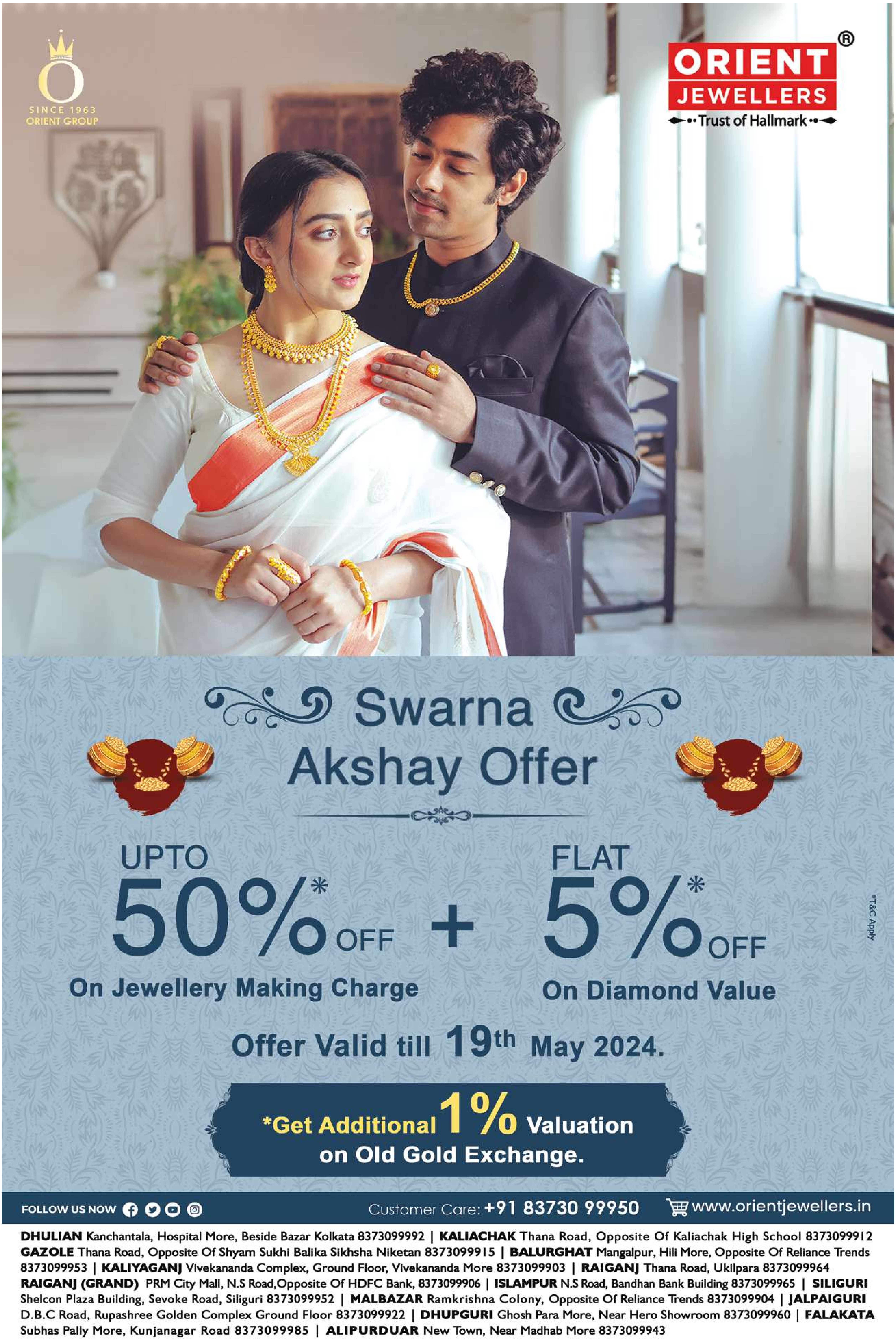
SINCE 1963
ORIENT GROUP
ORIENT JEWELLERS ®
Trust of Hallmark
Swarna
Akshay Offer
UPTO 50%* OFF
On Jewellery Making Charge
+
FLAT 5%* OFF
On Diamond Value
*T&C Apply
Offer Valid till 19th May 2024.
*Get Additional 1% Valuation on Old Gold Exchange.
FOLLOW US NOW
Customer Care: +91 83730 99950
www.orientjewellers.in
DHULIAN Kanchantala, Hospital More, Beside Bazar Kolkata 8373099992 | KALIACHAK Thana Road, Opposite Of Kaliachak High School 8373099912 GAZOLE Thana Road, Opposite Of Shyam Sukhi Balika Sikhsha Niketan 8373099915 | BALURGHAT Mangalpur, Hili More, Opposite Of Reliance Trends 8373099953 | KALIYAGANJ Vivekananda Complex, Ground Floor, Vivekananda More 8373099903 | RAIGANJ Thana Road, Ukilpara 8373099964 RAIGANJ (GRAND) PRM City Mall, N.S Road,Opposite Of HDFC Bank, 8373099906 | ISLAMPUR N.S Road, Bandhan Bank Building 8373099965 | SILIGURI Shelcon Plaza Building, Sevoke Road, Siliguri 8373099952 | MALBAZAR Ramkrishna Colony, Opposite Of Reliance Trends 8373099904 | JALPAIGURI D.B.C Road, Rupashree Golden Complex Ground Floor 8373099922 | DHUPGURI Ghosh Para More, Near Hero Showroom 8373099960 | FALAKATA Subhas Pally More, Kunjanagar Road 8373099985 | ALIPURDUAR New Town, Near Madhab More 8373099943

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
অফার চলবে ১২ই মে,২০২৪ পর্যন্ত
৩০০ টাকা ছাড়!* প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে
৫০% অবধি ছাড়!* হীরের গয়নার মজুরিতে
২৫% পর্যন্ত ছাড়!* কস্টিউম গয়নার উপর
১০% ছাড়!* রুপোর গয়নার উপর
১০% ছাড়!** গ্রহরত্নের উপর
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
গোল্ড কালেকশন
প্রতিটি কেনাকাটার ওপর Lucky Draw-এর মাধ্যমে জিতে নিন অক্ষয়ডালা।*
নতুন শোরুম খুলছে কাটোয়া তে
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইন এ কেনাকাটা করুন
QR কোড টি স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
নতুন শোরুমঃ কাঁথি - ওয়ার্ড নং - ২০, দেশপ্রাণ রোড, জলাল খাঁ বাড়, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১, ফোন: ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২
আসানসোল - রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়া, এক্সিট গেটের পাশে, ফোন: ৮১৫৯০ ৪১৪২০ । আরামবাগ - ওয়ার্ড নম্বর: ১৯, লিংক রোড, গৌরহাটি মোড়, আরামবাগ, হুগলি - ৭১২৬০১, ফোন: ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোন শাখা নেই।
5% EXTRA CASHBACK*
SBI card
*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹3,500 per card account.
Validity: 01 May - 10 May 2024. T&C Apply.
Gifty উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম | গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0524

শ্রমিকের প্রাণ কাড়ল সেবক-রংপো প্রকল্প

শাটারিং ভেঙে মৃত্যু, দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে ফের অঘটন। প্রাণ গেল আরও এক শ্রমিকের।

বুধবার প্রকল্পটির ৪ নম্বর টানেলের 'ব্রেক-থ্রু' নিয়ে যখন উচ্ছ্বসিত রেলকর্তারা, তখন তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃহস্পতিবার প্রকল্পটির ১ নম্বর টানেলের কাজে যুক্ত এক ঠিকাশ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। টানেলের শাটারিং ভেঙে এদিন সন্ধ্যায় ৪১ বছরের শম্ভু ছেত্রী মারা যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য। তবে টানেলের মধ্যে নয়, সেবকের কাছে ঠিকাদারি সংস্থার অফিসঘর তৈরি করতে গিয়ে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে রেলকর্তারা পালটা দাবি করছেন। প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন)-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দর সিংয়ের দাবি, 'টানেলের মধ্যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। যে ঘটনাটি ঘটেছে, তা সেবকে ঠিকাদারের অফিসঘর তৈরির সময়। তবে যে ঘটনাই ঘটুক, তা মর্মান্তিক।' অতীতে কয়েকটি ঘটনা ঘটায় তাঁদের তরফে এখন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে টানেলের কাজ করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সেবকে টানেল নির্মাণে কর্মযজ্ঞ। ছবি : সূত্রধর

আগামী বছর পুজোর আগেই সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত ট্রেন ছুটবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রংপো স্টেশনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সেই লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল রেল। তারপর থেকেই দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। রেল সূত্রে খবর, আগামী বছরের ১৫ অগাস্ট প্রথম ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এদিন যেভাবে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল, তাতে প্রকল্প এলাকায় কতটা সতর্কতার সঙ্গে কাজ চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, এদিন টানেলের গ্যাংট্রি বা শাটারিং ভেঙে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শম্ভুর। ঘটনার পর স্থানীয় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভও ছড়ায়। তাঁরা মৃতদেহ নিয়ে দীর্ঘসময় বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের বক্তব্য, ঠিকাদারি সংস্থাটির গাফিলতির জন্যই এমন মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। গত বছরের ১৮ এপ্রিল বোল্ডার পড়ে এক শ্রমিক মারা যাওয়ার পাশাপাশি দুজন শ্রমিক জখম হয়েছিলেন। এদিনের ঘটনাটি নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর মারা গেলেন ১১ জন। জখম হয়েছেন অন্তত ১৫ জন।

মৃত্যুমিছিল
- সেবক-রংপো প্রকল্পে যেন মৃত্যুমিছিল চলছেই
- বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়
- রেলের পালটা দাবি, টানেলে কোনও অঘটন ঘটেনি
- এই নিয়ে সেবক-রংপো প্রকল্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের প্রকল্পটির ১৩.৩ কিলোমিটার রেললাইন বসানোর কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। রেললাইন বসানোর জন্য এদিন ১ নম্বর টানেলে স্লিপার বসানোর কাজ চলছিল বলে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। বাংলার সেবক এবং সিকিমের রংপো পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রকল্পটিতে রয়েছে ১৪টি টানেল এবং ২২টি সেতু। এর মধ্যে বড় সেতু রয়েছে ১৩টি। ইতিমধ্যে একাধিক টানেলের কাজ শেষ হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলছেন, 'প্রকল্পটি দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।'

কিন্তু আর কত প্রাণ যাবে এই প্রকল্পে, প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

নারীর অভিনয়ে সচেতনতার বার্তা রাজবংশী নাটকে

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৯ মে : কুড়ি বছরের কৌশিক বর্মন পেশায় দিনমজুর। আর বছর আটত্রিশের কিরণ রায় পেশায় কৃষক। পেশা আলাদা হলেও তাঁদের প্যাশনের জায়গা এক। দুজনই ব্যস্ত 'বিশ্যাল' নিয়ে।

কী এই 'বিশ্যাল'? চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শালকুমারহাটের নানা গ্রামে চড়কের মেলা শুরু হয়েছে। সেই মেলার মূল আকর্ষণ বিশ্যাল। আঞ্চলিক ভাষায় দেড়-দু'ঘণ্টার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকগুলিই স্থানীয় এলাকায় বিশ্যাল নামে পরিচিত। নাটকের বিষয় হয় সামাজিক সচেতনতা প্রচার কিংবা কোনও গল্প। কৌশিক, কিরণরা কি নাটক পরিচালনা করেন? জানা গেল, না। এইসব নাটকে নারীদের অভিনয় করতে দেখা যায় না। তার বদলে নারী সেজে মঞ্চে ওঠেন কৌশিক, কিরণরা। শালকুমারহাটের বিশ্যালের এটাই 'ট্র্যাডিশন'। আর পুরুষদের নারী চরিত্রে অভিনয় দেখে সবথেকে খুশি হন নারীরাই।

নারী চরিত্রে অভিনয়ে পুরুষরাই। শালকুমারহাটে নাটকের একটি দৃশ্য।

স্থানীয় যশোদা রায়ের কথায়, 'ছোট থেকে দেখছি চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে গ্রামে বিশ্যালের আয়োজন করা হয়। পুরুষরাই নারী সেজে অভিনয় করেন। দেখতে বেশ ভালো লাগে। আবার হাস্যকৌতুক করলে হাসিও পায়।' নারী সেজে ওই অভিনেতারা

শেফালি রায়, পুনি ওরাওঁ, সুশীলা অধিকারীর মতো বাকিদেরও মন জয় করেছেন।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন কলাবাড়িয়ার পান দোকান, কালীবাড়ি ও মুন্সিপাড়ায় চড়কমেলা হয়েছে। তারপর থেকে রোজ কোথাও না কোথাও মেলা হচ্ছে। সম্প্রতি নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়ায় এই বিশ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল। কখনও খোলা মাঠে, কোথাও আবার চড়কের পূজারির বাড়িতে বিশ্যাল দেখতে ভিড় উপচে পড়ে। সেখানে থাকেন এলাকার আট থেকে আশি সকলেই।

কুড়ি বছর ধরে এই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত কিরণ রায়। তাঁর কথায়, 'সারাবছর তো কাজ করেই খাই। বিশ্যাল হল এলাকার ঐতিহ্য। গত দুই দশক ধরে নারী সেজে অভিনয় করছি। অল্প সময়ের জন্য আমার মনও যেন নারীদের মতো হয়ে যায়। যতটা পারি, মানুষকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি।' তাঁকে দেখে কৌশিক বর্মন, মৃত্যুঞ্জয় রায়দের মতো তরুণরা এখন দলে নাম লিখিয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় বললেন, 'নারী সেজে অভিনয় করে আনন্দ পাই। যখন দর্শকদের থেকে হাসি এবং হাততালি পাই, তখন নিজেদের অভিনয়কে সার্থক বলে মনে হয়।'

এইসব নাটক পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে পুণ্যদেব রায়ের কাঁধে। তিনি প্রধানপাড়া চড়কমেলা কমিটিরও কর্ণধার। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের এখানকার এই রীতি অনেক পুরোনো। শুরু থেকেই পুরুষরা নারী সেজে অভিনয় করেন। তাই এখনও বিশ্যালে নারীরা অংশগ্রহণ করেন না। এতে দর্শকরাও মজা পান।'

কলেজগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়ার তোড়জোড়

কোর্সে বদল আনছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ মে : কলেজ স্তরের নয়া ভর্তিতে কোর্সের ক্ষেত্রে রদবদল করেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ীই (এনইপি) সবকিছু বাস্তবায়িত হবে। তবে আগেরবারের মতো এবার আর সিঙ্গল মেজর এবং টু মাইনর নয়। দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে কোর্সকে। প্রথমটি সিঙ্গল মেজর উইথ সিঙ্গল মাইনর। অপরটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি। প্রথম কোর্সের ক্ষেত্রে কোনও পড়ুয়াকে আবেদন করতে হলে ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিকের মোট নম্বর ও যে বিষয়কে মেজর হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে তাতেও শতকরা ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। অথবা ইংরেজি সহ মোট নম্বরে শতকরা ৫০ শতাংশ থাকলেও আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে শর্ত থাকছে মেজরের জন্য আবেদন করা বিষয়টিতে ৬০ শতাংশ থাকতে হবে। এর বাইরে সংরক্ষণের নীতির বিষয়টি বলবৎ থাকছে।

অন্যদিকে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশের ক্ষেত্রে কোনও বাছবিচার নেই। শুধু উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলেই চলবে। সরকারি নির্দেশ অনুসারে এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলিতে ভর্তির পুরো প্রক্রিয়াটিই অনলাইনের কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেকটর অফ কলেজেস (আইসি) ডঃ দেবাশিস দত্ত বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কোর্সের ক্ষেত্রে এই বদল আনা হচ্ছে। কলেজগুলির কাছ থেকে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় সেগুলির সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে। তা যাচাই করে দেখে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই অনুমোদন করে ভর্তির কেন্দ্রীয় পোর্টালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে গতবছর ওয়ান মেজর-টু মাইনর নীতির ওপর ভর্তি করা হয়। পরে দেখা যায় শতকরা ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী কোনও না কোনও বিষয়ে ফেল করে দ্বিতীয় সিমেস্টারে ওঠে। পরিক্ষার পাশ বলতে ছিল মোটে ১০ শতাংশ। যা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে শিক্ষা মহলে। পরবর্তীতে সমস্যার জায়গাগুলি চিহ্নিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন অ্যান্ড এগজামিনেশন রেগুলেশন কমিটির একাধিক বৈঠক হয়। তাতে বেশ কিছু কলেজ অধ্যক্ষর পাশাপাশি কয়েকজন রয়েছেন। রেগুলেশন কমিটির বৈঠকেই কোর্সের ক্ষেত্রে রদবদল করার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। সেই মোতাবেক এবছর ভর্তি হবে।

কী থাকছে
- এবার আর সিঙ্গল মেজর এবং টু মাইনর নয়
- প্রথমটি সিঙ্গল মেজর উইথ সিঙ্গল মাইনর, অপরটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি
- মেজরের জন্য আবেদন করা বিষয়টিতে ৬০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে
- মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশের ক্ষেত্রে কোনও বাছবিচার নেই
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলিতে ভর্তির পুরো প্রক্রিয়াটিই অনলাইনের কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে হবে

> ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কোর্সের ক্ষেত্রে এই বদল আনা হচ্ছে। কলেজগুলির কাছ থেকে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় সেগুলির সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে। তা যাচাইয়ের পর অনুমোদন করে ভর্তির কেন্দ্রীয় পোর্টালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
>
> -ডঃ দেবাশিস দত্ত
> ইনস্পেকটর অফ কলেজেস

অদলবদল করা কোর্সের প্রকৃতি ঠিক কীরকম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, সিঙ্গল মেজর উইথ সিঙ্গল মাইনরের কোর্সটির ক্ষেত্রে ধরা যাক কেউ বাংলাকে মেজর (সাবেক অনার্স) হিসেবে নিল। পাশাপাশি মাইনর হিসেবে নিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো কোনও একটি বিষয়কে। সেক্ষেত্রে তাঁকে মেজর বিষয়ের ২৩টি পেপারের ওপর পরীক্ষা দিতে হবে। মাইনরের ক্ষেত্রে ওই সংখ্যা ৮। অন্যদিকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্সের ক্ষেত্রে বিষয় থাকবে ৩টি। উদাহরণ হিসেবে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসকে ধরা হলে সেক্ষেত্রেও সব মিলিয়ে পেপার থাকবে ২৩টি। দুটি কোর্সেই ৪ বছরের ও ৮টি সিমেস্টারের। বছরে দুটি করে সিমেস্টারের পরীক্ষা হবে। এছাড়া আরও ৪ ধরনের বিষয়ের ১১টি পেপার দুটি কোর্সেই সমানভাবে পড়তে হবে। কোর্সের রদবদলে সব ধরনের ছাত্রছাত্রীরাই নিজেদের মেধা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। তুলনামূলকভাবে চাপ কম থাকায় ফলাফলও সন্তোষজনক হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন মোট কলেজের সংখ্যা ৪৮। এর মধ্যে ৪১টি কলেজে কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি হবে। বাকি ৪টি মিশনারিজ, ২টি সেল্ফ ফিন্যান্সড ও ১টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নিজেদের পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি নেবে। এই কোর্সের রদবদলের টেকনিকাল কাজের দেখভালের সঙ্গে জড়িত রাজেশ আগরওয়াল নামে এক শিক্ষক বলেন, 'ওই ৭টি কলেজের পড়াশোনার কোর্সের ধরন বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করে দেওয়া গাইডলাইন অনুযায়ীই থাকছে।'

মাদ্রাসার জন্য বিশেষ পোর্টাল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ মে : স্কুলের মতো এবার মাদ্রাসাগুলির জন্যও বিশেষ পোর্টাল চালু করছে রাজ্য। নাম দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল বা মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমএমএস)। বৃহস্পতিবার বিকালে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভবনে বিশেষ বৈঠক বসেছিল। গরমের ছুটির পর মাদ্রাসাগুলি শুরু হলে এই পদ্ধতি চালু হবে। মাদ্রাসা পর্ষদ সূত্রে খবর, এখন কলকাতা থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিকে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি করা যায়। কিন্তু মাদ্রাসাগুলির ক্ষেত্রে তা হয় না। এই ব্যবস্থা চালু হলে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির উপরও কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি চালানো হবে।

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি (অ্যাকাডেমি) ডঃ আজিজুর রহমান বলেন, 'বাংলা শিক্ষা পোর্টালে শিক্ষা দপ্তরের স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ এসএমএস পোর্টাল রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসার যেহেতু কিছু অতিরিক্ত বিষয় (সাবজেক্ট) রয়েছে, সেজন্য ওখান থেকে ওই মার্কশিটগুলি ডাউনলোড করা যাচ্ছিল না। ওদের থেকে আমাদের সাবজেক্ট কিছু আলাদা। মাদ্রাসা বোর্ড স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মাদ্রাসার জন্য একটা আলাদা মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পোর্টাল চালু করছে। ফলে, এখন থেকে বাংলা শিক্ষা পোর্টালে গেলে সেখানে স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এসএমএস পোর্টালের সঙ্গে আর একটা পাওয়া যাবে স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ফর মাদ্রাসা। সেটাকেই আমরা এমএমএস বা মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পোর্টাল বলছি। এতদিন মাদ্রাসার বিষয়গুলি তাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এটারই বৃহস্পতিবার একটা মহড়া হল।'

এদিন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পর্ষদের সভাপতি ডঃ শেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন, বোর্ডের অন্যতম সদস্য মোঃ আব্দুল বাতেন সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি সিনিয়ার মাদ্রাসা এবং হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক সহ পর্ষদের বিভিন্ন কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পর্ষদ সূত্রে খবর, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধীনে এসএমএস পোর্টালে স্টুডেন্ট, টিচার অ্যাটেনডেন্ট সহ স্কুলগুলির সমস্ত ক্লাসের মার্কশিট ও অন্যান্য তথ্য মিলবে ও ডাউনলোড করা যাবে। মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পোর্টালে ছাত্রছাত্রীদের তথ্যও মজুত থাকবে। অর্থাৎ রাজ্যের কোথায় কোন মাদ্রাসা রয়েছে। তাতে কতজন পড়ুয়া রয়েছে সবকিছুই এখানে থাকবে। পাশাপাশি এখান থেকে রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসার পড়ুয়ারা নিজস্ব মার্কশিট, রিপোর্ট কার্ডও পাবে। মাদ্রাসা প্রিন্ট করে তা তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এসএমএস পোর্টালের মতো এখান থেকে মাদ্রাসাগুলি অন্যান্য সুযোগসুবিধাও পাবে।

খারবানির উন্নয়নে জোর মিরিক পঞ্চায়েত সমিতির

পর্যটনে নয়া গন্তব্য আসালিয়া জলপ্রপাত

সানি সরকার

মিরিক, ৯ মে : নেপালের সালাকপুর যতটা কাছে, ঠিক ততটাই যেন দূরে মিরিক লেক। কিন্তু মিরিকে পর্যটনের আকর্ষণ বাড়াতে এবার ভারত-নেপাল সীমান্তে থাকা আসালিয়া জলপ্রপাতই ভরসা হয়ে উঠছে। ভারতের পাশাপাশি নেপালের পর্যটকদের টানতে জলপ্রপাতটিকে কেন্দ্র করে খারবানির পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিল মিরিক পঞ্চায়েত সমিতি। পর্যটকদের কাছে 'হিডেন ওয়াটারফলস' হিসেবে পরিচিত আসালিয়াকে কেন্দ্র করে প্যাভিলিয়ন, রাস্তা, গার্ডেন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এখানকার পর্যটন মরশুম শুরুর আগে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশাবাদী পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ আদিত্য প্রধান। তিনি বলছেন, 'শহরের ওপর চাপ কমাতে লেক নির্ভর মিরিকের পর্যটনকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাইছি। এর জন্য আসালিয়া জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে খারবানির উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে।' এর ফলে মিরিকে পর্যটকদের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী এখানকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

বর্ষার শেষপর্যায়ে অনেকেই গাড়ি নিয়ে, কেউ আবার মোটর সাইকেলে পৌঁছে ভিড় জমান মিরিকের খারবানিতে। দুর্গম পাহাড় হওয়ায় অনেকেই আবার ভারতের ফুগুরি হয়ে অথবা নেপালের সমলবাং থেকে ট্রেক করে পৌঁছে যান মেচি এবং সিদ্ধি নদীর মাঝে থাকা সবুজে ঘেরা খারবানিতে। এখান থেকে হাঁটাপথে তাঁদের গন্তব্য হয়ে ওঠে আসালিয়া জলপ্রপাত। মূলত অগাস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলে এখানকার পর্যটন মরশুম। মূলত জলপ্রপাতটির টানেই পর্যটকরা ভিড় জমান। কিন্তু ঠিকমতো বসার জায়গা বা রাত কাটানোর ব্যবস্থা না থাকায় দিনে দিনে ফিরতে হয় পর্যটকদের।

> শহরের ওপর চাপ কমাতে লেক নির্ভর মিরিকের পর্যটনকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাইছি। এর জন্য আসালিয়া জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে খারবানির উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে।
>
> -আদিত্য প্রধান
> স্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ

ভারত-নেপাল সীমান্তে মিরিকের আসালিয়া জলপ্রপাত। -সংবাদচিত্র

কারও গন্তব্য হয়ে ওঠে মিরিক শহর, কেউ আবার ফিরে যান সালারপুরে। শিলিগুড়ি থেকে যাঁরা যান, তাঁরা ফিরতি পথে বাঁদিকে মিরিক এবং ডানদিকে টিমলিং রোডকে রেখে রাস্তা ধরেন একপ্রকার বাধ্য হয়ে। এই অব্যবস্থা দূর করে খারবানিকে আদর্শ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে মিরিক পঞ্চায়েত সমিতি। সমিতির সদস্য রাজিনা ঘালি, কৈলাস খাওয়াসদের বক্তব্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন হলে খারবানিতে নতুন করে হোটেল, হোমস্টে গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যে অনেকে এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে তাঁরা জানান।

আদিত্য প্রধানের বক্তব্য, 'পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা রাস্তা এবং গ্রাউন্ড লেভেলিংয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। পাশাপাশি কাজ চলছে প্যাভিলিয়ন তৈরির। গ্রাউন্ড লেভেল এবং রাস্তা তৈরির কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশাবাদী।'

আসালিয়া জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত সমিতি খারবানিকে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুশি মিরিকের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এমনই একজন দীপক গুরুং বলেন, 'মিরিকের লেকের জন্যই মূলত পর্যটক এখানে আসে। কিছু পর্যটক আসেন পশুপতি বাজারের জন্যও। কিন্তু খারবানিকে নতুন রূপ দেওয়া হলে জলপ্রপাতটির জন্যও পর্যটক পাওয়া যাবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮২৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮২৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

আজ শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
11 12 13 MAY
জলপাইগুড়ি
হোটেল জেলা ক্লিষ্ট
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

দামোহানিতে আরপিএফটিসি/ডিওআইতে রেইন শেড এবং সাইকেল স্ট্যান্ড
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০৭-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং.: ১০-এপি-III-২০২৪। কাজের নাম : এডিইএন/এমবিজেডের অধীনে দোমোহানিতে আরপিএফটিসি/ডিওআই তে রেইন শেড এবং সাইকেল স্ট্যান্ড। টেন্ডার মূল্য: ১,৩১,২৪,৩৫৫.৫৩ টাকা; বায়নার ধন: ২,০৪,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৫-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ৩০-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৪৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৭-০৫-২০২৪; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ২৬-এপি-I-২০২৪; কাজের নাম: এডিইএন/পূর্ব/আলিপুরদুয়ার জং. -এর অধীনে গোসাইগাঁও হাট-টৌতারার মধ্যে কিমি ১৯৮/৭-৮ -এ মানুষ চালিত এল-ক্রসিং নং. এনএন/১২৬ (আপ এবং ডাউন) -এর পরিবর্তে এলএইচএস/আরইউবি -এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৫,১৭,৬৫,৪১৬.৬২; বায়না মূল্য : ₹ ৪,০৮,৮০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ৩১-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ক্রয়-বিক্রয়
পুরোনো শাল কাঠের দালান বা পুরোনো শাল কাঠ ও শাল, সেগুন, গামারি ও অন্যান্য গাছের বাগান ক্রয় করা হয়। M : 9932479907. (C/33037)

অ্যাফিডেভিট
আমার জমির খতিয়ানে আমার নাম Hirendra Nath Das যা কিনা আমার ডাক নাম থাকায় গত 20-03-2024 কোচবিহার সদর J.M 1st Class, 1st Court-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dipen Das এবং Hirendra Nath Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার আসল নাম - Dipen Das। জমির খতিয়ান নং- 346/1, J. L. No- 48, মৌজা - ছোটো রাংরস, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/109778)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
NAYAN RAHASYA
(Bengali)
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
A/c Dolby Digital

(A.C) SILIGURI

SHOW TIME 11.00 AM, 7.00 PM
SHOW TIME 1.15 PM
SHOW TIME 4.15 PM

Now Showing at
BISWADEEP
YAATHISAI
*ing : Guru Somasundaram & others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
EXAMINATION NOTIFICATION
[P.G. & U.G. under D.E. Mode]
The students are requested to visit www.nbu.ac.in or https://cdoe.nbu.ac.in for detailed information regarding P.G. & U.G. Odd & Even Semester Examinations, 2024 (under Distance and Online Education Mode).
Advt. No. 01/R-2024, Date : 10.05.2024 Registrar (Offg.)

KENDRIYA VIDYALAYA
BSF RANINAGAR
P.O.: Patkata, Distt.: Jalpaiguri, WB, PIN- 735133
Web: www.bsfraninagar.kvs.ac.in, email: kvbsfrani@gmail.com
School No. 19215, CBSE Affiliation Code No. 2400058
ADMISSION NOTICE
Applications are invited for one vacant seat of "Differently Abled" for Class-I. The age of Child should not be less than six (6) years as on 01.04.2024.
The offline registration form to be collected from the Vidyalaya from 10.05.2024 to 15.05.2024 in between 09.00 am to 01.00 pm. The last date of submission of form is on 15.005.2024 upto 02.00 pm.
PRINCIPAL I/C

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন
Election Commission of India
ভোটের দিন : 'কোনও অজুহাতের দিন নয়'
আসুন, আঙুলে কালি লাগাই এবং গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব পালন করি
चुनाव का पर्व DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024
'নির্বাচন দিবস: কোনও অজুহাত নয়!' চলচ্চিত্র-টি দেখার জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন
CBC 52101/13/0023/2425

গৌতমের কড়া অবস্থানে ভোল বদল সৌরভের

জট কাটল শ্মশান নিয়ে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : সকালের গোসা রাতে বদলে গেল 'সমঝোতায়'। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের কড়া বার্তা পেয়ে কার্যত ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানঘাট পরিদর্শনে গৌতম দেব।

রাজনীতির প্যাঁচ
- বৃহস্পতিবার সাহুডাঙ্গির শ্মশানঘাট পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব
- এসজেডিএ'র কাছ থেকে শ্মশানটি পুরনিগমের নেওয়ার কথা
- পরিদর্শনের বিষয় তাঁকে না জানানোয় গোসা এসজেডিএ চেয়ারম্যানের
- জবাবদিহি করতে পারব না বলে কড়া বার্তা গৌতমের

সমস্যার সূত্রপাত সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানঘাট পরিদর্শন ঘিরে। বৃহস্পতিবার শ্মশানটি পরিদর্শনে যান গৌতম। কিন্তু সেকথা তাঁকে জানানো হয়নি বলে গোসা করেন সৌরভ। সাংবাদিকদের কাছে সেকথা কবুলও করেন। সব শুনে গৌতম রেগে লাল হয়ে বলেন, 'প্রকল্পটা এসজেডিএ'র। ওদের যদি এত নিয়মকানুন থাকে তবে ওরা নিয়ে নিতে পারে। আমরা একটা ঝামেলার কাজ নিচ্ছি। সেটা নিয়ে আমি এত জবাবদিহি করতে পারব না।' মেয়রের যুক্তি ছিল, 'আমাদের আধিকারিকরা এসজেডিএ'র আধিকারিকদের পরিদর্শনের কথা জানিয়েছিলেন। এসজেডিএ'র সিইও অনেক আগেই জানতেন, চেয়ারম্যানকে জানানো হয়নি। সিইও কাকে জানিয়েছেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমি জানার পর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছি চেয়ারম্যানকে এবং দুঃখ প্রকাশও করেছি।'

মেয়রের এমন বার্তার পর রাতে সুর নরম হয় সৌরভের। দিনভর এড়িয়ে গেলেও রাতে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'গৌতমদা আমাকে এসএমএস করেছিলেন। আমি বলেছি, পরে কথা বলে নেব। আসলে আমাদের বানারহাটের এক কর্মী মারা গিয়েছেন। তাঁর শেষকৃত্যে গিয়েছিলাম আমি।'

সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানঘাট এতদিন এসজেডিএ দেখভাল করত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওই শ্মশান অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে এত টাকা খরচ করে শ্মশান তৈরি করে ফেলে রাখায় প্রশ্ন উঠছিল। পাশাপাশি দামি দামি সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছিল। সূত্রের খবর, প্রায় আড়াই কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিলও বকেয়া রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এসজেডিএ শিলিগুড়ি পুরনিগমকে ওই শ্মাশানঘাট হস্তান্তর করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। সেইমতো পুরনিগম দায়িত্ব নিতে রাজি হয়। পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগম পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মেটানোর ব্যবস্থা করে। এদিন এলাকা পরিদর্শনে যান মেয়র। সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের আধিকারিকরা। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শান্তনু দাস তাঁর দল নিয়ে এসেছিলেন। কী কারণে শ্মশানের চুল্লি বন্ধ পড়ে রয়েছে, ঠিক করতে কী কী প্রয়োজন সেই বিষয়টি দেখে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে ওই দলকে। পুরনিগম এবং এসজেডিএ'র বাস্তুকারদের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর কী কী কাজ করতে হবে তার ডিপিআর তৈরি করে এসজেডিএ-কে দেবে পুরনিগম। এরপর এসজেডিএ টাকা দিলে সেই কাজ করা হবে এবং পুরনিগম শ্মশানঘাট নিজেদের হেপাজতে নেবে।

গৌতমের দাবি, পরিদর্শনের বিষয়টি পুরনিগমের কমিশনার আগাম এসজেডিএ'র সিইওকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টি এসজেডিএ'র চেয়ারম্যানকেও জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। তাই সকালে বিষয়টি নিয়ে গোসা হয় সৌরভের।

সৌরভ-গৌতমের এই ইগোর লড়াই অবশ্য নতুন নয়। বিধান মার্কেট সহ বেশ কিছু ইস্যুতে দুজনের বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছে। এদিনের ঘটনা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। কিন্তু বেলা গড়াতেই সৌরভ ভোল বদলালেন কেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে তৃণমূলের অন্দরেই। ওপর থেকে চাপ, নাকি গৌতমের কথায় ভয় কোন অঙ্কে সুর নরম, সেটাই এখন চর্চায়।

চার্জশিট ছাড়াই জামিন, রিপোর্ট পেশ আদালতে

শিলিগুড়ি, ৯ মে : চার্জশিট না জমা পড়ায় জামিন পাওয়া দুই অভিযুক্তের বিষয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে রিপোর্ট জমা দিলেন ওই মামলার তদন্তকারী আধিকারিক (আইও)। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ সেকেন্ড কোর্টের বিচারক জিতেন্দ্র গুপ্তার এজলাসে জমা দেওয়া ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ১ এপ্রিল সরকারপক্ষের আইনজীবী তন্ময় মিত্র কেস ডায়েরি, যাবতীয় তথ্য সহ চার্জশিট গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ২৯ এপ্রিল এজলাসে সরকারপক্ষের আইনজীবী হিসাবে তন্ময় মিত্রই হাজির ছিলেন। সেখানে তিনি ওই দুই অভিযুক্তের জামিনের বিরোধিতা করলেও বিচারকের কাছে স্বীকার করেন, কোর্টে কোনও চার্জশিট জমা দেওয়া হয়নি। এই রিপোর্ট ঘিরে শহরের আইনজীবী মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি অগাস্টে।

এদিন এজলাসে সরকারপক্ষের আইনজীবী দিলীপ রায়ের বিচারকের কাছে পরবর্তী শুনানির জন্য লম্বা সময় চাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। এব্যাপারে দিলীপ রায়ের

গাঁজা মামলা

কথায়, 'এটা বিচার বিভাগীয় বিষয়। আইন আইনের পথে চলবে।' অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর পীযূষকান্তি ঘোষ বলেন, 'পিটিশন দাখিল হয়েছে। শুনানির পরেই এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব।' তন্ময় মিত্রের বক্তব্য, 'এব্যাপারে যা বলার আইনজীবী দিলীপ রায় ও অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর পীযূষকান্তি ঘোষই বলতে পারবেন।'

মাটিগাড়া থানা সূত্রে খবর, ২০২৩-এর অক্টোবরে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ সঞ্জিত শেখ ও ইমান হুসেন নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে ২০ কেজিরও বেশি গাঁজা উদ্ধার হয়। কোর্ট সূত্রে খবর, ২০ কেজি বা তার বেশি মাদক উদ্ধার হলে তাকে কমার্সিয়াল কোয়ান্টিটি বলা হয়। এমন ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের ১৮০ দিনের মধ্যে পুলিশকে চার্জশিট দাখিল করতে হয়। নতুবা অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যায়।

গত ২৯ এপ্রিল দুই অভিযুক্তকে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ সেকেন্ড কোর্টের বিচারক জিতেন্দ্র গুপ্তার এজলাসে তোলা হয়। ততদিনে ১৮০ দিন পার হয়ে গিয়েছে। পুলিশ আদালতে কোনও চার্জশিট জমা দেয়নি। এরপরই অভিযুক্তদের জামিন দেওয়া হয়। এ সময় বিচারক এবিষয়টা লিখিতভাবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে ভর্ৎসনা করেন। বিচারকের নির্দেশে গত মঙ্গলবার এজলাসে এই মামলার তদন্তকারী আধিকারিক উপস্থিত হন। ওই আধিকারিকের দাবি, তিনি নির্ধারিত সময়েই সরকারপক্ষের আইনজীবীর হাতে চার্জশিট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য হস্তান্তর করেছেন। এদিন সেই দাবি প্রসঙ্গে রিপোর্টও দাখিল করেন ওই তদন্তকারী আধিকারিক। পাশাপাশি তিনি বিচারকের কাছে জামিন সংক্রান্ত নির্দেশ পুনর্বিবেচনা ও ওই দুই অভিযুক্তের জামিন বাতিলের অনুরোধ জানান।

বিধাননগরে মহানন্দা নদী থেকে আর্থমুভার দিয়ে বালি তোলা চলছে। -সংবাদচিত্র

বালি পাচার, নেতার কাঠগড়ায় পুলিশ

স্থানীয় বাসিন্দাদের নিশানায় তৃণমূল

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৯ মে : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের ৩টি নদী থেকে বালি পাচার চলছে অবাধে। ভাঙন রুখতে সেচ দপ্তরের তৈরি করা বাঁধও কেটে ফেলা হচ্ছে খনন করতে গিয়ে। পুরো কারবারে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কিছু নেতা ও পুলিশ প্রশাসনের একাংশ কর্তার বিরুদ্ধে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলছেন, 'বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে।' তবে পাচার নিয়ে তিনি কিছু বলেননি।

দায় ঠেলাঠেলি
- ফাঁসিদেওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বেশ কয়েকটি নদী থেকে বালি পাচার হচ্ছে
- তৃণমূল নেতা ও পুলিশের বিরুদ্ধে পাচারে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে
- তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষ দলের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করছেন
- তাঁর দাবি, থানা টাকা নিয়ে পাচারে মদত দিচ্ছে

বিধাননগরের তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষ বালি পাচারে দলের যোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করলেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন পুলিশকে। সূত্রের খবর, এই কারবার নিয়ে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কাজলের বাকবিতণ্ডা হয়েছে। কাজলের মন্তব্য, 'অবৈধ কিছু হলেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। আমি কিংবা আমার দলের নেতারা এখানে জড়িত নই। থানা জড়িত আছে। পুলিশকে অনেকবার বুঝিয়েছি। কী চলছে, তা ওসি বলতে পারবেন। জায়গা মতো বিষয়টি জানিয়েছি।'

বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের ওসি শুধু বলছেন, 'নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। আগামীতেও চলবে।'

রাত বাড়তেই বিধাননগরে মহানন্দা, মতিয়া, বালাসন নদীতে জেগে ওঠে মাফিয়ারা। আর্থমুভার, ট্র্যাক্টর, ডাম্পারের আলো জ্বালিয়ে চলে নদীখনন। ব্যতিক্রম হয় না দিনের বেলাতেও। বিধাননগরের বুধারুগাঁও, ভাতিগছ, কেএনজি নগর, ভোমাবস্তি এলাকায় দেদার চলছে নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের কারবার। সেই সঙ্গে চিকনমাটি, পেটকি এলাকায় বালাসন নদী থেকেও পাচার চলছে বলে অভিযোগ। বুধারুগাঁও এলাকায় ভাঙন রোধে কয়েক কোটি টাকা খরচে তৈরি করা সেচ দপ্তরের বাঁধও কারবারের জেরে বিপর্যস্ত।

কিছু গ্রামে বাড়ির সদস্য প্রতি একেকটি ট্র্যাক্টর রয়েছে। পরিবারের একাধিক সদস্য মিলে নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের কারবার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, গ্রামেরই মানুষ অপরাধে জড়িত থাকায় স্থানীয়রা ভয়ে মুখ খুলছেন না। অকপটে সাধারণ মানুষ এলাকায় অবৈধ কাজে তৃণমূলের নেতা-কর্মী জড়িত থাকার অভিযোগ যেমন করছেন, তেমনই পুলিশের বিরুদ্ধে গাড়ি প্রতি টাকা নিয়ে পাচারে ছাড় দেওয়ার অভিযোগও তুলছেন। বিডিও বলছেন, 'পুলিশ এবং বিএলএলআরওকে ব্যবস্থা নিতে বলা হবে।'

ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদারের কথা, 'কয়েকদিন আগেও গাড়ি ধরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বিধাননগরে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে ফের অভিযান চালানো হবে।'

তৃণমূল নেতা খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে পাচারে মদত দেওয়ার অভিযোগ তোলায় হইচই শুরু হয়েছে ফাঁসিদেওয়ায়। তবে, এনিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সকলেই। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, এতকিছুর পরও পাচার আদৌ বন্ধ হবে কি?

থানায় নালিশ প্রতারিতদের

শিলিগুড়ি, ৯ মে : মাছের ব্যবসার নামে প্রতারণার শিকার মহিলারা বৃহস্পতিবার মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। মাটিগাড়ার মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক (ডব্লিউডিও) রানি রায়, তাঁর স্বামী মৃণাল রায় এবং বিএস গ্রুপ অব ইনস্টিটিউট অ্যান্ড ফার্মিংয়ের ডিরেক্টর বিপুল শর্মার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাছ চাষে আর্থিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে মহকুমার চারটি ব্লকের মহিলাদের বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বিএস গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড ফার্মিং। অভিযোগ, একটি ইউনিটের জন্য ৪০ হাজার টাকা করে ঋণ পান মহিলারা। ওই টাকার পুরোটাই বিপুল এবং মৃণাল নিয়ে নেন। বিনিময়ে একটি ছোট ট্যাংক বানিয়ে দেন। মাছ, মাছের খাবার ওই সংস্থাই দিয়েছিল। চুক্তি মতো একবার মাছও নেয় সংস্থা। কিন্তু প্রতি তিনমাস পরপর ১৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন মহিলারা। একবার ব্যাংকের চেক দেওয়া হয়েছিল, সেটাও বাউন্স হয়। অথচ ঋণের কিস্তি নিয়মিত মেটাতে হচ্ছে মহিলাদের। এরপরেই আইনের দ্বারস্থ হলেন মহিলারা।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলেছেন, 'গ্রামের গরিব মহিলাদের স্বনির্ভরতার লোভ দেখিয়ে যেভাবে প্রতারণা করা হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসন তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করুক, এটাই চাই।'

বিয়েবাড়ির বচসায় আহত তরুণের মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ৯ মে : মারা গেলেন বিয়েবাড়ির বচসায় দুষ্কৃতীদের হাতে আহত জয় বর্মন। তরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ফের উত্তপ্ত হল নকশালবাড়ি। এদিন সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শান্তিনগরের জয়। ২৩ বছর বয়সি তরুণের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্ষোভে ফুঁসছেন জয়ের আত্মীয়দের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে মৃতদেহ থানার সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে থানার সামনের রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। জয়ের মামা অর্জুন বর্মন বলেন, 'বিয়েবাড়িতে ঝামেলা হতেই পারে, তার জন্য একজনকে মেরে ফেলতে হল? দশ-বারোজন মিলে আমার ভাগ্নেকে মেরেছে। সেখানে পুলিশ মাত্র পাঁচজনকে ধরেছে। বাকিদেরও দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক।'

মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ি চা বাগানে এক বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন জয়। সেখানে যাওয়াই কাল হল। পুলিশ জানিয়েছে, সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। নাচ করতে গিয়ে গায়ে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে বিয়েবাড়িতে ওম নাগাসিয়া (১৯) এবং গগন নাগাসিয়া (২২) নামের দুজনের সঙ্গে জয়ের বচসা বাধে। তখনকার মতো বিবাদ মিটে যায়। তারপর বাড়ি ফেরার পথে জয়কে পাকড়াও করে তাঁর মাথার পেছনে রড ঢুকিয়ে দেয় ওম। ওই দুই ভাইয়ের সঙ্গে তখন আরও কয়েকজন ছিল। সেদিন রাতেই জয়কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। মাথায় রডের আঘাত নিয়ে ৪০ ঘণ্টার ওপরে আইসিইউতে ছিলেন তিনি। এদিন সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ গ্রামে আনা হলে গোটা গ্রাম মৃতদেহকে নিয়ে মিছিল করে থানায় যায়। থানার গেটের সামনে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বন্ধ করে দেওয়া হয় থানার সামনে থাকা রাজ্য সড়কে সমস্ত যান চলাচল। সড়কের মাঝে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় এদিন। শেষে পুলিশের আশ্বাস পেয়ে আধঘণ্টা পরে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ তুলেন।

নকশালবাড়ি থানার সামনে রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ।

বুধবার রাতেই অবশ্য ঘটনায় জড়িত পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার পাঁচজনকে ফাঁসিদেওয়া থানা থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সবাইকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের মধ্যে বাগডোগরা তাইপু চা বাগানের বাসিন্দা গগন এবং ওম তো রয়েইছে। এছাড়া, শেখর কুজুর (২৫), আদেশ নাগাসিয়া (২৩) এবং অভয় নাগাসিয়াকেও (২৫) গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এই তিনজন মাটিগাড়া নিউ চামটা চা বাগানের বাসিন্দা।

জেলায় প্রথম দশে মাফিয়া

চোপড়া, ৯ মে : উচ্চমাধ্যমিকে চোপড়া ব্লকের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম মাফিয়া পারভিন। উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রথম ১০ জনের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে সে। স্বভাবতই খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও তার পরিবার। টটু সিংহ স্মৃতি হাইস্কুলের ছাত্রী মাফিয়ার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৮। সে বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৪, ভূগোলে ৯৭, ইতিহাসে ৯১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৬ এবং দর্শনে ৯৫ নম্বর পেয়েছে।

কৃষক পরিবারের মেয়ে মাফিয়ার উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফলাফলে আপ্লুত বাবা মহম্মদ আজিমুদ্দিন এবং মা রুআফজা বেগম। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রণবকুমার বড়াই বলেন, 'মেয়েটি ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো। সে পঞ্চম শ্রেণি থেকে এই স্কুলের ছাত্রী।'

স্থানীয় তিনমাইল গোয়াবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মাফিয়া বলছে, 'মাধ্যমিকে ৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার। কিন্তু নিজের স্কুলে বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ না থাকায় কলা বিভাগে ভর্তি হই।' ভবিষ্যতে এলএলবি পড়ার ইচ্ছা রয়েছে তার।

ALIAH UNIVERSITY

11A/27, New Town, Action Area-II, Kolkata-700160

Extension of Last Date for Online Application and Final Schedule of AUAT - 2024

Memo No.001/AU/REG/AUAT/24-25 Date: 03/05/2024

Online applications are invited to appear in Aliah University Admission Test (AUAT-2024) for admission to various Under Graduate (UG) and Post Graduate (PG) programmes in Arts, Science, Engineering, Integrated MBA (BBA-MBA), Nursing, Islamic Theology, Islamic Studies, B.Ed., LL.M. & Lateral Entry (B.Tech.).

The date of online application is extended up to 20th May, 2024 for all UG & B.Ed. programmes and 30th June, 2024 for all PG programmes.

The admission test will be held on 9th June, 2024 (Sunday) for Nursing & B.Ed. Programmes, 22nd June, 2024 (Saturday) & 23rd June, 2024(Suuday)for all UG Programmes (except Nursing & B.Ed.), and 3rd August, 2024 (Saturday) & 4th August, 2024 (Sunday)for all PG programmes.

For further details, please visit the website http://www.aliah.ac.in

Sd/-
Registrar (officiating)

ICA-N224(6)/2024

অবশেষে বৃষ্টি, আশাবাদী চা চাষিরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ মে : অবশেষে নামল বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। ভিজল চোপড়ার চা বলয়। খুশি ক্ষুদ্র চা চাষি মহল। গত পুজোর পর থেকে চোপড়ায় তেমন খুব একটা বৃষ্টি হয়নি। মাঝে মার্চ পর্যন্ত মাত্র দু'বার কার্যত নামে বৃষ্টি হয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহে পাট, তিল ও নানা গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সব থেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছিল ক্ষুদ্র চা চাষ। কৃষিপ্রধান চোপড়া ব্লকে বৃষ্টির অভাবে কার্যত হাহাকার শুরু হয়েছে। দিতে হচ্ছিল সেচ। বৃহস্পতিবারের মাঝারি বৃষ্টিতে খুশি ফিরেছে। এই বৃষ্টিতে চায়ের ফলন অনেকটা বাড়বে বলে আশাবাদী ক্ষুদ্র চা চাষি মহল।

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মাহাতো এ প্রসঙ্গে বলেন, 'চোপড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় এদিন বিকাল চারটা পর্যন্ত ৪১.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আগামী ১০-১১ মে পর্যন্ত মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টি তিল, পাট, বিভিন্ন সবজি ও চা চাষের পাশাপাশি আম, লিচুর উপকারে লাগবে।'

বৃষ্টিতে সতেজতা ফিরেছে চা বাগানের।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকে প্রায় ১২ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্র চা চাষিদের দাবি, এদিনের বৃষ্টিতে একদিকে ফলনের পক্ষে যেমন ভালো হল তেমনই রোগপোকার আক্রমণ থেকেও রেহাই মিলবে। এবার টি বোর্ড ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে কারখানা খোলার পাশাপাশি চা পাতা তোলার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম ফ্লাশিং বৃষ্টির কারণে মার খেয়েছে। অনেক বাগান রোদের তাপে ঝলসে গিয়েছে। অধিকাংশ কারখানা পর্যাপ্ত কাঁচা চা পাতার অভাবে বন্ধ রয়েছে। অনেকেই গাছ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে বাড়তি পয়সা খরচ করে সেচ দিচ্ছেন।

ঝরবাড়ির বাসিন্দা ক্ষুদ্র চা চাষি সফিক আলম বলেন, 'টানা কয়েক মাস বৃষ্টি না হওয়ায় রোগপোকার উপদ্রব, সেচের খরচ বেড়েছে। এদিনের বৃষ্টিতে অন্তত আগামী ১৫-২০ দিন সেচের দরকার হবে না।' আর এক ক্ষুদ্র চা চাষি রতন সাহার কথায়, 'টানা কয়েক মাস তেমন বৃষ্টি না হওয়ায় বাগানগুলিতে রোগপোকা বাড়ছিল। এদিন বেশ ভালো বৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষি থেকে বাগান মালিক সবার স্বস্তি ফিরেছে।' চোপড়া ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলেন, 'হিসাবমতো এখন থার্ড ফ্লাশিং চলার কথা। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে এখন সেকেন্ড ফ্লাশিং চলছে। এদিনের বৃষ্টি যে কত উপকারে আসবে তা কোনও অঙ্কে হিসাবে মেলানো যাবে না। প্রথমত, এতে যেমন রোগপোকা দমনে সহযোগিতা মিলবে তেমনই ফলন একলাফে অনেকটা বেড়ে যাবে।'

স্থানীয় কৃষক মহম্মদ ইসমাইল, ইয়াসিন আলিরা জানান, তীব্র গরমে পাট, তিলের গাছ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অনেক পাটখেতে সেচ দিতে হয়েছে।

ধান খেল হাতি

নকশালবাড়ি, ৯ মে : বাড়িতে হানা দিল হাতি। অল্পের জন্যে প্রাণে বাঁচল পরশুরাম বর্মনের পরিবার। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ভারত-নেপাল সীমান্তের ঝাপুজোত এলাকায়।

এদিন হাতিটি পরশুরামের রান্নাঘরে হানা দেয়। পাকা ঘরের দেওয়াল ভেঙে টিন গুঁড়িয়ে দিয়ে একবস্তা ধান খেয়ে চলে যায় হাতিটি। সেই সময় পরশুরামের গোটা পরিবার অন্য ঘরে ছিল। তিনি জানাচ্ছেন, রান্নাঘরে ধানের বস্তা ছিল। সেই লোভে হাতিটি ঘরে ঢুকে পড়ে। বন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানিয়েছেন পরশুরাম।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা হরি প্রসাদ নেওয়ার - কে 20.02.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 96L 44592 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে আমার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করেছে। আমার কাছে এক কোটি টাকা থাকা একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল, কিন্তু কিভাবে এই স্বপ্ন পূরণ করবো তার কোনো ধারনা ছিল না। ডিয়ার লটারি আমাকে আমার স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করেছে যার জন্য আমি সারাজীবন ডিয়ার লটারির কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

অপেক্ষা।। লাটাগুড়িতে একটি রিসর্টে ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের রাজদীপ নাগ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকা কাঁটাতারবিহীন। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ফাঁসিদেওয়া তাই পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। মঙ্গলবার রাতেই অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে দুই বাংলাদেশির। কীভাবে চলছে এই কারবার, ফাঁসিদেওয়ার পাচার-কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ প্রথম পর্ব

ভোট মরশুমে অবাধে পাচার

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৯ মে : মাঝরাতে গ্রামের মেঠোপথে ধুলো উড়িয়ে চলতে থাকে গোরুর পাল। একেবারে যে নিঃশব্দে তা নয়। কিন্তু এ শব্দে সাড়া দিলেই বিপদ। তাই গোরু পাচারকারীদের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন গ্রামবাসী।

বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা ফাঁসিদেওয়ায় এই গোরু পাচার বা চোরাকারবার নতুন কিছু নয়। তবে ইদানীং বদলেছে পাচারের ছক। আগে চোরেরা এই গ্রামে ঢুকে গৃহস্থের গোরু গোয়াল থেকে চুরি করত। আর এখন বাইরের জেলা থেকেই আসে গোরু।

ফাঁসিদেওয়ার ধনিয়া মোড় এবং চটহাটে মুড়িখাওয়া মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটারের বেশি এলাকাজুড়ে সীমান্তে নেই কাঁটাতারের বেড়া। ফলে বিস্তীর্ণ ওই এলাকা গোরু পাচারে করিডর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। লোকসভা ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী তুলে নেওয়ায় এখন সীমান্তে প্রহরারত জওয়ানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে পাচারকারীরা।

সীমান্তের এলাকাগুলিতে খোঁজখবর নিতেই জানা গেল, পাচারকারীরাও এখন প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে স্থানীয় কিছু লাইনম্যানের যোগসাজশ।

ভোররাতে খোলা সীমান্তে নজর কম থাকায় বাংলাদেশিরা সুযোগ বুঝে এপারে ঢুকে পড়ছে। তাদের কাছে থাকছে দুই দেশের সিম কার্ড। সঙ্গে স্মার্টফোন। হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ হচ্ছে দুই দেশের কারবারিদের মধ্যে। গোটা দিন এপারের শাগরেদের আশ্রয়েই থাকছে ওপার থেকে আসা পাচারকারী।

সকাল হতেই শুরু হয়ে যায় উত্তর দিনাজপুর সহ বাইরের রাজ্য থেকে গোরু নিয়ে আসার কাজ।

বাংলাদেশ সীমান্তে দেখা নেই কাঁটাতারের। - সংবাদচিত্র

এরপর স্থানীয় পাচারে জড়িত লাইনম্যানের বাড়িতে, খোঁয়াড়ে কিংবা মাঠে বাঁধা থাকে গোরু। রাত বাড়তেই খবর যায় ওই পারে। খবর যেতেই এসে হাজির হয় চোরাকারবারিদের বড় দল। মূলত গ্রামের প্রধান রাস্তা এড়িয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গোরু। কখনও হাঁটাপথে, আবার কখনও চারচাকা পণ্যবাহী গাড়িতে চাপিয়ে।

অন্য জেলা কিংবা অন্য রাজ্য থেকে আসা গোরু পার্শ্ববর্তী জেলা উত্তর দিনাজপুর পেরিয়ে বিধাননগর দিয়ে ঢুকে চটহাট হয়ে মুড়িখাওয়া সীমান্তে পৌঁছায়। সেখান থেকে মহানন্দা পেরিয়ে গোরু পৌঁছে যায় বাংলাদেশে। অন্য দল আবার গোরু নিয়ে টামবাড়ি, ধনিয়া মোড় হয়ে মহানন্দা নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ চলে যায়। কাঁটাতার না থাকায় এই দুই জায়গাই চোরাচালানকারীদের প্রথম পছন্দ। তবে, এই রুটে পাচার সফল না হলে শুধুমাত্র তখনই লালদাস কিংবা মানগছ এলাকা দিয়ে চলে পাচার। মানগছ দিয়ে পাচারের ক্ষেত্রে বটতলা দিয়ে আনা হয় গোরু। আর সে কারণেই হয়তো মানগছ কিংবা লালদাস এলাকায় কাঁটাতার কেটে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে মাঝে মাঝেই ফাঁসিদেওয়া থানার দ্বারস্থ হয় বিএসএফ।

ভয়ে, আতঙ্কে মুখ না খুললেও এই কারবার বন্ধ হোক তা চান ফাঁসিদেওয়ার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে কৃষক সকলেই। তবে, অপরাধীদের তালিকায় এদেশের জড়িতদের নামের তালিকা যে খাটো নয় তা সকলের কাছেই স্পষ্ট। তাই সাধারণ গ্রামবাসী চান, সঠিক তদন্ত করে অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। তাহলেই চিরতরে বন্ধ হতে পারে পাচারের কারবার।

যে পথে পাচার

- অন্য জেলা কিংবা অন্য রাজ্য থেকে আসা গোরু উত্তর দিনাজপুর পেরিয়ে চটহাট হয়ে মুড়িখাওয়া সীমান্তে পৌঁছায়
- সেখান থেকে মহানন্দা পেরিয়ে গোরু পৌঁছে যায় বাংলাদেশে
- আরেকটি দল গোরু নিয়ে টামবাড়ি, ধনিয়া মোড় হয়ে মহানন্দা নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ চলে যায়
- এই দুই রুটে সফল না হলে লালদাস কিংবা মানগছ এলাকা দিয়ে চলে পাচার

তৃষ্ণা মেটাবে।। মাল্লাগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে নামানো হচ্ছে তরমুজ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

নেফ্রোলজিতেও দালালরাজ

মেডিকেল থেকে রোগী যাচ্ছে নার্সিংহোমে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ মে : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে রোগীকে ফুসলিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা কিছুতেই কমছে না। অভিযোগ, শুধু অন্তর্বিভাগ নয়, বহির্বিভাগ থেকেও রোগীকে নার্সিংহোমে গিয়ে অপারেশন করানোর পরামর্শ দিচ্ছেন খোদ চিকিৎসক। তা সে সিনিয়ার হন বা জুনিয়ার, চিকিৎসকদের একাংশ এখন দালাল মারফত এই কারবার ফেঁদে বসেছেন। আর এই কাজের জন্য মেডিকেলে দালাল পুষছে কাওয়াখালি থেকে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত গজিয়ে ওঠা নার্সিংহোমগুলি। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'দালালচক্র রুখতে সর্বদা চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশও প্রতিদিন নজরদারি করে।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে রোগীকে ফুসলিয়ে বেসরকারি হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। এই কাজের বেশিরভাগটাই দালাল মারফত হয়। মেডিকেলের চারপাশে অন্তত ১০টি ছোট-বড় নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। এই নার্সিংহোমগুলির ৯০ শতাংশ রোগীই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল অথবা মেডিকেল থেকে নিয়ে যাওয়া। অভিযোগ রয়েছে, কিছু চিকিৎসকের থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই বহির্বিভাগের পাশাপাশি অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীদের কাছে পৌঁছে যায় দালালরা। মেডিকেল থেকে রোগীকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবারের লোকজনের মগজধোলাই করা হয়।

চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, মেডিকেলে অনেক সময় অপারেশনের তারিখ অনেক পরে দেওয়া হয়। সেই সুযোগেই ওই রোগীকে এবং তাঁর পরিবারকে দালালরা গিয়ে বোঝায়, আপনার রোগীর দ্রুত অপারেশন হওয়ার দরকার। কিন্তু এখানে অপারেশনের আশায় অপেক্ষা করতে করতে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নার্সিংহোমে চলুন, এখানকার ডাক্তারই নার্সিংহোমে আপনার অপারেশন করে দেবেন। পরিজনকে বাঁচাতে দালালদের খপ্পরে পড়ছেন অনেকেই।

মেডিকেল কলেজে রোগীর লাইন।

এই ধরনের ঘটনা বিশেষ করে অর্থোপেডিক, জেনারেল সার্জারি, পেডিয়াট্রিক, নিউরোসার্জারিতেই বেশি। এবার এর সঙ্গে নেফ্রোলজি বিভাগও যুক্ত হয়েছে। অভিযোগ, এই বিভাগে একজন চিকিৎসককে চুক্তির ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। ওই চিকিৎসক মেডিকেলের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকা একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। তিনি মেডিকেলের নেফ্রোলজি বহির্বিভাগে অন্য চিকিৎসকদের সঙ্গে বসেন। সেখান থেকেই রোগীকে সরাসরি নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই কাজেই দালালরা বেশি সক্রিয়। কেননা মেডিকেলে নেফ্রোলজির অন্তর্বিভাগ নেই। ফলে বহির্বিভাগ থেকেই রোগীকে সরাসরি নার্সিংহোমে নেওয়ার সুবিধা রয়েছে।

এই ঘটনায় মেডিকেলের চিকিৎসদের মধ্যেও হইচই পড়েছে। চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, দ্রুত এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হওয়া দরকার। অনেকে আবার মনে করছেন, এত বড় মেডিকেল কলেজে এত বছরেও নেফ্রোলজির অন্তর্বিভাগ তৈরি হল না কেন, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার।

অভাবের সংসারে ইউপিএসসি'র স্বপ্ন

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৯ মে : একমুঠো ভাতের জোগাড় করতে বাবা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করছেন। মা দিনরাত বিড়ি বেঁধে সবার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন। এরকম একটা অভাবের পরিবার থেকে লড়াই করে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৬৬ নম্বর পেয়েছে মহম্মদ হানিফ। চাকুলিয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের পড়ুয়ার অবশ্য মেধাতালিকায় জায়গা না করতে পারা নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যও তার একার নয়। বাবা-মা এবং স্কুলের শিক্ষকদের অবদান সে ভুলছে না।

চাকুলিয়া থানার সেথোর গ্রামে হানিফরা থাকে। মা রুমেলা খাতুন এবং বাবা সাদেক আলি ছাড়া হানিফের এক বোন এবং দুই ভাই রয়েছে। এক চিলতে ভিটেজমি ছাড়া কোনও সম্পত্তি নেই।

হানিফের ইচ্ছা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। কিন্তু ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাবেন কীভাবে? সেই ভেবে চিন্তায় ঘুম উড়ে গিয়েছে বলে জানালেন রুমেলা। তিনি বলেন, 'স্কুলের শিক্ষকদের ঋণ আমরা কোনওদিন ভুলতে পারব না। আমাদের অবস্থা দেখে কোনও গৃহশিক্ষক টাকা নেননি। তাঁদের সবার সহযোগিতা পেয়ে ছেলের এই সাফল্য।' তাঁর সংযোজন, 'কিন্তু ছেলেকে এবার বাইরে ভর্তি করানোর টাকাপয়সা জোগাড় করতে পারব কি না তা নিয়ে আমাদের চিন্তার শেষ নেই।' একই কথা বললেন বাবা সাদেক আলিও। তিনি জানান, হানিফ রায়গঞ্জের একটি স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু বাইরে থেকে পড়া চালিয়ে যেতে পারেনি। এবার কী হবে, বুঝতে পারছেন না।

মায়ের সঙ্গে মহম্মদ হানিফ।

হানিফ বাংলা এবং ইংরেজিতে যথাক্রমে পেয়েছে ৯৬ এবং ৮৭। এছাড়া, দর্শনে ৯২, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৫ এবং ভূগোলে প্রাপ্ত নম্বর ৯৬। হানিফ বলছে, 'ইতিহাস এবং ইংরেজিতে নম্বর কমে যাওয়ায় মেধাতালিকায় জায়গা হয়নি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি শুরু করেছি। ইচ্ছা রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়ে ইউপিএসসিতে বসার।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে জানালেন, হানিফের সব ইচ্ছা যেন পূরণ হয়, সেটাই চান তাঁরা। এলাকার এবং পরিবারের নাম উজ্জ্বল করুক।

ইসলামপুরে সেরা অরুণিমা

ইসলামপুর, ৯ মে : মাধ্যমিকে ইসলামপুর মহকুমা থেকে মেধাতালিকায় স্থান পায়নি কেউ। এবার উচমাধ্যমিকেও একই ট্রেন্ড বজায় থাকল মহকুমায়। যদিও, ২০২২ সালে ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী অরুণিমা শিকদার মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছিল। এবার উচমাধ্যমিকে ৪৭৯ নম্বর পেয়ে ইসলামপুর মহকুমায় সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে সে। তবে বাংলা, ইংরেজি এবং অঙ্কে নম্বর কমে যাওয়ায় ৮ নম্বরের জন্য রাজ্যের মেধাতালিকায় স্থান পায়নি অরুণিমা।

ইংরেজি এবং বাংলায় সে ৯৫ নম্বর পেয়েছে। বায়োলজিতে ৯৮, রসায়নে ৯৭ এবং অঙ্কে ৯৪ নম্বর পেয়েছে সে। ইসলামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগর কলোনিতে বাড়ি অরুণিমার। বাবা মধুসূদন শিকদার পেশায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। তিনি বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও রাজ্যের মেধাতালিকায় স্থান পাবে মেয়ে। কিন্তু সেটা না হওয়ায় একটু হতাশ হয়েছি।'

অন্যদিকে অরুণিমা বলছে, বাংলা, ইংরেজি এবং অঙ্কে আশানুরূপ নম্বর না পাওয়ায় এবারে পিছিয়ে গেলাম। তবুও ভেবেছিলাম এবার হয়তো ইসলামপুর থেকে মেধাতালিকায় কেউ না কেউ থাকবে। নিজের শহর থেকে কেউ রাজ্য স্তরে ভালো ফল করলে নিজেরই খুব ভালো লাগে। কিন্তু সেটাও হল না।'

ছোট থেকেই তার ইচ্ছে ডাক্তার হওয়ার। তাই সে এবারে নিট দিয়েছে। যদি ভালো না হয়, তাহলে পরেরবার কোচিং নিয়ে নিজেকে আরও তৈরি করে ফের নিটে বসবে সে। ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনীষা সাহা বলেন, 'সার্বিকভাবে আমাদের ছাত্রীদের ফলাফল ভালোই হয়েছে।'

তরুণ ধৃত

খড়িবাড়ি, ৯ মে : এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে শিলিগুড়ি থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি পুলিশ। ধৃতের নাম পরেশ পাল। সে শিলিগুড়ি শালুগাড়ার দেলদেলা বস্তির বাসিন্দা। নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। নাবালিকার বাড়ি খড়িবাড়ি ভালুকগাড়া এলাকায়। নাবালিকা অভিযুক্তের পূর্বপরিচিত। ৪ মে বাড়ি থেকে নাবালিকা নিরুদ্দেশ হয়। ওসি মনোতোষ সরকার জানান, নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে।

ধোঁয়ায় ভোগান্তি শান্তিনগর হাউজিং কমপ্লেক্সে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ মে : সপ্তাহখানেক ধরে দমবন্ধকর পরিস্থিতিতে থাকতে হচ্ছে শান্তিনগর হাউজিং কমপ্লেক্সের আবাসিক সহ আশপাশের বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ, সেখানে প্ল্যান্ট বসিয়ে পিচ গলিয়ে অন্যত্র কাজ হচ্ছে। আর সেই প্ল্যান্টের কালো ধোঁয়ায় পুরো এলাকা ঢেকে গিয়েছে। কালো ধোঁয়ার পাশাপাশি পিচ পোড়ার গন্ধও রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে বয়স্কদের। শান্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক রাজেশ ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, 'এখানে বেশ কয়েকটি বাড়িতে বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। অনেকেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগেন। এই ধোঁয়ায় তাঁদের মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। প্রতি বাড়িতে সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট বাড়ছে।'

বিহিত চেয়ে আবাসিকরা ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভ জমছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় বলেন, 'বিষয়টি শুনেই বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছি। উন্নয়নের কাজ করতে হবে তবে তাতে কারও সমস্যা হোক, সেটা ঠিক নয়। কী করা যায়, দেখছি।' ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এসজেডিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অভিজিৎ সিভালেও।

জাবরাভিটায় এসজেডিএ'র মালিকানাধীনে থাকা শান্তিনগর হাউজিং কমপ্লেক্সে প্রায় ৫০টি পরিবার রয়েছে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই তিন-চারটি করে ভাড়া রয়েছে। সবমিলিয়ে, শতাধিক পরিবারের বাস। এছাড়া, মহিলা পলিটেকনিক কলেজ, বন দপ্তরের অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ অন্যান্য অফিসও রয়েছে। পাশে দক্ষিণ শান্তিনগর এলাকা।

এই হাউজিং কমপ্লেক্সের মাঠে গত এক-দেড় সপ্তাহ ধরে রাস্তার কাজের জন্য পিচ গলানোর প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। হাউজিং কমপ্লেক্সের আবাসিকরা জানালেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্ল্যান্ট চালিয়ে পিচ গলানোর কাজ চলছে। তারপর সেগুলো গাড়িতে ভরে আসা-যাওয়া হচ্ছে। প্ল্যান্ট থেকে বেরোনো কালো ধোঁয়ার চক্করে আবাসিকদের সারাদিন দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। তারপরেও ঘুলঘুলি দিয়ে ধোঁয়া ঘরে ঢুকছে।

আবাসনের বাসিন্দা নিত্যগোপাল সরকার বলেন, 'অন্য জায়গায় রাস্তার কাজ হচ্ছে। আর এখানে আমাদের কমপ্লেক্সে পিচ গলানোর প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। এটা কেন হবে? আমাদের হাউজিংয়ের কোনও কাজ হত, মেনে নিতাম। এভাবে বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। যেখানে রাস্তা হচ্ছে, সেখানে এই প্ল্যান্ট বসানো হোক।' দক্ষিণ শান্তিনগরের বাসিন্দারাও এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ।

কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার প্রধান সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'কয়েকদিনের জন্য প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে, একটু সমস্যা তো হতেই পারে। তবে সকালের দিকে কিছুক্ষণের জন্য প্ল্যান্ট চলে, সারাদিন নয়।'

কালো বিষ

- শান্তিনগর হাউজিং কমপ্লেক্সের মাঠে প্রায় দেড় সপ্তাহ ধরে প্ল্যান্ট বসিয়ে পিচ গলানোর কাজ চলছে
- হাউজিং কমপ্লেক্স তো বটেই, কালো ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে পাশের দক্ষিণ শান্তিনগরেও
- সারাদিন ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ রাখলেও নিস্তার নেই
- এসজেডিএ সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানোর পরেও কাজ বন্ধ না হওয়ায় ক্ষোভ

পিচ গলানোর ধোঁয়ায় ঢেকেছে এলাকা। - সংবাদচিত্র

অন্য **সংস্করণের** খবর

উত্তরের বাকি জেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর এবার একঝলকে

পড়ায় মগ্ন অভীক

আলিপুরদুয়ার, ৯ মে : 'অভীক একটু আলাদা। অন্যদের থেকে অনেকটাই।' উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যসেরা হাওয়ার পর অভীক দাসের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের সদ্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুধাংশু বিশ্বাস। সত্যি যে অভীক আলাদা তা আরও স্পষ্ট করে বোঝা গেল বৃহস্পতিবার। ফল ঘোষণা হয়েছে, রাজ্যসেরা হয়েছে, এসব ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। তারই মধ্যে এদিন সকাল থেকে পড়াশোনার জগতে ফিরে গেল অভীক। এদিন সকাল থেকে একটানা মক টেস্ট দিয়েছে সে। জেইই অ্যাডভান্সের জোরকদমে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এই মক টেস্ট তারই অঙ্গ। তার প্রস্তুতিতে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য এদিন সকালে সে যে আর কোনও সাংবাদিক বা অন্য কারও সঙ্গে দেখাই করবে না, সেটাও জানিয়ে দিয়েছিল অভীক।

সংবর্ধনা পাওয়ার হিড়িকের মাঝেই নিজের লক্ষ্য থেকে পিছু হাঁটছে না আলিপুরদুয়ারের ওই কৃতী। অভীক নিজে অবশ্য তার এই আচরণকে এত গুরুত্ব দিতে নারাজ। তার কাছে এটা প্রতিদিনের রুটিন। ওর কথায়, 'আগামী ২৬ মে আমার জেইই অ্যাডভান্সের পরীক্ষা। সেজন্যই এখন একটু ব্যস্ত পড়াশোনা নিয়ে। প্রতিদিন দুটো করে মক টেস্ট দিতে হচ্ছে। সেগুলো ফাঁকি দেওয়া মানে তো নিজেরই ক্ষতি।'

ছেলের প্রস্তুতি নিয়ে আশাবাদী অভীকের বাবা প্রবীণ দাস। এদিন তিনি জানালেন, 'ছেলে এবছরই প্রথম জেইই দিয়েছিল।' অ্যাডভান্স পরীক্ষাতেও ভালো হবে বলে মনে করছেন তিনি।

উজ্জ্বল ৯ কন্যা

কোচবিহার, ৯ মে : ছোটবেলাতেই মারণ ক্যানসার কেড়ে নিয়েছে বাবাকে। দুই সন্তানকে নিয়ে অথই জলে পড়েন মা। ভাইবোনকে মানুষ করতে তাই আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরছাড়া সেই মেয়েই শত প্রতিকূলতাকে জয় করে উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া রেজাল্ট করেছে। ৪৩১ নম্বর পেয়ে পেয়েছে অমৃতা পাল। নিশা মুস্তাফির বাবা, মা পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রমে পাঠিয়েছিল তার পরিবার। এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। কোচবিহার চাকির মোড়ে রয়েছে নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবন। এখান থেকে এবার ১২ জন উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিল। তারমধ্যে ৯ জন মেয়ে এবং ৩ জন ছেলে। মেয়েদের সকলেই প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।

ক্যাডবেরিতে কোকো

জলপাইগুড়ি, ৯ মে : এবার বিশ্ববিখ্যাত চকোলেট প্রস্তুতকারক ক্যাডবেরিকে চকোলেট ও সফট ড্রিংকস তৈরির জন্য কোকো গাছের চারা সরবরাহ করার বরাত পেল কেন্দ্রীয় সরকারের জলপাইগুড়ির এক গবেষণা ইনস্টিটিউট। জলপাইগুড়ির মোহিতনগরেই অবস্থিত কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণা কেন্দ্র। চলতি বছরই ক্যাডবেরি মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি অসমের চকোলেট প্রস্তুতকারী ইউনিটকে ৫ হাজার কোকো চারা পাঠাবে।

ইংল্যান্ডের ক্যাডবেরি কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক ও আর্থিক চুক্তি করেছে আমেরিকার কনফেকশনারি কোম্পানি মন্ডেলেজ। এই ক্যাডবেরি মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল এবার উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের ক্যাডবেরি চকোলেট, লিকুইড চকোলেট, চিলড কফি ও কোকো তৈরির ইউনিটের কাজ শুরু করতে চলেছে। একদিকে কারখানার নির্মাণকাজ শুরু হবে, অন্যদিকে বিশাল এলাকাজুড়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি নিজেই কোকো চাষ শুরু করবে। তারই পরিকল্পনা অনুসারে উন্নত জাতের কোকো গাছের চারা আনার পরিকল্পনা নিয়েছে বহুজাতিক চকোলেট কোম্পানি।

কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার সায়েন্টিফিক আধিকারিক ডঃ অরুণ শিট জানান, অসমের ইউনিটের জন্য মন্ডেলেজ কোম্পানি তাঁদের কাছে ৫ হাজার কোকো চারাগাছ কিনতে বরাত দিয়েছে। তারই প্রস্তুতি চলছে মোহিতনগরের গবেষণাকেন্দ্রে। কোকো চারাগাছ তিন বছরে বড় হয়েই ফুল দেয়। তারপর থেকে কোকো ফল দেওয়া শুরু করবে। ২৫০ টাকা কেজি দরে শুকনো কোকো বীজ বাজারে বিক্রি হয়।

ধর্ষণের অভিযোগ

চোপড়া, ৯ মে : চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকায় এক বধূকে তাঁর ভাশুরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। এ ঘটনায় চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে।

নির্যাতিতার বাপের বাড়ির অভিযোগ, অতিরিক্ত পণের দাবিতে মেয়ের উপর নির্যাতন চালানো হত। তিন বছর আগে বিয়ে হলেও মেয়েটি বেশিরভাগ সময় বাবার বাড়িতেই থাকতেন। এনিয়ে একাধিকবার সালিশি বৈঠক হয়। ৭ মে শ্বশুরবাড়ি গেলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। উঠেছে ভাশুরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও। বর্তমানে নির্যাতিতা ওই বধূ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পরেরদিন থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করা হয়। চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন মামলা শুরু হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।'

অমিতের তিন সভা

শুক্রবার রাজ্যে আসছেন অমিত শা। আসানসোল, বীরভূমের রামপুরহাটে এবং নদিয়ার রানাঘাটে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করবেন তিনি।

প্রচারে হিমন্ত

শুক্রবার রাজ্যে প্রচারে আসছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে রোড শো করবেন। হুগলির বলাগড়ে লকেটের সমর্থনে সভা করবেন।

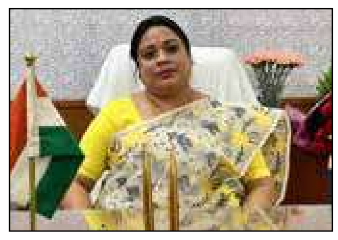

দেবশ্রীর মনোনয়ন

শুক্রবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী। শোভাযাত্রায় উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

কংগ্রেসহীন ঘাটাল

শেষমেশ ঘাটালে প্রার্থী দিচ্ছে না কংগ্রেস। ঘাটাল কেন্দ্রে কং প্রার্থী হিসেবে পাপিয়া চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা হলেও পরে প্রদেশ কংগ্রেস পর্যবেক্ষক গোলাম মির তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল ঘোষণা করেন।

পিএসসি'র সব পদ পূরণ হয়নি

কলকাতা, ৯ মে : পিএসসিতে নিয়োগের মামলায় এখনও 'অফিশিয়াল' পদ শূন্য রয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানাল রাজ্য। হাইকোর্টের নির্দেশে পিএসসি'র চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছে সরকার। চেয়ারম্যান না থাকার ফলে পিএসসি'র একাধিক বিভাগে নিয়োগ আটকে ছিল। তাই সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জানান, পিএসসি চেয়ারম্যানের পদ ইতিমধ্যেই পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি অফিশিয়াল পদগুলি এখনও ফাঁকা রয়েছে। নির্বাচন মিটলেই ওই পদগুলি পূরণ করা হবে। প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, সমস্ত পদে নিয়োগ সম্পন্ন হলে পিএসসি'র সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য নির্দেশ দেবে আদালত।

অভিনেত্রীকে মার

কলকাতা, ৯ মে : ডোমজুড়ে টেলি অভিনেত্রী অনুমিতা দত্তর ওপর হামলার অভিযোগ উঠল। হাওড়ার ডোমজুড়ে একটি দোকানের সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়। তার জেরে অভিনেত্রী ও তাঁর মাকে চুলের মুঠি ধরে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। থানায় সেই অভিযোগ দায়ের করতে গেলে প্রথমে এফআইআর নেওয়া হয়নি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আবার থানায় গেলে মৌখিকভাবে তাঁদের জানানো হয়, এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু সেই এফআইআরের কপি তাঁরা পাননি। এই অভিযোগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেত্রী।

হতাশ শতাব্দী

রামপুরহাট, ৯ মে : বৃহস্পতিবার বীরভূম লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে রামপুরহাটের তিলাই গ্রামের মাঠে জনসভা করার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও অভিষেক না আসায় মঞ্চে উপস্থিত নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দীকে টেনশনে দাঁতে নখ কাটতে দেখা যায়। শেষে বিকেলে ঘোষণা করা হয়, খারাপ আবহাওয়ার জন্য কলকাতা থেকে অভিষেকের হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি। তাই রামপুরহাটের জনসভায় তিনি থাকতে পারছেন না। পরিবর্তে অভিষেক অবশ্য কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল সভা করলেন।

সৌমেন্দুকে বাধা

কাঁথি, ৯ মে : কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর মিছিল ও গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা কাঠ ফেলে রাস্তা অবরোধ করেন।

পোস্টারে বিতর্ক

সিউড়ি, ৯ মে : এবার পোস্টার ঘিরে বিতর্ক ছড়াল বিজেপির অন্দরে। যদিও তাঁর নামে ছাপানো ওই পোস্টারের বিরুদ্ধে থানায় যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন কালোসোনা মণ্ডল। তাঁর দাবি, কিছু ছদ্মবেশী বিজেপি এবং তৃণমূল এসব করেছে।

সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও এখন অনেক প্রশ্নের মুখে

স্ট্র্যাটেজি বদল শাসকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মে : রাজ্যের বাকি চার দফার ভোটে স্ট্র্যাটেজি বদলাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে বিপাকে ফেলতেই রণকৌশল বদলের সিদ্ধান্ত বলে তৃণমূল সূত্রে বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে। ভোটের আগে সন্দেশখালিই প্রধান ইস্যু হবে বলে ফলাও করে রাজ্যে প্রচার চালিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এমনকি রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রচারে এসে একাধিক জনসভায় সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি ও রাশন দুর্নীতির পাশাপাশি সন্দেশখালি কাণ্ডে চাপ ও অস্বস্তি দুইই বাড়ছিল তৃণমূলে। এর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেও কসুর করেনি শাসকদল। এরই মধ্যে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে দুটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় প্রায় হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো অবস্থা তৃণমূলের।

ভিডিও দুটির সত্যতা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও যাচাই না হলেও রাজ্যে ভোট-রাজনীতিতে এই নিয়ে চরম বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাইরাল ভিডিও প্রধান অস্ত্র করে ভোটে প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণে নেমে পড়েছে তৃণমূল। পালটা বিজেপিও ভাইরাল ভিডিওর বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে। প্রচার ও পালটা প্রচারে তৃণমূলের ভোট প্রচার এতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাসকদলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন জেলায় জেলায় ভোট প্রচারে রয়েছেন। জনসভাগুলিতে তাঁদের দুজনের ভাষণের সিংহভাগ জুড়েই থাকছে সন্দেশখালির এই দুটি ভাইরাল ভিডিওর কথা।

তৃণমূল দলের অন্দরের খবর, সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল বিজেপির বিরুদ্ধে এখন পালটা তোপ দাগতে ভাইরাল ভিডিওকেই ভোট প্রচারে প্রধান অস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক। এই নয়া রণকৌশলের কথা ইতিমধ্যেই তৃণমূল দলের সর্বস্তরের নেতাদের কাছে জরুরি বার্তা মারফত জানানো হয়েছে। মানুষের কাছে এই ভিডিওর বিশ্বাসযোগ্যতাকে নিশ্চিত করা দরকার বলে মনে করছেন রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। বাকি চার দফার ভোটে দলকে এই কৌশলেই চলতে হবে বলে পার্টির নির্দেশ। যদিও বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, এই ভিডিওকে জাল প্রমাণ করতে গেরুয়া শিবিরের নেতারা বিশেষ করে বিরোধী দলনেতাও পালটা উঠে পড়ে লেগেছেন।

নয়া কৌশল

- ভাইরাল ভিডিওকেই প্রচারে প্রধান অস্ত্র করার সিদ্ধান্ত
- নয়া রণকৌশলের কথা ইতিমধ্যেই তৃণমূলের নেতাদের কাছে জানানো হয়েছে
- বাকি চার দফার ভোটে দলকে এই কৌশলেই চলতে হবে বলে নির্দেশ

রাষ্ট্রপতির কাছে 'নির্যাতিত' কারা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৯ মে : সন্দেশখালি নিয়ে একের পর এক ভাইরাল ভিডিওয় উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। গত শনিবার সন্দেশখালি স্টিং অপারেশন নিয়ে প্রথম ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর দ্বিতীয় ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছিল বুধবার। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আরও একটি ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে এল। যদিও এই ভিডিওগুলির কোনওটিরই সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। তৃতীয় ভাইরাল ভিডিওটি প্রকাশের পর যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তা হল, সন্দেশখালির নির্যাতিতা বলে কাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রপতির কাছে? ভিডিওয় এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন সন্দেশখালির মুখ বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। এদিকে সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রেখা পাত্র ও পিয়ালি দাসকে সমন পাঠাল সন্দেশখালি থানা।

গত ১৫ মার্চ সন্দেশখালির মহিলাদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ ও গণধর্ষণের অভিযোগ জানাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে দরবার করেন সন্দেশখালির ১১ জন বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে ৫ মহিলা ও ৬ জন পুরুষ ছিলেন। অভিযোগ জানানোর পর রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন এবং দুঃখপ্রকাশ করেন। তাঁদের মূল অভিযোগ ছিল সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাজাহান ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এদিন যে নতুন ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে মাম্পি ওরফে পিয়ালি দাসকে ভিডিওয় বলতে শোনা যাচ্ছে, 'রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে কিছু নির্যাতিতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা কারা?' এরপরই মাম্পির পাশে দাঁড়ানো আর এক মহিলাকে বলতে শোনা যায়, 'আমরাই তো সন্দেশখালির নির্যাতিতা। আমরাই তো গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। অথচ আমাদেরকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে কারা গেল?' এই ভিডিওরই আর একটি অংশে সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপির অন্যতম মুখ রেখা পাত্রকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা নির্যাতিতা মেয়েরা সন্দেশখালিতেই পড়ে রয়েছি। তাহলে আমাদের মুখ হয়ে কারা গিয়েছে ওখানে? এটা তো জানার প্রয়োজন রয়েছে। যাঁরা ওখানে রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে গিয়েছে, আমাদের কিছু জানিয়েছি কি? আমরাই তো নির্যাতিতা, আমরাই তো আন্দোলনের মেন (প্রধান মুখ)।'

কমিশনে স্মারকলিপি

এই ভিডিওকে সামনে রেখেই তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, খোদ রেখা পাত্রই যদি একথা বলে থাকেন, তাহলে নির্যাতিত সাজিয়ে কাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রপতির কাছে? গোটা বিষয়টির মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন রেখা নিজেই। রাষ্ট্রপতির কাছে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা কি তাহলে তৃণমূলের লোক? একথা বলে ওই ভিডিওতেই আরও গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রেখা। রেখাদের আরও দাবি, এই 'নকল' নির্যাতিতাদের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে বিজেপি নেতা অনুপ দাসের হাত রয়েছে। সূত্রের খবর, অনুপ একসময় বিজেপি করলেও পরে তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়। এদিকে নতুন ভিডিয়োয় এই অনুপ দাসের বিষয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'ওঁকে আমি চিনি, উনি দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মী।' তবে একইসঙ্গে তাঁর দাবি, সন্দেশখালির আন্দোলন শুধু বিজেপির নয়। সেখানে দলমত নির্বিশেষে নির্যাতিতারা ছিলেন।'

এদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, সন্দেশখালির ঘটনা বিজেপির চক্রান্ত। সেই চক্রান্তে যুক্ত রয়েছে রাজ্যের বেশকিছু বিজেপি নেতা। এই ইস্যুতেই এদিন নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানায় তৃণমূল। এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। কমিশনের কাছে ভিডিওয় অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার আর্জিও জানিয়েছে তৃণমূল।

বৃষ্টিভেজা মুহূর্তে। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কমিশন

বহরমপুরে আইসি বদল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মে : ভোটে রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের একাংশের ভূমিকায় এখনও সন্তুষ্ট হতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। ভোটের সময় নিরপেক্ষ ভূমিকায় না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জরুরি সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে কমিশন। এবার তা কার্যকর করার ব্যাপারে আরও সক্রিয় হল কমিশন। বিরোধীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তা খতিয়ে দেখে বহরমপুরের আইসি উদয়শংকর ঘোষকে বৃহস্পতিবার দুপুরেই সরিয়ে দিল কমিশন। আইসি'র বিরুদ্ধে কংগ্রেস পক্ষপাতিত্ব ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ জানায় কমিশনকে। কমিশন খতিয়ে দেখে এদিন দুপুরেই ওই সিদ্ধান্ত নেয়। আইসির জায়গায় নতুন আইসি কে হবেন সে ব্যাপারে তিনজনের নামের প্যানেল প্রশাসনের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন। জরুরি ভিত্তিতে তিনজনের মধ্যে একজনকে বহরমপুরের আইসি নিয়োগ করা হবে।

পুলিশ আধিকারিকদের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করতে কমিশন আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের কাউকে আর ভোটের কাজে কোথাও রাখা যাবে না। রাজ্যে চলতি ভোটের বাইরেই তাঁদের রাখতে হবে। শুধু বহরমপুর নয়, সদ্য ডায়মন্ডহারবার ও আনন্দপুরেই একই অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের দুই আধিকারিককেও সরিয়ে দিয়েছে কমিশন।

এদিন কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে ভোট শুরু হতেই নিরাপত্তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের 'টেনশন' বাড়ছে। সদ্য রাজ্যে তিন দফায় ভোট মোটামুটি শান্তিতে কাটলেও রাজ্যে পরবর্তী দফার ভোট নিয়ে চিন্তা রয়েছেই কমিশনের। তাতেও আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই বলে এদিন জরুরি বার্তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের পাঠিয়েছে কমিশন।

রবিবার মোদি-মমতার দ্বৈরথ

কলকাতা, ৯ মে : ব্যারাকপুর জিততে সম্মুখসমরে তৃণমূল-বিজেপি। রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোটে যে কেন্দ্রগুলির দিকে সবথেকে বেশি নজর থাকবে তার মধ্যে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর। বিজেপির কাছে এই আসন ধরে রাখা যেমন চ্যালেঞ্জের তেমনই তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া অর্জুন সিংকে হারানো তৃণমূলের একমাত্র লক্ষ্য। তারই জেরে ব্যারাকপুরকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে চলেছে। সেই আবহেই ১২ মে ব্যারাকপুরে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার সকাল ১১টায় দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে জগদ্দলে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি। দুপুর ২টোয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করবেন নোয়াপাড়া বিধানসভার শান্তিনগর মাঠে। ২০ মে ব্যারাকপুরে ভোট। তার আগে ব্যারাকপুরে মোদি-মমতার সভাকে ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রীর সভার দিনেই নোয়াপাড়ায় সভা করলেও সোমবার ফের ব্যারাকপুরের আমডাঙায় সভা করবেন মমতা।

পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন, সায়রাকে প্রশ্ন বুদ্ধদেবের

কলকাতা, ৯ মে : ক্ষীণ হয়েছে দৃষ্টি। জোরালো, দীপ্তমান কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়েছে। তবুও পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে যেতেই দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থীকে চিনতে পারলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সায়রার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন বুদ্ধদেববাবু। 'পরীক্ষা কবে? প্রস্তুতি কেমন?', সায়রার কাছে জানতে চাইলেন তিনি। বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যান সায়রা। তাঁর সঙ্গে কথা হয় বুদ্ধদেববাবু ও তাঁর জায়া মীরাদেবীর।

এদিন যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য, দক্ষিণ কলকাতার সিপিএম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম, ডায়মন্ড হারবারের বাম প্রার্থী প্রতীক-উর রহমান, মথুরাপুরের শরৎচন্দ্র হালদার ও জয়নগরের আরএসপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল একসঙ্গে মনোনয়নপত্র জমা দেন। কাজ মিটিয়েই বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে গিয়ে আশীর্বাদ নেন বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের পুত্রবধূ। সায়রা বলেন, 'আমাকে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন বুদ্ধদেববাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, কবে পরীক্ষা? কেমন প্রিপারেশন নিয়েছি?। বললেন, এই লড়াই জিততে হবে। মানুষকে ভরসা দিতে হবে। ওঁর এই আশীর্বাদই আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে সায়রা।

উনি এখন সুস্থ আছেন। আমায় দেখে চিনতেও পেরেছেন। তবে কথা খুব আস্তে আস্তে বলছেন। মীরাদেবীর সঙ্গেও অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। বুদ্ধদেববাবুর চিকিৎসা কেমন চলছে সেইসব বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।'

তবে এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় আলিপুরে। তৃণমূল ও বাম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে যায়। কোনওরকমে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। সকাল ১০টায় বামেদের ৫জন প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকরা হাজরা মোড়ে পৌঁছোন। মিছিল করে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা ছিল। মিছিল হাজরা থেকে আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের দিকে এগোতে থাকে। কালীঘাট ব্রিজের কাছে মিছিল গেলে বাম কর্মী-সমর্থকদের দেখে তৃণমূল তাদের প্রচারের গান চালাতে থাকে বলে সিপিএমের অভিযোগ। তখনই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়।

তৃণমূলের অভিযোগ, মিছিল গোপালনগরে পৌঁছোতে সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা 'চোর-চোর' বলে স্লোগান দেন। তাঁদের মাইকের তার ছিড়ে দেয় সিপিএম। এরপরই দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা মুখোমুখি চলে আসেন। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য নেতা।

কাপড় খুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলীপের

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৯ মে : চতুর্থ দফার লোকসভা ভোটের আর তিনদিন বাকি। তার আগে বৃহস্পতিবার পুলিশের বিরুদ্ধেই যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তিনি এদিন বর্ধমান থানার আইসি-কে জুতিয়ে লম্বা করে দেওয়ার এবং রাস্তায় আইসি'র কাপড় খুলে নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিলেন। বিজেপি প্রার্থীর এমন হুঁশিয়ারিতে তোলপাড় রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য দিলীপের এই হুঁশিয়ারিকে পরাজয়ের আগের পাগলামি বলে কটাক্ষ করেছে।

পুলিশের প্রতি দিলীপের ক্ষোভের কারণ, বর্ধমানের বীরহাটার ঘটনা, যা ঘটেছিল বুধবার সন্ধ্যায়। ওইদিন দিলীপ সেখানে রোড শো করতে গেলে পুলিশ আটকে দেয়, যা নিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়। জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ জানান, অনুমতি ছাড়াই রোড শো হচ্ছিল। তাই পুলিশ আটকে দিয়েছে। পুলিশের বাধায় রোড শো করতে না পেরে দিলীপ চটে লাল হয়ে যান। যে ক্ষোভ এদিন তিনি উগরে দেন বর্ধমানের বড়নীলপুর মোড় থেকে বটতলা পর্যন্ত প্রাতর্ভ্রমণ করার সময়।

দিলীপ বলেন, 'পুলিশ শুধু আমাদের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাতদিন-দশদিন বসে এটা করে গিয়েছেন। ওদের কাছে লোক নেই। শুধু পুলিশ আছে। আমি এবারে বিডিও, ডিএম- কে ঘেরাও করব।' এরপরই বর্ধমান থানার আইসি-কে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'ওর বাপের জমিদারি নাকি! জুতিয়ে লম্বা করব ওকে। আইসি হয়েছে? কাপড় খুলে দেব রাস্তায় নিয়ে এসে। দিলীপ ঘোষ পাঁচ বছর এখানে থাকবে। ও (আইসি) ভেবেছে, এমন চামচাবাজি করে চলবে। কত বড় চামচা হয়েছে। আমি ওকে দেখছি। আইসি-কে রাস্তায় ধরব। যদি প্যান্ট না খুলে দিতে পারি, আমি দিলীপ ঘোষ নই। কাল ট্রেলার দেখেছে। ওর কোন মা-বাপ বাঁচাতে পারে দেখব। বালি চোর, গোরু চোর নেতা ভেবেছে নাকি? এবারে ওকেই টার্গেট করব।'

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ১০.০০ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ মন দিতে চাই

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ ভক্তির সাগর, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

গুড মর্নিং আকাশে সকাল ৭টায় থাকছেন শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়। **আকাশ আটে।**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ চাঁদের পাহাড়, দুপুর ১.১০ মন যে করে উড়ু উড়ু, বিকেল ৪.১০ অরুন্ধতী, সন্ধ্যা ৭.০০ মিসকল, রাত ১০.০০ জোর

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১০.০০ টেনিদা অ্যান্ড কোম্পানি, সকাল ১১.৪০ ভূত চতুর্দশী, দুপুর ১.২৫ গোত্র, বিকেল ৪.০০ রসগোল্লা, সন্ধ্যা ৬.৩০ কে তুমি নন্দিনী, রাত ৯.০০ আয় খুকু আয়

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ১.৪৫ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৪.১০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, সন্ধ্যা ৬.৫০ পিতা, রাত ১০.৫০ বসন্ত বিলাপ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ শিবা, দুপুর ১.০০ বিদ্রোহ, বিকেল ৪.০০ নায়ক -দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধ্যা ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ সন্তান যখন শত্রু

সকাল ১০টায় **চাঁদের পাহাড় জলসা মুভিজে।**

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা

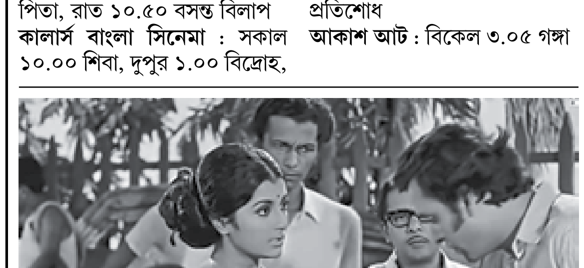

রাত ১০.৫০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায় বসন্ত বিলাপ।**

অনুব্রতর স্টাইলেই ভোট হবে বীরভূমে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে : ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের দিন বীরভূম জেলার তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নজরবন্দি রেখেছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তাঁর মেশিনারি বন্ধ করতে পারেনি কমিশন। অনুব্রত এখন তিহারে। গত কয়েক বছরের মতো এবারও ভোটের মুখে ঢাকের 'চড়াম চড়াম' আওয়াজ বা 'গুড়-বাতাসা'র দাওয়াই দেওয়ার কেউ নেই। কিন্তু বীরভূমের মেশিনারি কি বন্ধ হয়েছে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, না হয়নি। সোমবারই বীরভূমের দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় 'কেষ্ট' এতদিন ভোট পরিচালনা করেছিলেন। তাহলে এবার কী হবে? ভোটের চারদিন আগেই স্পষ্ট বীরভূমের ভোট মেশিনারি। যে স্তম্ভগুলির ওপর দাঁড়িয়ে অনুব্রত এতদিন বীরভূম ও বর্ধমানের একাংশে ভোট পরিচালনা করতেন, সেই স্তম্ভগুলি এবার ভোট মেশিনারি পরিচালনায় সামনের সারিতে। অনুব্রতর দাপটে এতদিন তাঁরা কিছুটা ছায়ায় চলে গিয়েছিলেন। এখন তাঁরা সামনের সারিতে। তাই তাঁদের কাছেও এবার বীরভূমের ভোটে দাপট বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য।

লাভপুর স্টেশন থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত বাড়ি 'ধাত্রীদেবতা'। টিনের চালের এই মাটির বাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা পার করে কিছুটা এগিয়ে এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারেরই একটি বাড়িতে এখন থাকেন এখানকার বিধায়ক তথা অনুব্রত মণ্ডলের ডানহাত বলে পরিচিত অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানা। বাড়ির মূল গেটে পুলিশি প্রহরা। প্রতিদিন সকালে ঘণ্টাখানেক লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।

ভোটবাদ্যি

মেয়ের বিয়ে থেকে শুরু করে বাবার শ্রাদ্ধ- সবেতেই রানা হাত উজাড় করে দেন। কথা হচ্ছিল রানার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডল জেলে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো আমরা প্রতিটি এলাকা ভাগ করে কাজ করছি।'

রামপুরহাট শহরের হাটতলা মোড় থেকে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে গেলেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে সেখানকার বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। ওই বাড়ির একতলাতেই তাঁর অফিস। ভোটের চারদিন আগে থেকেই দলীয় কর্মীদের প্রচারে পাঠিয়ে তাঁরা ভোট মেশিনারি চাঙ্গা রাখতেই ব্যস্ত। পার্টি অফিসে বসেই আশিসবাবু বা রানা সিংহ ব্যস্ত প্রতিটি বুথের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে। কত ঘণ্টার মধ্যে কত শতাংশ ভোট করাতে হবে, সেই নির্দেশও পার্টি অফিস থেকে প্রতি মুহূর্তে যাচ্ছে দলীয় কর্মীদের কাছে।

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উন্নয়নের নিরিখে ভোট হচ্ছে। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে শতাব্দী রায় অনেক উন্নয়ন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপীঠ মন্দির, পাথরচাপড়িকে ঢেলে সাজিয়েছেন। এই উন্নয়নের জন্যই মানুষ ভোট দেবেন। অনুব্রত মণ্ডলের মেশিনারি বলে কিছু নয়। আমরা বুথস্তরে সংগঠন করি। সেই সংগঠনের কর্মীরাই আমাদের ভোটের কারিগর।'

রানা সিংহ বলেন, 'আসলে সারা বছর আমরা কাজ করি। আমরা তার ফলই ভোটের সময় পাই। অনুব্রত মণ্ডল যে সংগঠন তৈরি করে গিয়েছেন, তার সুফল আমরা পাচ্ছি। তাঁর দেখানো পথেই আমরা ভোট করছি।' বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এসব মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডলের মেশিনারি এবার চলবে না। আমরা তাঁদের সন্ত্রাস রুখে দেব।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অকারণে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। বৃষ : দীর্ঘদিন পরে কোনও আশাপূরণ। বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। সন্তানসুখ। মিথুন : হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তিলাভ। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সমাজসেবায় তৃপ্তি। কর্কট : সামান্য আর্থিক সংকট হতে পারে। চিকিৎসায় সাফল্য মিলবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। সিংহ : দীর্ঘদিন পর বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসতে পারে। শিরঃপীড়া। কন্যা : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। আগুন ব্যবহারে সাবধান। তুলা : আপনার প্রতিভার স্বীকৃতি। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের মানসিকতা। নিজের ভুল স্বীকার করে নিন। বৃশ্চিক : গবেষণায় সাফল্য মিলবে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে কোনও সিদ্ধান্ত একা নিতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। ধনু : বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অর্থাগম। মকর : সারাদিন উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে যাবে। মায়ের পরামর্শ মেনে অশান্তির সমাধান। কুম্ভ : অর্থাগম হবে। শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করবেন। দীর্ঘদিনের কোনও আটকে থাকা কাজ শুরু করুন। মীন : শুভ যোগাযোগ ঘটবে। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। উদরপীড়া।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৭ বৈশাখ, ১৪৩১, ভাঃ ২০ বৈশাখ ১০ মে, ২০২৪, ২৭ বহাগ, সংবৎ ২/৩ বৈশাখ সুদি, ১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৩ অঃ ৬।৫। শুক্রবার, দ্বিতীয়া প্রাতঃ ৫।৪৫ পরে তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।৫১। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১২।৩৪। অতিগণ্ডযোগ দিবা ২।৫। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৫।৪৫ গতে তৈতিলকরণ অপরাহ্ন ৫।১৮ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।৫১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।৩৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।৩৩ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।৪৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, প্রাতঃ ৫।৪৫ গতে অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।৫১ নৈর্‌ঋতে। কালরাত্রি ৮।৪৯ গতে ১০।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৫।৪৫ গতে শেষরাত্রি ৪।৫১ মধ্যে অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত, স্নানদানে অক্ষয় পুণ্যফল। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ১০।১২ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩০ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩ মধ্যে।

সম্পাদকীয়

শুক্রবার, ২৭ বৈশাখ ১৪৩১, ১০ মে ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩৫০ সংখ্যা

দিগন্তে আলোকরশ্মি

চারদিকে যেন রণডঙ্কা। কে কাকে হারাবে, কে কাকে পিছনে ফেলে জয় ছিনিয়ে নেবে, তার মরিয়া দৌড়। কুকথা, আস্ফালন, হুমকি, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। তার মাঝে খানিক যেন ঊষার আলো বয়ে আনল ছয়দিনের ব্যবধানে দুটি ফলাফল। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক। সবাই মেধাতালিকায় ঠাঁই পায় না। সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু তালিকাটা নেহাত কমও নয়। দুটো পরীক্ষাতেই সেই তালিকায় পঞ্চাশের বেশি নাম।

তালিকার বাইরেও শিক্ষার আকাশে অনেক তারা। ফলাফল যেমনই করুক, সদ্য প্রকাশিত ফলাফলে উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি টপকে যেতে পেরেছে ৯০ শতাংশ পড়ুয়া। করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে এবং শিক্ষায় নানা অচলাবস্থা, প্রতিবন্ধকতার মাঝে এই হার হেলাফেলার নয়। নিম্ন মেধা, মধ্য মেধার সীমানা টপকে ৬০ শতাংশের বেশি নম্বরের পালক রয়েছে ৪৪.৯২ শতাংশ পড়ুয়ার প্রাপ্তির ঝুলিতে। ৭০ শতাংশের বেশি নম্বরের কৃতিত্ব অর্জন করেছে ২২.৩৮ শতাংশ। যথাক্রমে ৮.৪৭ ও ১.২৩ শতাংশ পড়ুয়ার প্রাপ্ত নম্বরের হার ৮০ ও ৯০-এর ওপরে।

স্কুল জীবনের শেষপ্রান্তের দুটো পরীক্ষার ফলাফলে স্পষ্ট, পরিকাঠামো যত দুর্বল হোক, সমস্যা যতই প্রতিকূল থাকুক, প্রত্যন্ত জেলাগুলির নতুন প্রজন্ম পিছিয়ে নেই। কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গ সবকিছুতে এগিয়ে থাকে, এমন ধারণাটাও ভেঙে দিতে পারছে এই প্রজন্ম। উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েরা সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে গঙ্গার ওপারের সঙ্গে। পরপর দুটি পরীক্ষাতেই প্রথম তিনের অন্তত দুটি উত্তরের জেলাগুলির ঝুলিতে এসেছে।

ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায়ের ভেদ ঘটিয়ে রাজনীতি, সমাজের কলুষিত হওয়ার পরিস্থিতির আঁধার সরিয়ে এই প্রজন্মের এগিয়ে চলার স্পষ্ট ইঙ্গিত ফলাফল দুটি। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি সহ বেশ কিছু এলাকা মেধাতালিকা থেকে পিছিয়ে ঠিকই, কিন্তু তাতে ঔজ্জ্বল্য মোটেও ফিকে হয় না। পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওইসব এলাকার পড়ুয়ারা বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। যার প্রতিফলন পড়ছে সর্বভারতীয় বোর্ডগুলির ফলাফলে।

মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের মতো শিক্ষাজীবনের স্বাভাবিক স্তরগুলির পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্র, কারিগরিবিদ্যা, প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ভিড় বাড়ছে। সেই প্রশিক্ষণকে বেশি জোর দেওয়ার কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর তুললেই হল, এমন প্রবণতা বাড়ছে। তাদের ক্ষেত্রে ভিন্নধারার শিক্ষায় সুযোগ পাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো র‍্যাংক পাওয়াই মুখ্য হয়ে উঠছে। সেখানে যে চোখধাঁধানো সাফল্য আসছে, তার গুরুত্বও অপরিসীম।

ভোট মরশুমের উত্তাপ সরিয়ে এই সাফল্য অনেকটা জায়গা করে নিতে পারল জনমনে, সংবাদমাধ্যমে। কৃতীদের ভাবনার জগতে নানা বৈচিত্র্যের উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা বা চিকিৎসা কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনায় সাক্ষ্য স্থির করার মতো ভাবনায় সেই বৈচিত্র্যের আভাস মিলছে। আজকের মুহূর্তে এই প্রতিটি তথ্য অত্যন্ত ইতিবাচক এবং ভবিষ্যতের পথে আলোকবর্তিকা।

প্রতিকূলতা প্রচুর। স্কুলে উপযুক্ত ক্লাসরুম, পঠনপাঠনের পরিবেশ, পরিকাঠামোয় ঘাটতি, পড়ুয়াদের আর্থসামাজিক অবস্থান ইত্যাদি তো রয়েছেই। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংকীর্ণ রাজনীতির যূপকাষ্ঠে পড়ে সৃষ্ট অচলাবস্থা উচ্চশিক্ষায়, গবেষণায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটিয়ে চলেছে। তার মধ্যে আছে নিয়োগে দুর্নীতির কারণে অযোগ্যদের শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশাধিকার পেয়ে যাওয়া, যাদের হাতে সুষ্ঠু পঠনপাঠন নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

তৎসত্ত্বেও যে দিগন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়ারা দেখাল, তা আশাব্যঞ্জক। সমাজের, রাষ্ট্রের উচিত সেই দিগন্তের আরও প্রসারিত হওয়ার সুযোগ, পরিবেশ তৈরি করা। ক্ষমতা দখলের উন্মত্ত প্রয়াস যাতে সেই লক্ষ্যে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, তা নিশ্চিত করা নাগরিক কর্তব্যও বটে। মেধাতালিকায় ঠাঁই নেই ভাবনা যেন আমাদের মনোজগৎকে হতাশ না করে তোলে।

অমৃতধারা

ভগবানের নামই সত্য,নামই শান্তি, নামই আনন্দ, নামেই আশ্রয় লইলে অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না, কোথাও তীর্থে যাইতে হয়না। বেদপুরাণগত সুখ দুঃখও থাকে না। সর্বদা আনন্দ প্রকাশ করিয়া অহেতু ভক্তি নামের রুচি প্রদান করিয়া থাকেন। কর্তাভিমানীর কর্মাদির দ্বারা যাহা কিছু সুখ দুঃখাদি লাভ হয় তাহা সকলি অস্থায়ী, ভগবৎ পদ দিতে পারে না। অতএব সর্বদা নাম করিবেন, মনের শান্তি অশান্তির দিকে লোভ রাখিবেন না, নামেই আপনাকে এই সুখ দুঃখ সংসার সাগরের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিবেন।

-শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর

নতুন মার্চেন্ট অফ ভেনিসের প্রতীক্ষায়

লন্ডন, আমস্টারডাম, প্যারিস, রোম হাঁসফাঁস করছে পর্যটকের চাপে। স্লোগান উঠছে, শরণার্থী চাই, পর্যটক নয়।

অতনু বিশ্বাস

২০০৭ সালের ইতালি সফরের বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়েছি মিলান শহরে। মাঝে একদিন ট্রেনে করে ঘুরে এসেছি ভেনিসেও। যাকে বলে ডে-ট্রিপ। ভেনিসের উপর একটা কোমল, মায়াবী আকর্ষণ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। আসলে ভেনিসই বোধকরি প্রথম বিদেশি শহর যার কথা জেনেছিলাম যত্ন করে, খুব ছেলেবেলায় 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর একটা দুর্বল বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে।

ভেনিস হল 'সিটি অফ ক্যানালস'। শহরটার মাঝখান দিয়ে শিরা-উপশিরার মতোই গিয়েছে ক্যানালগুলো। আমস্টারডামের সঙ্গে ভীষণ মিল। গ্র্যান্ড ক্যানালটা খানিকটা ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো। ট্যুরিস্টের বিনোদন আর পয়সা খসানোর জন্য ক্যানালে রয়েছে ট্র্যাডিশনাল রোয়িং বোট 'গন্ডোলা'। মনে পড়তে পারে মার্ক টোয়েনের 'দি ইনোসেন্টস অ্যাব্রড' বইটির কথা, যেখানে রয়েছে গন্ডোলা আর গন্ডোলা-চালকদের জীবনযাত্রার চমৎকার বর্ণনা। রিয়ালটো ব্রিজ আর সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে যেন ট্যুরিস্টের ঢল নেমেছে। শহরের সর্বত্রই অবশ্য থিকথিক করছে অসংখ্য ট্যুরিস্ট। মানুষ এসেছেন 'অ্যাড্রিয়াটিকের রানি'কে দেখতে।

পরদিন রাতে মিলানে আমার এক ইতালীয় অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ির ডিনার টেবিলে গল্প হচ্ছিল ভেনিস নিয়ে। ঘটনাচক্রে ভেনিস আমার বন্ধুটির এবং ওর স্ত্রীর অসম্ভব পছন্দের জায়গা। হানিমুনে ওরা গিয়েছিল ভেনিসেই। দেখলাম, ভেনিস সম্পর্কে আমার বন্ধুটির রয়েছে এক গভীর সমবেদনা। ভেনিস যেন এক বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। অতীতের মহা-সাম্রাজ্য আজ টিকে রয়েছে ট্যুরিস্টের দাক্ষিণ্যে। তাঁদের আপ্যায়ন করে, হোটেলে রেখে, খাইয়ে, স্যুভেনির বেচে, গন্ডোলায় চড়িয়ে। বলতে বলতেই আমার বন্ধুটি ভেনিসের অবক্ষয়ের পরিণতি নিয়ে এক বিষণ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলে। বলে, ভবিষ্যতে কোনও সময়, হয়তো বিশ-পঞ্চাশ বছর পরে, ভেনিস হয়ে উঠবে আর এক ডিজনিল্যান্ড। ট্যুরিস্ট সেখানে ডিজনিল্যান্ডের মতোই টিকিট কেটে ঢুকবেন, মজা করবেন।

ভূমিকাটা একটু বড় হয়ে গেল। কিন্তু সেটার বোধহয় প্রয়োজন ছিল। ঘটনাচক্রে আমার সেই মিলানের বন্ধুটির ভবিষ্যদ্বাণী অংশত সফল হয়েছে আজ, ১৭ বছর পরে। ২৫ এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে 'ভেনিস অ্যাক্সেস ফি'। ভ্রমণকারীদের জন্য। প্রধানত শনি-রবি আর ছুটির দিন, সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ভেনিসে যেসব 'ডে-ট্রিপার' আসবেন, অর্থাৎ যাঁরা সেদিন এসে সেদিনই ফিরবেন, তাঁদের দিতে হবে পাঁচ ইউরো প্রবেশমূল্য। যাঁরা ভেনিসে রাত্রিবাস করবেন, তাঁদের অবশ্য এই প্রবেশমূল্য মকুব। কিন্তু তাদেরও দেখাতে হবে হোটেল বুকিংয়ের প্রমাণপত্র। আসলে এসব ট্যুরিস্ট-নন্দিত স্থানে বহু স্থানীয় মানুষ তাঁদের বাড়িঘরকে হোটেলের ঘর হিসেবে বেআইনিভাবে ভাড়া দেন। চলে প্রভূত বেআইনি হোটেল ব্যবসা। ভেনিসের রাত্রিবাসকারী ভ্রমণকারীদের হোটেলের বুকিং দেখিয়ে শহরে ঢুকতে হবে বলে এইসব বেআইনি ব্যবসাতেও রাশ পড়বে বলে আশা করছেন আধিকারিকরা।

যাই হোক, ভেনিসের এই প্রবেশমূল্য নির্ধারণের নিয়মে যে সবাই খুশি, একথা মনে করার কোনও কারণ নেই। ভেনিস একদিন ডিজনিল্যান্ডে পরিণত হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় আমার ইতালীয় বন্ধুর কণ্ঠে যে বিষাদের স্বর শুনেছিলাম তা যে এক বিচ্ছিন্ন সুরের অনুরণন তা তো নয়। আসলে কোনও এক 'থিম পার্ক' বা মিউজিয়ামের বাসিন্দা আমি, এই ভাবনাটা যে কোনও শহরের বাসিন্দাদের পক্ষে খুব সুখকর অনুভূতি নাও হতে পারে। শহরের বাসিন্দাদের বিভিন্ন সংগঠন তাই প্রতিবাদ করছে। ভেনিসকে 'থিম পার্ক' করে তোলার বিরুদ্ধে। এই টিকিটের ব্যবস্থাকে কেউ বলেছেন 'পরিহাস', কেউ বা বলেছেন রাজনৈতিক চাল। আসলে যাঁরা খরচ এবং কষ্ট করে ভেনিস পর্যন্ত আসবেন ভেবেছেন তাঁরা মাত্র পাঁচ ইউরোর জন্য পিছু হটবেন, এমন কথা ভাবা কঠিন বৈকি। প্রবেশমূল্যটা পাঁচের বদলে পঞ্চাশ ইউরো হলে কিছু প্রভাব পড়তে পারত বলে মনে করছেন কেউ কেউ। যেমন- প্রথম দিন, অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল, বিক্রি হয়েছে ৫,৫০০টি টিকিট, যার ফলে এসেছে ২৭,৫০০ ইউরো। এই টাকায় এই টিকিটের সিস্টেমটা চালানোর খরচ উঠতে পারে টেনেটুনে, তার বেশি কিছু নয়।

ভেনিসের মেয়র অবশ্য দাবি করেছেন যে বিশ্বে প্রথম এ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে ভেনিসে, যেটা সম্ভবত ঠিকই। মেয়র মশাই দাবি করেছেন, এর ফলে কমবে উপচে পড়া ভিড়। ভ্রমণকারীরা উৎসাহিত হবেন বেশি সময় থাকতে, শুধুমাত্র সকালে এসে সন্ধ্যায় ফিরে যেতে নয়। এর ফলে বাড়বে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান। স্থানীয়দের সঙ্গে ট্যুরিস্টদের সম্পর্কে তৈরি হবে এক নতুন ভারসাম্য।

এই ট্যুরিস্ট ট্যাক্স বসানোর প্রেক্ষিতটা একটু বিশদে দেখা যাক। বহুদিন ধরেই অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড়ে ভেনিসের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রে হয়ে চলেছে অপূরণীয় ক্ষতি। গত বছর ভেনিস অল্পের জন্য ইউনেসকোর 'ডেঞ্জার লিস্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনিসের প্রধান দ্বীপটি একসময় ছিল এক শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। অতিরিক্ত পর্যটকের চাপে ১৯৫০-এর দশক থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত তার জনসংখ্যা কমেছে ১ লক্ষ ২০ হাজার। ভেনিস ছেড়ে প্রধানত ইতালির মূল ভূখণ্ডে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা। জনসংখ্যা কমতে কমতে এসে ঠেকেছে পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। ২০২২-এর হিসেব অনুসারে ভেনিসের ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থলে সে বছর রাত্রিবাস করেছেন ৩২ লক্ষ পর্যটক। ওদিকে, ডে-ট্রিপারের সংখ্যা মোটামুটি ৩ কোটি। যেদিন তিরিশ-চল্লিশ হাজার দৈনিক ভ্রমণকারী হাজির হন শহরটাতে, হাঁসফাঁস করতে থাকে শহরটা। এই ডে-ট্রিপাররা খাওয়াদাওয়া করেন, ঘোরাঘুরি করেন, গন্ডোলায় চড়েন, স্যুভেনির কেনেন ঠিকই কিন্তু হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে মোটের উপর এঁরা শহরের অর্থনীতিতে যতটা না অর্থ জোগান তার চাইতে বেশি জোগান দেন শহরের পরিবেশে কোলাহল এবং আবর্জনা। তাই বোধকরি এঁদের নিয়ন্ত্রণ করার একটা প্রয়াস এই প্রবেশমূল্য।

১৯৬০-এর দশকে যখন বোঝা গেল যে ভেনিস শহরটা ধীরে ধীরে ডুবছে, ব্রিটিশ লেখক ইয়ান মরিস কিংবা জেমস ক্যামেরন প্রকাশ করেছেন তাঁদের বিষাদপূর্ণ উচ্ছ্বাস, সত্যিকারের ভেনিসকে দেখেছেন এমন শেষ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে। পর্যটকদের সঙ্গে একটা টেকসই সম্পর্ক স্থাপনে ভেনিসের প্রচেষ্টা তাই দীর্ঘদিনের। ইউনেসকো আর পরিবেশবিদদের চাপে আধিকারিকরা শেষ পর্যন্ত বড় জাহাজকে গিউদেকা ক্যানাল দিয়ে সেন্ট মার্কস স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন।

সম্প্রতি স্পেনের ক্যানারি আইল্যান্ডের হাজার হাজার অধিবাসী এই দ্বীপপুঞ্জে পর্যটকদের সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার দাবি জানান। সেভিল শহরের প্রধান প্লাজায় ঢুকতে এখন টিকিট লাগছে। আমস্টারডাম আর রোম আর কোচ পার্টি চাইছে না। বার্সেলোনার দেওয়ালে গ্রাফিটি দেখা যাচ্ছে, শরণার্থীরা আসুক, পর্যটক নয়।

ট্যুরিস্ট-নন্দিত অন্যান্য শহরের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। লন্ডন, আমস্টারডাম, প্যারিস, ফ্লোরেন্স, রোম, বার্সেলোনার মতো শহরগুলিও কিন্তু হাঁসফাঁস করছে পর্যটকদের চাপে। এই তো সম্প্রতি স্পেনের ক্যানারি আইল্যান্ডের হাজার হাজার অধিবাসী শামিল হলেন প্রতিবাদে, যাতে এই দ্বীপপুঞ্জে পর্যটকদের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়। সেভিল শহরের প্রধান প্লাজা অর্থাৎ প্লাজা দে এসপানা-তে ঢুকতে এখন টিকিট লাগছে। আমস্টারডাম আর রোম আর কোচ পার্টি চাইছে না। বার্সেলোনার দেওয়ালে গ্রাফিটি দেখা যাচ্ছে, শরণার্থীরা আসুক, পর্যটক নয়। তাই এটা দেখার বিষয়, এইসব বড় শহরগুলি ভেনিসের দেখানো পথে উদ্বুদ্ধ হয়ে শহরে ঢোকার টিকিট চালু করে কত শিগগির। আমার সেই ইতালীয় বন্ধুকে ই-মেল করেছিলাম সম্প্রতি, ভেনিস সম্পর্কিত তার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। উত্তরে তিনি লিখলেন, গোটা ইতালি দেশটাই, অন্তত যে জায়গাগুলি পর্যটকদের প্রিয়, হতে চলেছে 'থিম পার্ক'!

দুনিয়ার প্রথম বড় শহর হিসেবে ভেনিস প্রবেশমূল্য চালু করলেও ওয়েলশের ছোট্ট শহর পোর্টমেইরিয়ন কিন্তু এ ধরনের প্রবেশমূল্য চালু করেছে আগেই এবং সে শহরে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ট্যুরিস্টের আনাগোনা। আসলে এই প্রবেশমূল্যটা হয়তো' প্রথম পদক্ষেপ। কে বলতে পারে, এর বিস্তৃতি কোথায়। যেমন- ইতালির আর একটা ছোট্ট শহর ব্যাগনোরেইয়ো-র কথা ধরা যাক, যা রোমের উত্তর-পশ্চিমে লাজিও অঞ্চলে অবস্থিত। মাটি ধসে এই শহরটার অস্থির ভিত্তি বসে যাচ্ছিল। শহরটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ২০১৮-তে পর্যটকদের উপর চাপানো হয় লেভি এবং কাজও হয় তার ফলে। সুতরাং পর্যটনে কর বসানোর সম্ভাবনা বহুল-বিস্তৃত। ভারতের মতো দেশে যেখানে ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি, সেখানে এমন পর্যটনযোগ্য স্থান রয়েছে ভূরিভূরি। এদেশেও কি ভবিষ্যতে বিভিন্ন শহরে আসতে চলেছে প্রবেশমূল্য?

তবু টানাপোড়েন চলতেই থাকে। সম্প্রতি 'দ্য গার্ডিয়ান' কাগজে সাইমন জেনকিন্স লিখেছেন, 'আমি যদি ভেনিস হতাম, আমার কোনও লজ্জা থাকত না। প্রাচীন স্থান পরিদর্শন করা একটি গৌরবময় আনন্দ। যাঁরা তা উপভোগ করবেন তাঁদের তার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া উচিত।' হয়তো' ঠিকই। তবু, শহরের অধিবাসীদের কাছে একটা 'থিম পার্ক'-এর বাসিন্দা হওয়াটাও এক চূড়ান্ত অস্বস্তিকর দিনযাপন। এক ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা চলে।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯০৫

শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকের জন্ম ১৯০৫ সালে আজকের দিনে।

২০২২

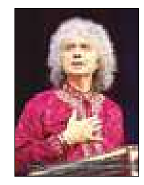

২০২২ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সন্তুরবাদক শিবকুমার শর্মা।

আলোচিত

থানার আইসি কত বড় চামচা হয়েছে, আমি দেখছি। কোন বাপ বাঁচায়, কী করে চাকরি করে দেখব। আইসিকে রাস্তায় আটকাব, গাড়ি থেকে বের করে কাপড় খুলে নেব। দিলীপ ঘোষকে চেনে না এখনও।

-দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

ইস্তানবুল বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৬৭ বিমানটি নামার সময় মুখ থুবড়ে পড়ার ভিডিও ভাইরাল। রানওয়েতে নামার সময় ল্যান্ডিং গিয়ার ঠিকভাবে কাজ না করায় বিমানের সামনের অংশ ঘষতে ঘষতে এগিয়ে যায়। যার ফলে বিমান থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়া বেরোতে থাকে।

ভাইরাল/২

একটি জমকালো ডাইনিং টেবিলে নানা রকমের খাবার সাজানো রয়েছে। হঠাৎ সেই সাজানো টেবিলের একদিক থেকে একটি অক্টোপাসকে পাত্রগুলির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। ভিডিও দেখে বিস্ময়প্রকাশ করেছেন নেটিজেনরা।

জনমন

জনমত

অবসরগ্রহণ এবং বিদায় অনুষ্ঠান

'জন্মিলে মৃত্যু হবেই, কেউ অমর নয়/ চাকরি হলে অবসর হবেই, কেউ চিরস্থায়ী নয়'- সরকারি চাকরিতে বয়স 'ষাট' হল অবসরের দিন। এভাবে প্রতি মাসে কেউ না কেউ অবসর নিচ্ছেন হয় মহকুমায়, নয়তো জেলায়। সম্প্রতি কোচবিহার কালেক্টরেটের একজন কর্মচারী অবসর নিলেন। কিন্তু কর্মচারীদের ডাকেও ল্যান্সডাউন হল ভরল না। ফলে জনাকয়েকের উপস্থিতিতে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে উত্তরীয়, মানপত্র, উপহার ও মিষ্টিমুখের পর সহকর্মীরা নানা অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ চাকরি জীবনে সেই কর্মচারীর সঙ্গে কাটানো বিভিন্ন মুহূর্ত শেয়ার করেন এবং শেষে গ্রুপ ফোটো তোলা ইত্যাদির পর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হয়।

স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা দিনকে-দিন কমে যাচ্ছে। দীর্ঘ এক যুগ হয়ে গেল গ্রুপ সি পদে নিয়োগ নেই। ২০৩০ সালের মধ্যে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা শূন্যে পৌঁছাবে। অফিস চলবে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী দিয়ে। তাঁরা আদৌ পরবর্তীতে স্থায়ী হবেন কি না সেটা নিশ্চিত নয়। কিন্তু শিক্ষিত ও কম্পিউটার জানা ছেলেমেয়েদের যোগ্যতানুযায়ী বেতন কাঠামো ঠিক নয়। এদের নিয়ে সরকার অবশ্যই চিন্তাভাবনা করবে আশা করি। সমকাজে সমবেতন হওয়া উচিত।

আগামীতে আমাদের অবসরদিন আয়লার মতো দুর্বার গতিতে ধেয়ে আসছে। খাঁখাঁ করবে অফিস চত্বর। কথায় বলে, 'চিরদিন কোনও কিছুই সমানভাবে চলে না।' মাঝে অবসর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। কর্মচারী সংগঠন সম্পাদকের উদ্যোগে আবারও চালু হয়েছে। আশা করব, ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। যদি আগামীতে চাকরির মেয়াদ পুনরায় ৫৮ কিংবা ৬২ বা ৬৫ হয় তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নয়।

অতএব, অবসরের দিন অর্থাৎ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সব কর্মচারীর উপস্থিত থাকা উচিত। কারণ, সকলের এই দিনটি আসবে। কর্মচারীর সঙ্গে কর্মচারীর আত্মার মেলবন্ধনের নিদর্শন হয়ে উঠুক অবসরের বিদায় সংবর্ধনা, ল্যান্সডাউন হল হোক কানায় কানায় পূর্ণ।

শুভ্র চক্রবর্তী
১৯ নম্বর ওয়ার্ড, কোচবিহার।

গাছ কাটার প্রতিবাদ

সেবক রোডের দুইপাশে কোনও কোনও জায়গায় নালা তৈরির জন্য বেশ কিছু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। কিছুদিন আগে এসএফ রোডেও কিছু গাছ কাটা হয়েছিল।

বারবার খেয়ালখুশিমতো গাছ কেটে নেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন, এমন অন্যায়ের জন্য কেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে এমন অসভ্যতা-অভব্যতা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। দিনের পর দিন শিলিগুড়িকে মরুভূমিতে পরিণত করার দায় কে নেবে? দয়া করে প্রশাসন, পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকবেন না।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor : Sabyasachi Talukdar. Owned by Manjusree Talukdar and published on her behalf by Pralaykanti Chakraborty from Suhas Chandra Talukdar Sarani, Subhaspalli, Siliguri-734001 and printed at Baribhasa, Jaleswari-735135. Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in

Volume No. 44 Issue No. 350

জয়ন্তী-রায়ডাক তটে আজও জীবন বিবর্ণ

গ্রীষ্মের রং অনেক রকম হয়। রঙের বন্যায় ধুলোও মুছে যায়। তবে সেটাই সব নয়। আরও প্রশ্ন থেকে যায় পথে পথে।

শৌভিক রায়

সলসলাবাড়ি পার করে উত্তরমুখী রাস্তা ধরতেই রঙের মেলা। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল সহ অজস্র ফুলের মেলায় ভয়ংকর গরম নিমেষে উবে গেল। খানিক আগে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার পথ ধুলো মাখিয়েছে শরীরে আর মনে। থমকে আছে কাজ। কবে হবে কে জানে! সেই ধুলোও যেন ধুয়ে গেল রঙের বন্যায়! গ্রীষ্মেরও যে এরকম রং থাকতে পারে, কে আর ভেবেছিল!

শামুকতলা পেরিয়ে হাতিপোঁতা-তুরতুরি খণ্ডের দিকে এগোতে, সেই রঙে যোগ হল চা বাগান আর বনভূমির সবুজ। বেশ কিছু বিখ্যাত চা বাগান আছে এদিকে। সেগুলির কোনওটিতে গলফকোর্সের দেখাও মেলে। কিছু বাগান সীমিত ক্ষমতার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবাও দেয়। কিন্তু চা বাগানের হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো সেই পুরোনো দিনের। অভাব চিকিৎসকেরও। শহরের সুযোগসুবিধে ছেড়ে কে আর সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দু ডাক্তারের মতো এইসব নিঝুম চা বাগানে পড়ে থাকতে চান! ফলে বাগান কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না। তাই একটু গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে ভরসা সেই আলিপুরদুয়ার কিংবা আরও একটু দূরের কোচবিহার।

স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি একটু যদি উঁকি দেওয়া যায় শিক্ষাক্ষেত্রে তাহলে অবস্থাটা ঠিক কীরকম? কিছুদিন আগে পর্যন্তও কিন্তু এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের গন্তব্য ছিল আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন স্কুল। অবস্থা অবশ্যই বদলেছে। সরকারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের রমরমাও বেড়েছে। কিন্তু তাতে শিক্ষার কতটা উন্নতি হচ্ছে? জটিল প্রশ্ন। কেননা অক্ষরজ্ঞান মানেই তো আর শিক্ষা নয়!

ময়নাবাড়ি, ভুটানঘাট, ফাঁসখাওয়া, রায়ডাক ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও বস্তির প্রাথমিক স্কুলগুলিই পড়ুয়াদের ভরসা। আরও বেশি পড়বে যারা, অটোরিকশার মতো বাহনে তারা গাদাগাদি করে ছুটবে অন্যত্র। কেননা সরকারি বাস অপ্রতুল। অতীতে জয়ন্তী ছুঁয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে অসম যেত, সে তো কবেই পরিত্যক্ত হয়েছে। জাতীয় সড়ক বেশ কিছুটা দূরে। সেই সড়কও এখন ফোর লেন। রাস্তার ধারে হুহু করে বাড়ছে জমির দাম। আর জয়ন্তী-রায়ডাক তটভূমির এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধীরে ধীরে যেন আরও পিছিয়ে পড়ছে।

এখানেও ক্রমবর্ধমান হোমস্টের সংখ্যা দেখে বিস্মিত হলাম না। 'চাকরিবাকরি নেই, চা বাগান ছাড়া কোনও শিল্প নেই। কী আর করব! ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ', বললেন এক হোমস্টের মালিক। জানা গেল, সারা বছর নাকি ভিড় থাকে। এত লোক আসে? খোঁজ পায় কীভাবে? পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটেছে অবশ্যই। বহু মানুষও আগ্রহী হচ্ছেন উত্তরকে নিবিড়ভাবে জানতে। শহরের বহু মানুষও লগ্নি করছেন এই ব্যবসায়। যেহেতু ট্রাইবাল ল্যান্ড কেনার ঝক্কি অনেক। সুতরাং একটু ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা। তাদের পরিচিতিও কাজ দিচ্ছে বছরভর ট্যুরিস্ট জোগানে। কিন্তু মূল মালিকের লাভ হচ্ছে কি তাতে? 'জমি, বাড়ি নিজেরই থাকছে। মুনাফা ভাগ হচ্ছে। উপায় কী তাছাড়া? হোমস্টে করবার পয়সা কোথায়?' ম্লান হাসলেন আদিবাসী মানুষটি।

উত্তরের বহু অঞ্চলের মানুষই এরকম ম্লান হাসেন। বছরের পর বছর যায়। নতুন দিন আসে। নতুন সরকার আসে। বোবা প্রকৃতিও রং ছড়ায়।

কিন্তু রং কি আদৌ লাগে উত্তরের জীবনে?

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৩০

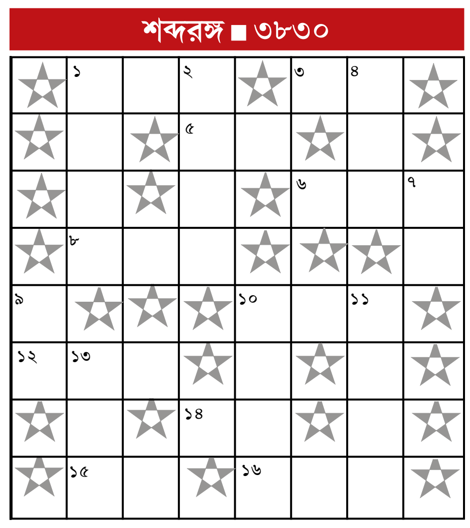

পাশাপাশি : ১। বাংলা মাস ৩। অভিসম্পাত, অভিশাপ ৫। অল্প, সামান্য ৬। ফুলের নির্যাস, সুরভিত তেল ৮। যে আড়তে ধান চাল ওজন করে, বাঙালি হিন্দুর পদবিশেষ ১০। ব্যবহার, আচার-আচরণ ১২। কৃপণ ১৪। সমকোণে অবস্থিত সরল রেখা ১৫। পক্ষান্তরে, দ্বিধাগ্রস্ত ১৬। উগ্রগন্ধী কন্দবিশেষ যা মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উপর-নীচ : ১। কণাদমুনি-কৃত দর্শন শাস্ত্র ২। অল্পজলে মাছ লাফানোর শব্দ ৪। জ্ঞানী, সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ৭। রামচন্দ্রের প্রপিতমহ ৯। আওয়াজ, ধ্বনি, গুজব ১০। মদ্যবিশেষ, আখের গুড় ১১। দান ও উপাসনা, ১৩। বাড়ির পেছনের দরজা।

সমাধান ■ ৩৮২৯

পাশাপাশি : ১। তারিফ ৩। তালকানা ৪। তুহিন ৫। পুরোপুরি ৭। কিরা ১০। গদা ১২। মালকোশ ১৪। ধবল ১৫। হরিহর ১৬। কাতার।

উপর-নীচ : ১। তাকাতাকি ২। ফতুর ৩। তানপুরা ৬। পুন্নাগ ৮। রাতুল ৯। শশধর ১১। দামোদর ১৩। পলকা।

বিন্দুবিসর্গ

হিন্দু কমছে, রিপোর্ট কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মুসলিমদের হাতে সমস্ত সম্পত্তি তুলে দেওয়া হবে বলে লাগাতার প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির নেতা-নেত্রীরা। এসসি, এসটি, ওবিসিদের সংরক্ষণ তুলে দিয়ে সেটা মুসলিমদের দিয়ে দেওয়া হবে কিংবা অযোধ্যার রাম মন্দিরে বাবরি তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে বলেও দাবি করেছেন মোদি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর তরফে হিন্দুত্বের এহেন ধারালো প্রচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট যতই আপত্তি তুলুক, তাতে কর্ণপাত করছেন না বিজেপি নেতৃত্ব। এবার প্রধানমন্ত্রীর তৈরি করা কমিটির একটি রিপোর্টে দাবি করা হল, ১৯৫০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ভারতের হিন্দুদের জনসংখ্যা কমে গিয়েছে। উলটোদিকে এই সময়কালের ভিতরে দেশে মুসলিমদের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল বা ইএসি-পিএম-এর ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৫০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভারতের হিন্দু জনসংখ্যা ৭.৮২ শতাংশ কমে গিয়েছে। ১৯৫০ সালে ছিল ৮৪.৬৮ শতাংশ। ২০১৫ সালে সেটা কমে ৭৮.০৬ শতাংশ হয়েছে। এই সময়কালের ভিতর মুসলিমদের জনসংখ্যা ৪৩.১৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে, ১৯৫০ সালে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৯.৮৪ শতাংশ। ২০১৫ সালে মুসলিমদের জনসংখ্যা বেড়ে হয় ১৪.০৯ শতাংশ। 'শেয়ার অফ রিলিজিয়াস মাইনরিটিজ : এ ক্রস-কান্ট্রি অ্যানালিসিস (১৯৫০-২০১৫)' শীর্ষক রিপোর্টের তথ্য এমন একটি সময় প্রকাশ্যে এসেছে যখন ভারতের অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের তিন দফার নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেখানে এও বলা হয়েছে, মুসলিমদের পাশাপাশি খ্রিস্টানদের সংখ্যা ২.২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২.৩৬ শতাংশ হয়েছে। শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যাও বেড়েছে। তবে পার্সিদের সংখ্যা কমেছে।

বেড়েছে মুসলিম, খ্রিষ্টানদের সংখ্যা

হিন্দু-মুসলিম তাসে মোদি ও বিজেপি নেতৃত্ব এবারের ভোটের প্রচার যেভাবে তুঙ্গে তুলছেন তখন এই রিপোর্ট শাসক শিবিরের পালে হাওয়া তুলতে সক্ষম হবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞ মহলের। ওই রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা কমে যাওয়া এবং সংখ্যালঘুদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার নেপথ্যে যাবতীয় নীতিগত পদক্ষেপ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক প্রক্রিয়া রয়েছে যেগুলি সমাজে বৈচিত্র্যকে বাড়িয়ে তোলার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রধানমন্ত্রীর কমিটি জানিয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বহু প্রতিবেশী দেশ থেকে সেখানকার সংখ্যালঘুরা ভারতে চলে এসেছেন।

জনসংখ্যার হিসেব

- ১৯৫০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভারতের হিন্দু জনসংখ্যা ৭.৮২ শতাংশ কমে গিয়েছে
- ১৯৫০ সালে ছিল ৮৪.৬৮ শতাংশ। ২০১৫ সালে সেটা কমে ৭৮.০৬ শতাংশ হয়েছে
- ১৯৫০ সালে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৯.৮৪ শতাংশ। ২০১৫ সালে বেড়ে হয় ১৪.০৯ শতাংশ
- ওই সময়কলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ২.২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২.৩৬ শতাংশ হয়েছে

রায়বেরেলিতে দাদার হয়ে প্রচারে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বৃহস্পতিবার।

হরিয়ানায় আস্থা ভোটের দাবি দুষ্মন্তের

খাট্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ জেজেপির ৪ বিধায়কের

চণ্ডীগড়, ৯ মে : হরিয়ানার নাটক ক্রমশ জমে উঠছে। কংগ্রেসকে সমর্থনের বার্তা দেওয়ার পর এবার বিধানসভায় আস্থাভোটের দাবি জানিয়ে রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয়কে চিঠি লিখলেন জেজেপি নেতা তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্মন্ত চৌতালা। তিন নির্দল বিধায়ক সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বর্তমানে ৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে সাইনির সরকার। এই পরিস্থিতিতে দুষ্মন্ত যখন মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যস্ত তখন তাঁর দল জেজেপিতে সিঁধ কাটার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। রাজ্যপালকে চিঠি লেখার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের সঙ্গে দেখা করেন জেজেপির চার বিধায়ক। রাজ্যের মন্ত্রী মহীপাল ঢান্ডার পানিপতের বাসভবনে ওই সাক্ষাৎ হয়। মনে করা হচ্ছে, শীঘ্রই ওই চার জেজেপি বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। খাট্টারের সঙ্গে ওই চার জেজেপি বিধায়কের কী কথা হয়েছে সেই সম্পর্কে কেউই মুখ খুলতে চাননি।

কংগ্রেস বুধবার রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে হরিয়ানায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি এবং নতুন করে বিধানসভা ভোট করানোর দাবি তুলেছিল। জেজেপি, আইএনএলডি এবং নির্দল বিধায়ক বলরাজ কুণ্ডুও যাতে তাদের দেখানো পথে হাঁটেন সেই আবেদনও জানিয়েছিল হাত শিবির। কিন্তু জেজেপি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি বা নতুন করে বিধানসভা ভোট করানোর দাবি তোলেনি। তারা বিধানসভায় সরকারের শক্তিপরীক্ষার দাবি জানিয়েছে।

গত মার্চে জেজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া ভেঙে বেরিয়ে আসে বিজেপি। মনোহরলাল খাট্টারের পরিবর্তে নতুন মখ্যমন্ত্রী হন নায়েব সিং সাইনি। মঙ্গলবার তিন নির্দল বিধায়ক সম্বির সাংওয়ান, রণধীর সিং গোলেন এবং ধরমপাল গোন্ডের বিজেপি সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। দুষ্মন্ত চৌতালাও জানিয়ে দেন, কংগ্রেস সরকার গড়লে তাঁরা বাইরে থেকে সমর্থন জানাবেন। হরিয়ানায় চলতি বছর অক্টোবর-নভেম্বরে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তাছাড়া আস্থাভোটের দাবি তুললেও ৬ মাসের আগে দ্বিতীয়বার শক্তিপরীক্ষা করা যায় না। মার্চ মাসে হরিয়ানায় আস্থাভোটের মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি।

প্রচার মৌলিক অধিকার নয়, কেজরির জামিনে আপত্তি

নয়াদিল্লি, ৯ মে : আবগারি দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট পেশ করতে পারে ইডি। সরকারি অর্থ তছরুপের অভিযোগে এই প্রথম মূল অভিযুক্ত হিসাবে কেজরিওয়ালের নাম আসতে পারে। আবগারি দুর্নীতিতে মূল চক্রান্তকারী এবং 'কিংপিন' বলে চার্জশিটে উল্লেখ করতে পারে তদন্তকারী সংস্থা। অন্যদিকে শুক্রবারই কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদনের ওপর রায় দিতে পারে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

চলতি লোকসভা নির্বাচনে দলের হয়ে প্রচারের কথা মাথায় রেখে অন্তর্বর্তী জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরিওয়াল। শুক্রবারই সেই আবেদনের নিষ্পত্তি হতে পারে বলে বৃহস্পতিবার ইঙ্গিত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি খান্না বলেন, 'আমরা শুক্রবারই অন্তর্বর্তী জামিন নিয়ে রায় দেব। গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তোলা মামলাও একইসঙ্গে বিচার করা হবে।' এরপরই কেজরিওয়ালের আবেদনের বিরোধিতা করে হলফনামা পেশ করে ইডি জানায়, 'আইন সবার জন্য সমান এবং নির্বাচনি প্রচারে অংশ নেওয়া কোনও মৌলিক, সাংবিধানিক এমনকি আইনি অধিকারও নয়।' তদন্তকারী সংস্থার মতে, জেলে থাকা কোনও ব্যক্তি যদি নির্বাচনে প্রার্থী হন তাহলেও তাঁকে জামিন দেওয়া হয় না। তাহলে প্রচার করার যুক্তিতে কেন জামিন দেওয়া হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে?

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ইডি ২১ মার্চ গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি বর্তমানে তিহার জেলে জেলে বন্দি রয়েছেন। ইডি'র দাবি, এই দুর্নীতিতে অর্থ বিনিময় ও ঘুষের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে কেজরিওয়াল যুক্ত। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজুকে বলেন, চার্জশিট সহ হাজির হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে।

আইনজ্ঞদের মতে, যদি চার্জশিটে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নাম কিংপিন হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে অবধারিতভাবে আম আদমি পার্টিও অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে আবগারি দুর্নীতি মামলায়। কারণ, তিনিই আপের জাতীয় আহ্বায়ক। তাহলে এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক দল সরকারি অর্থ তছরুপে অভিযুক্ত হবে।

ভারতের ভোটে মার্কিন হস্তক্ষেপের অভিযোগ

মস্কো, ৯ মে : ভারতের লোকসভা নির্বাচনে অযাচিতভাবে নাক গলাচ্ছে আমেরিকা। নির্বাচনের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করাই উদ্দেশ্য ওয়াশিংটনের। এবার এমনই অভিযোগ তুলল ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, 'আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তা থেকে বলতে পারি, খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে খুনের চেষ্টায় ভারতের যে সক্রিয় যোগ রয়েছে, তার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত দিতে পারেনি আমেরিকা।'

ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে আমেরিকা। ভারতে যাতে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন হয়, তার পক্ষেও সওয়াল করেছে আমেরিকা। এ বিষয়ে জাখারোভা বলেন, ভারতের জাতীয়তাবাদ ও ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা কম আমেরিকার। সেই কারণে আমেরিকা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে। ভারতের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগকে 'অবমাননাকর' বলেই উল্লেখ করেছেন রুশ মুখপাত্র।

অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা : রাশিয়া

জাখারোভার কথায়, 'আমেরিকার অভিযোগের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং চলতি লোকসভা নির্বাচনে জটিলতা তৈরি করা। ওয়াশিংটনের এই কার্যকলাপ স্পষ্টতই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।'

সম্প্রতি ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম (ইউএসসিআইআরএফ)-এর তরফে ভারতের তুমুল সমালোচনা করা হয়েছিল 'ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিসর কমে আসা' নিয়ে। ভারত একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য দেয় বলেও অভিযোগ ছিল মার্কিন কমিশনের।

বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ধর্মান্তিরণ বিরোধী আইন, গো-হত্যা নিবারণী আইন ইত্যাদি বিজেপি সরকার জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এর জেরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিশানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে আমেরিকা। যদিও আমেরিকার অভিযোগ উড়িয়ে বিদেশমন্ত্রকের পালটা বক্তব্য ছিল, ওই রিপোর্ট 'ভিত্তিহীন' ও 'পক্ষপাতদুষ্ট'। ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার চালাচ্ছে আমেরিকা।

২০১৪ টেট

নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৩৯২৯ শূন্যপদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ মে : ২০১৪ সালের টেট-এর ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শূন্যপদ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯২৯টি শূন্যপদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হৃষীকেশ রায় ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রর বেঞ্চে শুনানি ছিল। হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হল। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও তা অমান্য করে বৃহস্পতিবার বিচারপতি ঋষিকেশ রায় ও প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ নতুন রায় দেয়। শীর্ষ আদালত জানাল, ভবিষ্যতে শূন্যপদের সঙ্গে ওই ৩৯২৯টি শূন্যপদ যুক্ত করে দেওয়া হবে।

২০১৪ সালে টেট-এর ভিত্তিতে ২০১৬ ও ২০২০ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২০২০ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১৬৫০০টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তবে ৩৯২৯টি পদ পূরণ হয়নি বলেই অভিযোগ। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। তৎকালীন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মেধার ভিত্তিতে ওই পদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা। তাঁদের বক্তব্য, ২০২০ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া যেহেতু শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত এবং সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণদেরও সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা সুযোগ পাবেন না।

ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এরপর শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা। এদিন শীর্ষ আদালতে সেই মামলার শুনানিতে আদালত জানায়, পুরোনো প্যানেলের নিয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই আইন অনুযায়ী এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আর সম্ভব নয়। তবে পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৩৯২৯ জন আবেদন করতে পারবেন।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৮

বিস্ফোরণে লন্ডভন্ড বাজি কারখানা। বৃহস্পতিবার শিবকাশীতে।

চেন্নাই, ৯ মে : তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে একটি বাজি কারখানায় বৃহস্পতিবার ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ৮ জনের। জখম কমপক্ষে ১২ জন। দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি শোকজ্ঞাপন করে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন।

মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'শিবকাশীর বাজি কারখানার দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের মৃত্যুতে আমার মন ভারাক্রান্ত। মৃতদের পরিবারকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা নেই। শুধু এটুকুই বলার, আমার সরকার বিপন্ন পরিবারের পাশে রয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন মোদি। স্ট্যালিন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে যাবতীয় সাহায্য দেবে সরকার।'

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণ হয়েছে বিরুধনগর জেলার শিবকাশী এলাকার সেঙ্গমালাপট্টির বাজি কারাখানায়।

৩০ কর্মী ছাঁটাই এয়ার ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ৯ মে : টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের কর্মীদের গণছুটির কারণে যাত্রী পরিষেবা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় কড়া পদক্ষেপ করল বিমানসংস্থাটি। যেসব কর্মী বিনা নোটিশে গণছুটিতে রয়েছেন, এমন ৩০ কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বাকি অসুস্থ কর্মীদের বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টের মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এদিন থেকে ২০টি রুটে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা অলোক সিং জানিয়েছেন, কেবিন কর্মী সংকটের ফলে ১৩ মে পর্যন্ত উড়ান পরিষেবা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কানাডা থেকে তথ্য নেই

নয়াদিল্লি, ৯ মে : খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে তিন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হলেও কানাডা সরকারের থেকে এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য বা প্রাসঙ্গিক প্রমাণ ভারতকে দেওয়া হয়নি। বোঝা যাচ্ছে, এর সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার এই মন্তব্যই করেছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

তরুণদের রাহুলের বার্তা

'১৫ অগাস্টের মধ্যে ৩০ লক্ষ চাকরি'

নয়াদিল্লি ও মেডাক, ৯ মে : ভোটের প্রচারে কর্মহীন তরুণ-তরুণীদের হাতে চাকরি তুলে দেওয়াই এখন তুরুপের তাস রাহুল গান্ধির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন রাম মন্দিরে বাবরি তালা, মুসলিম জুজু এমনকি আদানি-আম্বানিদের কালো টাকা টেম্পোয় করে কংগ্রেসের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগে সরব, তখন রাহুল ভরসা রাখছেন বেকারত্ব ইস্যুতেই।

বৃহস্পতিবার দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের উদ্দেশে একটি ভিডিও বার্তায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, '৪ জুন ইন্ডিয়া জোটের সরকার গঠন হতে চলেছে। ১৫ অগাস্টের মধ্যে 'ভর্তি ভরোসা' প্রকল্পের আওতায় ৩০ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।' বুধবার রাহুলের বিরুদ্ধে আদানি-আম্বানি ইস্যুতে চুপ থাকার অভিযোগ করেছিলেন মোদি। রাহুলের কাছে ওই শিল্পপতিরা বস্তা ভর্তি কালো টাকা টেম্পোয় করে পাঠাচ্ছেন বলেও তোপ দেগেছিলেন তিনি। জবাবে রাহুলের সাফ কথা, 'বেকারত্ব দেশের সবথেকে বড় ইস্যু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে এবারের ভোট বেরিয়ে যাচ্ছে। উনি বুঝতে পারছেন, আর দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। উনি ঠিক করে ফেলেছেন, আগামী ৪-৫ দিন মানুষের নজর ঘোরাতে হবে। তাই কিছু নাটক করতে হবে। কিন্তু আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না।'

তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি ২ কোটি তরুণকে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন। নোটবন্দি করেছিলেন, ভুল জিএসটি কার্যকর করেছিলেন। সমস্ত কাজ আদানির মতো লোকজনের জন্য করেছিলেন।' বুধবার তেলেঙ্গানার করিমনগরে সভা করেছিলেন মোদি। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানারই মেডাকে একটি জনসভা করে মোদির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন রাহুল। তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি আদানির জন্য কাজ করেছেন। উনি ২২ জন ধনকুবের তৈরি করেছেন। ধনীদের আরও ধনী করেছেন। এবার আমরা কোটি কোটি লাখপতি তৈরি করব।' এদিকে এদিনও রায়বেরেলিতে একাধিক পথসভা এবং জনসম্পর্ক অভিযান করেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে অযোধ্যার রাম মন্দিরে 'বাবরি তালা' লাগানো হবে বলে প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তাও খারিজ করে দেন কংগ্রেসনেত্রী। তিনি বলেন, 'এটা পুরোপুরি মিথ্যা।'

পিত্রোদার পাশে অধীর, নিন্দা রবার্টের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ শ্যাম পিত্রোদার বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে বিজেপি জলঘোলা করলেও লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী তা পাত্তা দিতে নারাজ। অধীরবাবুর ধারণা, ওই মন্তব্য শ্যাম পিত্রোদার একান্ত ব্যক্তিগত মত। উলটোদিকে প্রিয়াংকা গান্ধির স্বামী রবার্ট ভদরা নিন্দা করেছেন পিত্রোদার। তাঁর মতে, শ্যাম পিত্রোদার কারণে বিজেপি অহেতুক বিষয়গুলি নিয়ে সরব হওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। অধীরবাবু বলেন, 'একজন ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকতেই পারে। আমাদের দেশে প্রোটো অস্ট্রালয়েড, মোঙ্গোলয়েড, নিগ্রেটো শ্রেণির মানুষজন রয়েছে। আছেন তো আছেন। আমাদের দেশের ডেমোগ্রাফিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক। কেউ কিছু একটা বলেছেন। সেটা তাঁর নিজস্ব মত। তবে কিছু মানুষ ফর্সা। কিছু কালো। এটা সত্যি।'

তবে রবার্ট ভদরা বলেন, 'আপনি যখন গান্ধি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তখন প্রচুর ক্ষমতার পাশাপাশি প্রচুর দায়িত্বও চলে আসে। তাই কোনও পদক্ষেপ করার আগে আপনার উচিত চিন্তাভাবনা করা। শ্যাম পিত্রোদা যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একেবারেই সহমত নই। উনি বাজে কথা বলেছেন। ওঁর মতো এত শিক্ষিত মানুষ কীভাবে এই ধরনের কথা বলেন?' পূর্ব ভারতের লোকজনকে চিনাদের মতো এবং দক্ষিণ ভারতের লোকজনকে আফ্রিকানদের মতো দেখতে বলে বিতর্কিত মন্তব্য করেন শ্যাম পিত্রোদা।

'আর পড়াশোনা নয়, ঘর ছাড়ছি ৫ বছরের জন্য'

মেসেজ পাঠিয়ে উধাও কোটার ছাত্র

জয়পুর, ৯ মে : মেডিকেলের এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিতে আসা রাজেন্দ্র মীনা আট হাজার টাকা সম্বল করে কোটা ছাড়লেন। মা, বাবাকে মেসেজ করে রাজেন্দ্র শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়ার বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি আর পড়তে চান না। শুধু শিক্ষাকেন্দ্রই ছাড়ছেন না, আগামী পাঁচবছর তিনি বাড়িতেও ফিরবেন না।

পুলিশ জানিয়েছে, রাজেন্দ্রর বাবা জগদীশ মীনা ছেলের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন।

রাজেন্দ্র মোবাইলে লিখেছেন, 'আর পড়াশোনা করতে চাই না। আমার কাছে ৮ হাজার টাকা আছে। বেচে দেব মোবাইল ফোন। সিম কার্ড নষ্ট করে দেব। বাবা, প্লিজ মাকে চিন্তা করতে বারণ করবে। আমি কোনও ভুল কাজ করব না। সবার ফোন নম্বর আমার কাছে আছে। দরকার হলে ফোন করব। বছরে একবার অবশ্যই ফোন করব।'

পড়ুয়াদের আত্মহত্যা, নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা আকছার ঘটছে রাজস্থানের কোটায়। এজন্য সমালোচনাও হচ্ছে। তারপরেও শিক্ষার সেরাটা নিতে এখানে ছুটে আসেন শিক্ষার্থীরা। অভিভাবকেরাও পাঠান।

রাজেন্দ্র মীনা রাজস্থানের গঙ্গারামপুর জেলার বামনপবাসের বাসিন্দা। ১৯ বছরের ছাত্রটি কেন পড়াশোনা করতে চাইছে না তার উল্লেখ মোবাইলের মেসেজে নেই। ৬ মে থেকে সে নিখোঁজ। সেদিন দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ সে পেয়িং গেস্ট আবাসন থেকে বেরিয়ে যায়। ছেলের বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিজনরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাজেন্দ্রর সন্ধান মেলেনি।

নতুন শহর গড়তে যুদ্ধেও পিছপা নয় সৌদি

রিয়াধ, ৯ মে : কার্বনমুক্ত স্মার্ট শহর নিওম তৈরির জন্য জমি খালি করতে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিল সৌদি আরবের সরকার। সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের কূল বরাবর প্রায় ২৬,৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই শহর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সলমনের। ২০৩০ সালের মধ্যে শহর নির্মাণ প্রকল্প রূপায়িত করতে ৫০,০০০ কোটি ডলার খরচ হবে সৌদি সরকারের।

সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন আধিকারিক কর্নেল রাবিহ আলেনেজি জানিয়েছেন, নিওম শহর প্রকল্প রূপায়ণের কথা মাথায় রেখে তাঁকে গ্রাম খালি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্দোলনকারীদের মধ্যে একজনকে গুলি করে হত্যা করা হয় বলেও কবুল করেছেন কর্নেল। যদিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সৌদি সরকার কিংবা নিওম প্রকল্প নির্মাতারা।

সৌদি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, নিওম স্মার্টসিটি তৈরি হচ্ছে ১৬টি অঞ্চল নিয়ে, যা নিউ ইয়র্কের চেয়ে আকারে ৩৩ গুণ বড়। ১০০ মাইল দীর্ঘ বিলাসবহুল এই শহরের নাম হবে দ্য লাইন। ইতিমধ্যে ওই এলাকা থেকে ৬ হাজার মানুষকে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও ব্রিটিশ মানবাধিকার সংস্থা এএলকিউএসটির দাবি, উচ্ছেদের সংখ্যা আরও বেশি। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আল-খুরয়বাহ, শর্মা এবং গায়াল নামের তিনটি গ্রাম পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কৃতীকথা

মাধ্যমিকে রাজ্যে সম্ভাব্য সেরা কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের চন্দ্রচূড় সেন। উচ্চমাধ্যমিকে সেই তকমা পেল আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের অভীক দাস। দুই কৃতীর মুখোমুখি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিরা।

কোনও নিয়োগেই দুর্নীতি হওয়া উচিত নয়

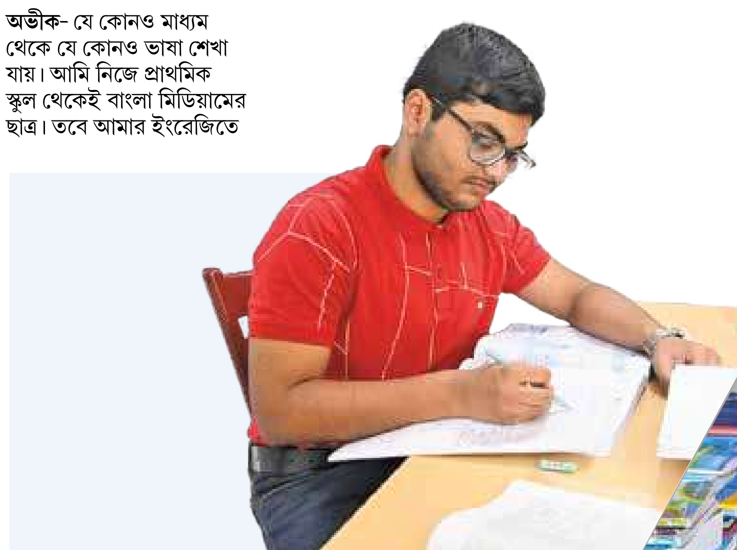

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যসেরা হয়ে চমকে দিয়েছে বছর সতেরোর ছেলেটা। আলিপুরদুয়ারে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের অভীক দাস এখন রীতিমতো সেলেব্রিটি। একেবারে অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে তার জীবন। সাফল্য এবং ভবিষ্যৎকে কোন চোখে দেখছে উত্তরের গর্ব অভীক, শুনলেন অভিজিৎ ঘোষ

১. রাজ্যসেরা হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কীভাবে সম্ভব এমন সাফল্য?
অভীক- পরীক্ষায় সাফল্য পেতে শুধু পড়া মুখস্থ করলে হবে না, বিষয়ের ধারণা থাকতে হবে। পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। এক বিষয়ের কয়েকটি পাঠ্যবই পড়লে ভালো। তবে সবগুলো কয়েকবার করে পড়তে হবে। সিলেবাস যত দ্রুত শেষ করা যাবে তত ভালো। তাহলে রিভিশনের সময় বাড়বে। সেটাই বাড়তি সুবিধা দেবে। আর প্রচুর মক টেস্ট দিতে হবে।

২. আগামীতে যারা পরীক্ষা দেবে, তাদের জন্য কী টিপস দেবে?
অভীক- উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছি বলেই বাড়তি চাপ নিলে পরীক্ষা ভালো হবে না। অন্য পরীক্ষার মতো ভেবে নিজের সেরাটা পরীক্ষার হলে দিয়ে আসতে হবে। এভাবেই ভালো ফল করা সম্ভব।

৩. নিজেকে মোটিভেট করো কীভাবে?
অভীক- নম্বরের জন্য পড়িনি, জানার জন্য পড়েছি। আমি অনেক কিছু জানতে চাই। সেটাই আমার মোটিভেশন। সমস্ত বিষয়ের যদি তথ্য আমার কাছে থাকে তাহলে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর আমি লিখতে পারব। এটা যদি ভিতরে থাকে তাহলে বাইরের কোনও মোটিভেশনের প্রয়োজন নেই।

৪. ভালো ফল করতে কি শুধু বিদ্যালয়ের পড়াশোনাই যথেষ্ট, নাকি গৃহশিক্ষক দরকার?
অভীক- ভালো ফল করতে গেলে গৃহশিক্ষক লাগে। আমার অন্তত লেগেছে। স্কুলের শিক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্কুলে এতজনের মাঝে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তো আলাদা করে সময় দিতে পারবেন না। গৃহশিক্ষকের কাছে সেটা পাওয়া যায়।

৫. কার কাছ থেকে তুমি অনুপ্রেরণা পাও?
অভীক- স্টিফেন হকিং। ওঁর জীবন থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।

৬. ছেলেমেয়েদের ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলে পড়ানোর ঝোঁক তৈরি হয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। সেটাই যেন এখন ট্রেন্ড। অনেকেই বলেন, বাংলামাধ্যমে পড়লে নাকি ভালো ইংরেজি শেখা যায় না। তুমি কী মনে করো?
অভীক- যে কোনও মাধ্যম থেকে যে কোনও ভাষা শেখা যায়। আমি নিজে প্রাথমিক স্কুল থেকেই বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র। তবে আমার ইংরেজিতে কোনও সমস্যা নেই। আমার ইংরেজি শিক্ষকদের সঙ্গে আমি সব সময় সাবলীলভাবে ইংরেজি বলি। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিই এবং যে কোনও বিতর্ক করি ইংরেজিতেই।

৭. তুমি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। রীতিমতো 'সেলেব্রিটি'। এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখছ?
অভীক- নিজেকে আমি সেলেব্রিটি একেবারেই মনে করি না। আমার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি সিঁড়ি পার করেছি সবে। অনেকেই আমাকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবতে পারে। তবে এসব না ভেবে আমি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিশ্রম করতে বিশ্বাসী।

৮. কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে তোমার কী মত? সমস্যা মেটাতে সরকারের কী করা উচিত?
অভীক - বিশ্বায়নের যুগে কর্মসংস্থান বিভিন্নভাবে তৈরি করা যেতে পারে। শুধু একটা কাজের কথা ভেবে সময় নষ্ট করলে হবে না। সরকারের উচিত বিভিন্ন কাজের জায়গা তৈরি করা। চাকরিপ্রার্থীদেরও নিজেদের বিভিন্ন কাজের জন্য সঠিকভাবে তৈরি করা উচিত।

৯. নিয়োগ সহ রাজ্যে নানা বিষয় নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। এ বিষয়ে তোমার কী মত?
অভীক- কোনও নিয়োগেই দুর্নীতি হওয়া উচিত নয়। যোগ্যরা যেন চাকরি পায় সেটাই চাইব। আর এই রকম নিয়োগ দুর্নীতি যেন না হয় সেজন্য আগে থেকেই সব রকম ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহলে আদালতের দরজায় সময় নষ্ট হয় না। যেমন বলতে পারি, জয়েন্টের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলো যথেষ্ট স্বচ্ছভাবে হয়।

১০. তোমার মতো শিক্ষিত মানুষদের কি রাজনীতিতে প্রয়োজন রয়েছে?
অভীক- রাজনীতি নিয়ে আমার বেশি আগ্রহ নেই। তবে রাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে ভালো শিক্ষিত লোকদের রাজনীতিতে প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা, বিজ্ঞান গুরুত্ব পাবে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে।

কর্মসংস্থান না হলে দেশ পিছিয়েই থাকবে

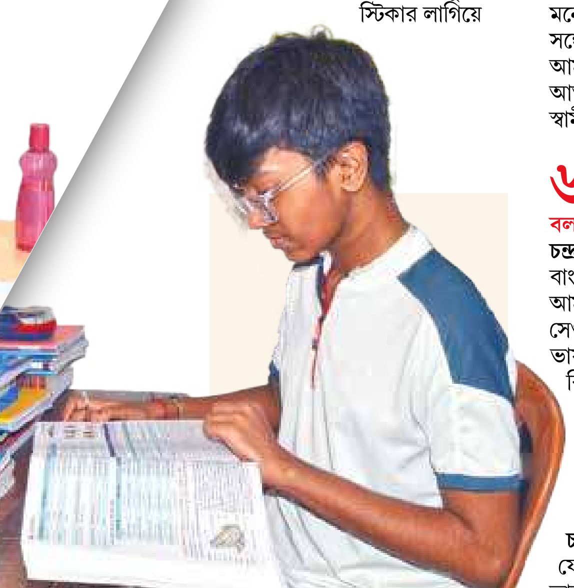

মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর থেকে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল কোচবিহারের চন্দ্রচূড় সেন। মেধার পাশাপাশি তার কথা বলা, বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার জন্য প্রশংসিত হচ্ছে এই কৃতী। পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকে দেশে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বললেন শিবশংকর সূত্রধর।

১. এধরনের সাফল্য পেতে হলে কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?
চন্দ্রচূড়- কোনও বিষয়কে অবহেলা করা যাবে না। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায় গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। যেটা কঠিন বলে মনে হবে, সেটা বারবার পড়ো। পাশাপাশি লিখে অনুশীলন করতে হবে। ঘড়ি দেখে লিখে দেখতে হবে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারছি কি না। একটানা বই পড়লে মানসিক চাপ বাড়ে। সেজন্য নির্দিষ্ট একটা সময় যেমন ৪৫ মিনিট বা ১ ঘণ্টা পড়ার পর ১০ মিনিটের একটি বিরতি নিয়ে ফের পড়তে বসা উচিত।

২. আগামীতে যারা মাধ্যমিক দেবে, তাদের জন্য কী টিপস?
চন্দ্রচূড়- কেবলমাত্র মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। পড়ার কনসেপ্টটা বুঝতে হবে। বিষয়টি যদি পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে সহজেই সেটা পরীক্ষার খাতায় লিখে আসা সম্ভব। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে পড়াটা জরুরি। সহায়িকা বইগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা অবশ্যই শুনতে হবে।

৩. নিজেকে মোটিভেট করো কীভাবে?
চন্দ্রচূড়- কৌতূহল তোমাকে শেখাবে কীভাবে জানতে হয়। তাই নতুন কিছু জানার জন্য, শেখার জন্য কৌতূহল অবশ্যই থাকতে হবে। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য 'সেল্ফ মোটিভেশন' ভীষণ জরুরি। পড়াশোনা হোক বা অন্য যে কোনও কাজ। নিজের লক্ষ্য যতক্ষণ না পূরণ হচ্ছে, হাল ছাড়া যাবে না। আমি আমার পড়ার ঘরে কিছু স্টিকার লাগিয়ে রেখেছিলাম। সেসবে লেখা ছিল, 'তোমার কাছে বই আছে, তাহলে মোবাইলের কীসের প্রয়োজন?', 'মনে রেখো তুমি একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।' যখন পড়াশোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতাম, তখন ওই স্টিকারগুলোর দিকে চোখ যেত। আবার নতুন করে পড়ার অনুপ্রেরণা পেতাম।

৪. ভালো ফলের জন্য কি বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন যথেষ্ট? নাকি প্রাইভেট টিউশন বাধ্যতামূলক?
চন্দ্রচূড়- বিদ্যালয়গুলোতে অনেক ছুটি থাকে। নিয়মিত পড়াশোনার ক্ষেত্রে সেই ছুটি অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রাইভেট টিউশন পড়লে বিদ্যালয়ের পড়াশোনার ওপর আরও একটি প্রলেপ দেওয়া যায়। তাতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

৫. কার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাও?
চন্দ্রচূড়- মা, বাবা ও মাসি। আমার মনে হয়েছে, তাঁরাও যেন আমার সঙ্গে পরীক্ষার্থী হয়ে উঠেছিলেন। আমার পড়াশোনার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ কখনও ভুলব না। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ আমার অনুপ্রেরণা।

৬. বাংলামাধ্যমে পড়াশোনা করে এত ভালো ইংরেজি বলা শিখলে কীভাবে?
চন্দ্রচূড়- ইচ্ছে থাকলে সব সম্ভব। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্য আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করে। সেগুলো পড়ি। ইউটিউবে ইংরেজি ভাষার শিক্ষণীয় ভিডিও দেখি। বিদ্যালয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ইংরেজি পড়ানো হয়।

৭. তুমি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। কেমন লাগছে?
চন্দ্রচূড়- অনেকেই বলছেন যে, আমার বক্তব্য নাকি তাঁদের ভালো লেগেছে। শুনে খুশি হচ্ছি। আমি গুছিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি। বিভিন্ন তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিই। সকলে যাতে আমার কথা বুঝতে পারেন, সেভাবেই বলার চেষ্টা করি।

৮. কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে তোমার কী মত?
চন্দ্রচূড়- কর্মসংস্থানের অভাব আমাদের রাজ্য তথা দেশের বড় একটি সমস্যা। চাকরির দাবিতে আন্দোলন চলছে। মনে হয় কর্মসংস্থানের সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে সরকারি ত্রুটি রয়েছে। সেই ত্রুটি মেটানো উচিত। শিক্ষিত যুবসমাজকে যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না।

৯. নিয়োগ সহ রাজ্যে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। কিছু বলতে চাও?
চন্দ্রচূড়- দুর্নীতি কখনোই কাম্য নয়। সেই দুর্নীতির ফলে যখন যোগ্যদের সমস্যায় পড়তে হয়, তখন সেটা আরও খারাপ লাগার বিষয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বলতে পারি, যাঁরা যোগ্য, তাঁদের অবশ্যই চাকরি দেওয়া উচিত।

১০. তোমার মতো শিক্ষিত মানুষজনের কতটা রাজনীতিতে প্রয়োজন?
চন্দ্রচূড়- আমি নিজেকে 'শিক্ষিত' মনে করছি না। পড়াশোনার ধাপ পেরোনো সবে শুরু করেছি। রাজনীতি অনেক বড় বিষয়। এখনই কিছু বলতে চাইছি না। তবে একটা কথা বলতে পারি, মানুষের উপকার করতে চাইলে অরাজনৈতিকভাবেও করা যায়।

প্রকৃতিকে নতুনভাবে জানল ছাত্রীরা

অনসূয়া চৌধুরী

পড়ুয়াদের প্রকৃতি চেনানোর উদ্যোগ নিলেন জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা। স্কুলের নবম এবং দশম শ্রেণির প্রায় ১০০ ছাত্রীকে নিয়ে প্রকৃতিপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। শহরের চেনা জায়গাগুলোই নতুনভাবে চিনল পারমিতা, প্রাপ্তি, জয়িতারা।

দ্রুত নগরায়ণের জেরে চারদিকে গজিয়ে উঠছে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি। গাছ কেটে তৈরি হচ্ছে ইট-কংক্রিটের জঙ্গল। দু'কামরার ফ্ল্যাটে আবদ্ধ থাকতে থাকতে বাচ্চারা সেভাবে না চিনছে গাছপালা, না পাখি। কোন গাছের পাতা কেমন হয়, গুঁড়ি দেখে কীভাবে গাছ চেনা যায়, কোন পাখির ডাক কেমন, জানে না এই প্রজন্মের অধিকাংশ শিশু।

স্কুলের ছাত্রীদের সামনে এই 'অজানা' জগৎটাকে তুলে ধরতে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গাছ ও প্রকৃতিকে চেনালেন শিক্ষিকারা। ক্লাব রোড, কিংসাহেবেরঘাট হয়ে পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন করলার পাড় ঘুরলেন সকলে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি ছাত্রীরাও।

দশম শ্রেণির জিনিয়া দাসের কথায়, 'প্রচুর গাছপালা চিনলাম। শান্ত পরিবেশে অনেক অচেনা পাখির ডাক শুনেছি। শহরের এই রাস্তা দিয়ে তো এর আগেও আসা-যাওয়া করেছি। তবে এসব চোখের সামনে দেখেও অনুভব করতে পারিনি। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ সেগুলো অনুভব করতে সাহায্য করল।' একই কথা সায়না বণিক, সোমশ্রী রায়ের।

ছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন ভূগোলের শিক্ষিকা রূপা পাল। তাঁর কথায়, 'মোবাইলের যুগে ইন্টারনেটে খুঁজলেই সবকিছু মেলে। কিন্তু সামনাসামনি দেখে চেনা, শেখার মধ্যে একটা আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। তাই স্কুলের তরফে এই আয়োজন।' ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়, জানালেন ওই শিক্ষিকা। উদ্দেশ্য, পাঠ্যপুস্তকে থাকা তথ্যের বাইরে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা।

স্বামীজির জীবনাদর্শে শিক্ষালাভ

পল্লব ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণীকে জীবনের পাথেয় করে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেই শিক্ষালাভ করলেন বিবেকানন্দ কলেজের সঞ্চিতা খাতুন, রাজেশ বর্মন, মৌমিতা রায় সহ একদল ছাত্রছাত্রী। আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ কলেজের দর্শন বিভাগ, ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল বা আইকিউএসি এবং রামকৃষ্ণ আশ্রম আলিপুরদুয়ারের যৌথ উদ্যোগে একদিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেখানে আলোচনার মূল বিষয় ছিল, পরিপূর্ণতার পথ অর্থাৎ স্বামীজির আদর্শ ও বাণীর মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে কীভাবে সঠিক পথে চালনা করা যায়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৃজিত দাস, ভাইস প্রিন্সিপাল গোবিন্দ রাজবংশী, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও সেমিনারের আহ্বায়ক বিনোদ ঘোষ সহ ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ ও স্বামী আত্মনাথানন্দ।

কলেজের অধ্যক্ষ জানালেন, স্বামীজির জীবনাদর্শ কীভাবে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে, সেই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যাপক বিনোদ ঘোষ বললেন, 'বিবেকানন্দের বাণীকে পাথেয় করে পড়ুয়ারা কীভাবে জীবনে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে পারবে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা স্বামী বিবেকানন্দের সমাজসংস্কারমূলক চিন্তাভাবনা, নারীবাদী অভিমত, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, দর্শন ও সমাজচেতনায় তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন।'

কলেজ পড়ুয়া মৌমিতা রায়ের কথায়, 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনযাপন, তাঁর চিন্তাধারা, সমাজের জন্য তাঁর উদ্যোগের কথা শুনে অনেক কিছু শিখতে পারলাম। সমাজের জন্য আমাদের কী কী করণীয়, সেসব আলোচনায় উঠে আসে।' আয়োজিত সেমিনারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আধ্যাত্মিক ও বাস্তব চেতনায় সমৃদ্ধ হতে পেরেছে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

রবীন্দ্র স্মরণে

বুধবার ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মদিন। আজকের প্রজন্ম কতটা জানে-চেনে তাঁকে। রবি ঠাকুরের কোন সৃষ্টি তাদের সবথেকে বেশি প্রিয়। কী ধারণা বিশ্বকবি সম্পর্কে?

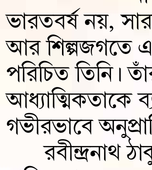

বিক্রম মণ্ডল (ফালাকাটা)
ফালাকাটা কলেজ

বিশ্বকবির জন্মদিন আপামর বাঙালির কাছে এক উৎসব। আমার কাছেও তাই। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের সাহিত্য, সংগীত আর শিল্পজগতে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত তিনি। তাঁর রচনা প্রেম, প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিকতাকে ব্যক্ত করে, যা তরুণ প্রজন্মকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে তারুণ্যের চেতনাকে লালন করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তারুণ্য একটি বিরাট সম্ভাবনা। তরুণরা সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখতে পারে। তাঁর বিভিন্ন ছোট গল্পে তরুণ-কিশোরদের উপস্থিতি উজ্জ্বল। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের 'রতন', 'বলাই' গল্পের 'বলাই', 'ছুটি' গল্পের 'ফটিক' চরিত্রগুলো আজও বেঁচে কিশোরদের হৃদয়জুড়ে।

তরুণ প্রজন্মের ওপর তাঁর গভীর আস্থা আমরা 'সবুজের অভিযান' কবিতায় দেখতে পাই। তিনি প্রথমেই লিখেছেন,

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

তাঁর এই ভাবনাচিন্তাকে সম্মান জানিয়ে সবশেষে বলব, 'নগরের বস্তিতে বস্তিতে দারিদ্র্য, দুর্যোগ, মহাসংকট প্রকট হচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের তরুণ সমাজকে সংগঠিত হয়ে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।'

অঙ্কিতা সিংহ (ইসলামপুর)
ইসলামপুর কলেজ

ছোটবেলায় ছড়ার বইয়ে প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম পড়েছিলাম। তাঁর লেখা 'আতা গাছে তোতা পাখি' ছড়া দিয়েই আমাদের পড়াশোনার জগতে হাতেখড়ি। স্কুলের বইয়ে প্রথম তাঁর ছবি দেখা। তারপর থেকে সেই মানুষটি জীবনে চলার পথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে। তবে এখন নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ পড়ুয়া ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যার ফলে বাংলা সাহিত্যে কবিগুরুর অবিস্মরণীয় সব সৃষ্টি সম্পর্কে তারা জানতেই পারছে না। শুধু এপার বাংলা নয়, ওপার বাংলার জনজীবনের সঙ্গেও রবি ঠাকুর অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে। জীবনে যত বেশি পড়াশোনা করছি, তত বেশি করে জানতে ও বুঝতে পারছি কেন তাঁকে 'বিশ্বকবি' বলা হয়। গান থেকে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প সহ সাহিত্যের এমন কোনও বিভাগ নেই, যেখানে তাঁর সৃষ্টি নেই। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আমাদের কলেজেও রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন হয়। সেখানে অংশ নিই।

দেবারতি সাহা (চ্যাংরাবান্ধা)
ময়নাগুড়ি এভারগ্রিন পাবলিক স্কুল

রবি ঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মায়ের মাধ্যমে। ছোটবেলায় বেশিরভাগ দিন তাঁর গান গেয়ে মা আমাকে ঘুম পাড়াতেন। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি ভালোবাসা তখন থেকেই। প্রতিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে নাচ অবশ্যই করা চাই আমার। স্কুলের অনুষ্ঠানে নাচ, গান দুটোতেই অংশ নিই। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। রবি ঠাকুরের 'শরৎ' আমার মুখস্থ করা প্রথম বাংলা কবিতা। আমাদের পাঠ্যবইয়ে তাঁর লেখা 'গিন্নি' ছোটগল্পটি আমার ভীষণ প্রিয়।

অতীত, বতর্মান কিংবা ভবিষ্যৎ নয়, রবি ঠাকুর একটা চিরকালীন আবেগ আমার কাছে। মন খারাপেও যেমন আমি তাঁর লেখা গান শুনতে পছন্দ করি, তেমন আনন্দ-উৎসবে গেয়ে উঠি রবীন্দ্রসংগীত। অজস্র ভালোলাগার মধ্যে একটি, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। গল্পলেখক রবি ঠাকুরের চাইতে সংগীতজ্ঞ রবি ঠাকুর আমার বড় আপনজন।

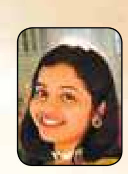

অলিভিয়া দাস
(দিনহাটা)
দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কবিতা ও গল্পে প্রকৃতির নানাদিক যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমন প্রস্ফুটিত হয়েছে মানুষের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে তারুণ্যের জয়গান। চিরনবীন, চির যৌবনের ডাক আমাদের উজ্জীবিত করে।

কিন্তু বর্তমান সমাজে আধুনিকতার নাগপাশে ছাত্রসমাজের একটা বড় অংশ কবির লেখা থেকে অনেকটা দূরে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখের। ক্ষণিকের বিনোদনমূলক সাহিত্যের বাড়বাড়ন্তে রবীন্দ্রসভ্যতা যেন ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সহশ্রী বর্মন (দিনহাটা)
তারিফা মেমোরিয়াল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

আমি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। সাহিত্যের ছাত্রী হওয়ার দরুন এবং ছোটবেলা থেকে গান-আবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে রবি ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। একদম ছোটবেলায় যখন আবৃত্তি শেখা শুরু করেছিলাম, তাঁর লেখা 'নৌকাযাত্রা' পড়ে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে অনেক দূরে চলে যেতে চেয়েছিলাম, আবার বড় হওয়ার পর কবির 'দুঃসময়' কবিতা কঠিন সময়ে নিজেকে শক্ত থাকতে শিখিয়েছে। বিশ্বকবির অনেক লেখাই আমার বিশেষ পছন্দের, তবে এর মধ্যে অন্যতম 'আমি' কবিতাটা। এই কবিতার যে অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে, তা বরাবরই আমাকে বিস্মিত করেছে। সত্যিই তো মানুষের চেতনাতেই 'সুন্দর' সুন্দর হয়ে ওঠে, মানুষের উপলব্ধিতেই পৃথিবীতে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর চেয়ে সহজ-সরল দর্শন বোধহয় আর কিছু নেই। তাঁর সৃষ্টির কাছে চিরঋণী রয়ে গিয়েছি আমরা।

নুরে আলি (সুলকাপাড়া)
মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ মানেই আমার কাছে ছোটবেলার সহজ পাঠের 'ছোট খোকা বলে অ আ'। আরেকটু বড় হওয়ার পর 'মাগো আমায় ছুটি দিতে বল'। কলেজে উঠে 'শেষের কবিতা' পড়েছি, যা নাড়া দিয়েছে হৃদয়ে। ডাকঘর নাটকের অমল ও দইওয়ালার সেইসব কালজয়ী কথোপকথন ভুলি কীভাবে? আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিগুরুর 'আফ্রিকা' কবিতাটি। মাঝেমধ্যেই সেটা পড়ি।

রবি ঠাকুর শুধু বই বা পাঠ্যপুস্তকে নেই, তিনি আদি ও অনন্ত। তাই তাঁর ঠাঁই মনের নিভৃত স্থানে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিশ্বকবিকে স্মরণ করেন না, এমন মানুষ নেই বলেই মনে করি। ২৫ শে বৈশাখ প্রতিবছর এক অন্য অনুভূতি এনে দেয় আমাদের সবার জীবনে। কবি প্রণামের সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁর সৃষ্টির রোমন্থন করে গর্ব হয় তিনি এই বাংলাতে জন্মেছিলেন।

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি ৩০°

বাগডোগরা ৩০°

ইসলামপুর ৩১°

বাজারে ‘বড়’ বিপদ। হঠাৎ আকাশছোঁয়া ব্রয়লার মুরগির দাম। ক’দিন আগেও যা ছিল ১২৫-১৩০ টাকা, এখন তা বিকোচ্ছে ১৭০-১৮০ টাকায়। অত্যধিক গরমে মুরগির মড়কেই দাম বাড়ছে বলে মত একটা অংশের। আরেক অংশ আবার সামনে আনছেন ভোট-পিকনিক তত্ত্ব।

মহার্ঘ ব্রয়লার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : অসম চাহিদা মেটাতে জোগানে টান, লাফিয়ে বাড়ছে মুরগির দাম। মূলত ব্রয়লার মুরগির মাংসের দাম দিন প্রতিদিন এতটাই ঊর্ধ্বমুখী যে বাঙালির ‘হেঁশেলের হাসি’ উধাও। কিন্তু হঠাৎ কেন মহার্ঘ হয়ে উঠল মুরগি? টানা গরমে মুরগির মড়ক এবং ‘ভোট-পিকনিক’ তত্ত্ব সামনে নিয়ে আসছেন সিংহভাগ মাংস বিক্রেতা। তবে অসমে রপ্তানি উত্তরবঙ্গের জোগানে ঘাটতি ডেকে আনছে বলেও বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে অন্তত আরও এক-দুই সপ্তাহ লাগবে বলে বিভিন্ন ফার্ম সূত্রে খবর। অর্থাৎ কিছুটা কম খরচে ছুটির দিনে মাংস-ভাত খাওয়ার ইচ্ছে কিছুদিনের জন্য মুলতবি রাখতে হবে।

পাঁঠা বা খাসির মাংসের দর এতটাই বেশি যে সাধারণ বাঙালিদের কাছে বাড়িতে তা রান্না করে খাওয়া ‘বিলাসিতা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্যবৃদ্ধির জমানায় তাই মাংস-ভাতের ক্ষেত্রে বাঙালির এখন প্রথম পছন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রয়লার মুরগি। কিন্তু তারও যা এখন বাজারদর, তাতে হাতে ছ্যাঁকা লাগার জোগাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছ্যাঁকা লাগবেই না কেন? ক’দিন আগে যেখানে ব্রয়লার মুরগির গোটা কেজি প্রতি দাম ছিল ১২০ থেকে ১২৫ টাকার মধ্যে। এখন তা কেজি প্রপ্তি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা। বুধবার ছুটির দিনে অনেক বাজারেই বিক্রি হয়েছে ১৮৫-১৯০ টাকা কেজি প্রতি। কাটা মাংস বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ২৬০ টাকায়। এক্ষেত্রেও কেজি প্রতি দর বেড়েছে ৬০-৭০ টাকা। তবে দেশি মুরগির দাম কেজি প্রতি আটকে রয়েছে ৪৬০-৪৭০ টাকায়। প্রতি কেজি আলুর দামও ২০’র পরিবর্তে ৩০-এ গিয়ে ঠেকেছে। ফলে মাংস খাওয়া এখন সিংহভাগ মানুষের কাছেই কষ্টের হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজার মন্দা হওয়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে মাংস বিক্রেতাদের।

কিন্তু হঠাৎ এমন পরিস্থিতি কেন? বিভিন্ন বাজার ঘুরে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে প্রথম কারণ হিসেবে উঠে আসছে টানা তাপপ্রবাহের জেরে ব্রয়লার মুরগির মড়ক। ময়নাগুড়ির রামশাইতে তিনটি ফার্ম রয়েছে যতীন পালের। তিনি বলছেন, ‘টানা গরমে কত মুরগি মারা গিয়েছে, ভাবতে পারবেন না। এমন আর্থিক ক্ষতির মুখে অতীতে পড়তে হয়নি।’

এদিন ফুলেশ্বরীতে পাওয়া গিয়েছিল আমবাড়িতে ফার্ম থাকা সুবীর সরকারকে। তাঁর বক্তব্য, ‘মড়কের পর দু’দিন হল ডিম থেকে ছানা বের হয়েছে। বড় হতে অন্তত এক মাস তো লাগবেই। আশা করছি কিছুদিন পর দাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।’

দ্বিতীয় কারণ, ভোট পিকনিক। অনেক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, ভোটের জন্য প্রতিটি এলাকাতেই প্রচুর পিকনিক হয়েছে। চাহিদা অনুপাতে জোগান দিতে ছোট সাইজের মুরগিও বাজারজাত করা হয়েছিল। ঘাটতির ক্ষেত্রে এটাও একটা কারণ বলে জানালেন দেশবন্ধুপাড়ার মাংস বিক্রেতা শম্ভু ঘোষ। পাশাপাশি রয়েছে বেশি মুনাফার জন্য অসমে রপ্তানি।

মূল্যবৃদ্ধির জন্য তাঁদেরও ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে জানিয়ে চম্পাসারির প্রদীপ নন্দী বলছেন, ‘দাম না কমলে রক্ষা নেই। দাম বৃদ্ধির জন্য এখন তেমন কেউই দোকানে আসতে চাইছেন না।’

শান্তিনগরের গৌতম মণ্ডল, বিশু দাসদের কথায়, ধাপে ধাপে এভাবে দাম বাড়বে তা ভাবতে পারেননি।

ফুলেশ্বরীর মাংস বিক্রেতা সুজন সাহা বলছেন, ‘কয়েকদিন ধরে মাংসের দাম শুনে পালাচ্ছেন ক্রেতারা। পাশাপাশি যাঁরা এক কেজি নিতেন, তাঁরা ৫০০ গ্রাম নিচ্ছেন। এই ক্ষতি কীভাবে পূরণ হবে বুঝতে পারছি না।’

চিকেনের দাম

- ক’দিন আগে গোটা ব্রয়লার মুরগির দাম ছিল কেজি প্রতি ১২০ থেকে ১২৫ টাকার মধ্যে
- হঠাৎ তরতর করে দাম বেড়ে কেজি প্রতি দাঁড়িয়েছে ১৭০ থেকে ১৮০ টাকায়
- বুধবার ও বৃহস্পতিবার অনেক বাজারেই বিক্রি হয়েছে ১৮৫-১৯০ টাকা কেজি প্রতি
- গোটা না নিয়ে যাঁরা কাটা মাংস নিচ্ছেন তাঁদের পড়ছে কেজি প্রতি ২৫০ থেকে ২৬০ টাকা
- দেশি মুরগির দাম সেই তুলনায় বাড়েনি, কেজি প্রতি মিলছে ৪৬০-৪৭০ টাকায়

কেন এমন পরিস্থিতি

- শোনা যাচ্ছে তাপপ্রবাহের জেরে টানা গরমে বহু মুরগি মারা পড়েছে আর তাতেই যোগানে টান
- অনেক ব্যবসায়ী বলছেন ভোটের জন্য সব জায়গায় প্রচুর পিকনিক হওয়ায় বাজারে ব্রয়লারের জোগানে টান পড়েছে
- অনুসন্ধানে তৃতীয় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে বেশি মুনাফার জন্য অসমে বিপুল পরিমাণ ব্রয়লারের রপ্তানি

পুলিশ ও আবগারির নামে তোলাবাজি

বারে অনিয়ম, অভয় দিচ্ছেন মজুমদার

শিলিগুড়িতে বার-পাবে অনিয়ম এখন খুল্লমখুল্লা। কোথাও নির্দিষ্ট সময়ের পরও খোলা থাকছে পানশালা, কোথাও আবার চলছে লাইসেন্স ছাড়াও। ঝামেলাও হচ্ছে প্রায়শই। আর সবকিছুই টাকার বিনিময়ে মিটমাট করছেন এক ব্যক্তি। সেই মজুমদারের কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ প্রথম পর্ব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : কোথাও ঝামেলা হলে সামাল দিতে হবে? পুলিশ কিংবা আবগারিকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে? টাকা দিলেই নাকি সব কাজ হয়ে যাবে। শিলিগুড়িতে বার এবং পাবের মালিকদের এমন অভয় দিচ্ছেন প্রধাননগরের ‘মজুমদারবাবু’।

কমিশনারেট থেকে শুরু করে আবগারি দপ্তর- সর্বত্রই অবাধ যাতায়াত তাঁর। সেই সুবাদেই দুই দপ্তরের আধিকারিকের একাংশের সঙ্গে পরিচিতি বানিয়ে ফেলেছেন। আর সেই পরিচিতির তাস সামনে রেখেই শহরজুড়ে বার, পাবের অবৈধ কার্যকলাপের মসীহা হয়ে উঠেছেন এই ব্যক্তি। অভিযোগ, আবগারি এবং পুলিশের নামে তোলাবাজিও করছেন দীর্ঘদিন ধরে। এরপর দুই দপ্তরের একাংশকে মোটা টাকা দিয়ে বার এবং পাবের অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার কারবারও চালাচ্ছেন।

সম্প্রতি সেবক রোডের একটি বারে আহত হন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল। সূত্রের খবর, সেই ঝামেলাও নাকি মিটিয়েছেন মজুমদারবাবু। পুলিশের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সদর) তন্ময় সরকারকে। তিনি বলছেন, ‘এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে এত থানা, সব জায়গা থেকে আমাকে খোঁজ করতে হবে। আমি খোঁজ করে দেখছি।’

টাকার খেল

- প্রথমে মাটিগাড়ার একটি পাবে দেখাশোনা করতেন এই ব্যক্তি
- সেখান থেকে আবগারি ও পুলিশকর্তাদের সঙ্গে পরিচয়
- ধীরে ধীরে শিলিগুড়ির সব বার, পাবের দেখভালের দায়িত্ব নেন
- কোথাও কোনও সমস্যা হলে টাকা তুলে মিটিয়ে নেন
- পুলিশ ও আবগারির নামে তোলাবাজি করছেন বলে অভিযোগ

শিলিগুড়ির প্রধাননগরের একটি নার্সিংহোমের কাছে ফ্ল্যাট রয়েছে মজুমদারের। প্রথমে মাটিগাড়ার একটি পাবের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই আবগারি এবং পুলিশের একটি অংশের সঙ্গে পরিচিতি তৈরি হয়। সেই থেকেই শহরের সমস্ত বার এবং পাব সামলানোর দায়িত্ব নিতে শুরু করেন তিনি। বারের মধ্যে ঝামেলা হলে সামাল দেওয়া, বার কিংবা পাবের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা, বাড়তি সময় বার, পাব খোলা রাখার অনুমতি সবটাই একা হাতে সামলান তিনি।

প্রতি মাসে শহরের একাধিক বার থেকে মোটা টাকা তোলেন অভিযুক্ত। এরপর বিভিন্ন জায়গায় সেই ভাগ যায়। শুধু তাই নয় নতুন বার, পাবের লাইসেন্সও মেলে তাঁর হাত ধরে। তার জন্য দিতে হয় মোটা টাকা কমিশন। টাকা না দিলে নাকি আবগারি এবং পুলিশের তরফে অনুমতি মেলে না, এমনটাই দাবি করেন এই ব্যক্তি।

বছর দুয়েক ধরে এই কারবার চালিয়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছেন মজুমদার। বছরে অন্তত দু’বার বিদেশ ভ্রমণ তার বাঁধাধরা। অভিযুক্তের এই কার্যকলাপে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের নীচুতলার একাংশ ব্যাপক ক্ষুব্ধ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলেই ওপরমহলের আধিকারিকরা আটকে দেন বলে অভিযোগ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবাধে শহরে আবগারি এবং পুলিশের নামে তোলাবাজি করছেন তিনি।

মাটিগাড়ার একাধিক সিংগিং বারে এই মজুমদারের অভয়েই ডান্সিং বার চালানো হয় বলে অভিযোগ। এমন অনেক বার এবং পাব রয়েছে সেগুলির লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যা থাকলেও আবগারি দপ্তরকে আড়ালে রেখে দিনের পর দিন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। সবটাই হচ্ছে মজুমদারের সৌজন্যে। (চলবে)

চালকদের ঝামেলার জেরে জখম শিশু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ মে : দুই টোটোচালকের মধ্যে ঝামেলাকে কেন্দ্র করে পাঁচ বছরের শিশু আহত হল। এই ঘটনায় শিলিগুড়ির বিধান রোডে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঝামেলার কারণে টোটোচালক দ্রুতগতিতে টোটো নিয়ে এগিয়ে যায়। তখন বছর পাঁচেকের শিশুটি টোটো থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। শিশুটির মা চিৎকার করে টোটোচালককে দাঁড়াতে বললেও সে দাঁড়ায়নি। শেষে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য সে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর গণপিটুনি দিয়ে স্থানীয়রা ওই টোটোচালককে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেয়। যদিও পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনার সূত্রপাত। পাঁচ বছরের ওই শিশুর মা ভারতী পণ্ডিত বলেন, ‘এদিন গোষ্ঠ পাল মূর্তির সামনে ট্রাফিক সিগন্যালে থামার পর, আরেক টোটোচালকের সঙ্গে পাশ কাটানো নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। টোটো থেকে নেমে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে আর এক টোটোচালককে গিয়ে সজোরে ঘুসি মারে।’ এরমধ্যে ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হলে ভারতীদের নিয়ে ওই টোটোচালক দ্রুতগতিতে বিধান রোডের দিকে চলে যায়। এইসময় ভারতীর পাঁচ বছরের শিশু রাস্তায় পড়ে যায়। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী বিকাশ দাস বলেন, ‘বিভিন্ন সময়ে টোটো দ্রুতগতিতে যাতায়াত করে। এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের নজর দেওয়া প্রয়োজন। নাহলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে পারে।’

বাগডোগরায় ডেন্টাল ক্লিনিক

বাগডোগরা, ৯ মে : দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন, অথচ কোথায় গেলে সম্পূর্ণ নিরাময় হবে তা বুঝতে পারছেন না। সমস্যা সমাধানে হাজির ডক্টর স্মাইল ডেন্টাল ক্লিনিক। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের সর্ববৃহৎ ডেন্টাল ক্লিনিক নেটওয়ার্ক এবার বাগডোগরাতেও একটি শাখা খুলতে চলেছে। বাগডোগরার পাশাপাশি নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, বিধাননগরের বাসিন্দারাও খুব সহজেই দাঁতের যে কোনও সমস্যা নিয়ে চলে আসতে পারবেন এই সুপারস্পেশালিটি ক্লিনিকে। ক্লিনিকে আধুনিক দাতব্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। লেজার এবং ওরাল সাজারি, ডেন্টাল ইমপ্লান্টস, আরসিটি সহ বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে এখানে। পাশাপাশি ডিজিটাল এক্স-রে, ডিজিটাল স্ক্যানার রয়েছে। এখানে সাধ্যের মধ্যে দাঁতের যে কোনও চিকিৎসা মিলবে।

শহরে হলুদ সাজ। বৃহস্পতিবার হাকিমপাড়ায় তপন দাসের তোলা ছবি।

আজ শহরে

- আন্তর্জাতিক মাতৃদিবস উপলক্ষ্যে আত্মজ সেবা সংস্থানের উদ্যোগে বয়স্ক মহিলাদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি শিলিগুড়ির খালপাড়ায়।

৩৫ ক্যালকাটা ক্যাটারার্সের বছর পদার্পণে উত্তরবঙ্গ বাসীদের শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন।

CALCUTTA CATERERS

470/N. S.M. SARNI, NABAGRAM

(I.O.C. PIPE LINE, BESIDE - W.B.S.E.B OFFICE), SILIGURI.

FOOD PLAZA

Kanchanjungha Stadium, Siliguri.

SWAD FAST FOOD CORNER

N.T.S. More, D. B. Para, Siliguri

M: 94340 50635, 94343 28367, 98320 60635

এসএফ রোডে ফুটপাথ দখল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ মে : কোথাও পার্কিংয়ের নাম করে দড়ি দিয়ে ঘেরা হয়েছে রাস্তার পাশের জায়গা। কোথাও আবার দোকানের সামগ্রী একেবারে রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। এই ছবি শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডে গেলেই দেখা যাবে।

বিষয়টা দেখেও নীরব ভূমিকা পালন করছেন পুরকর্তারা। শহরবাসীদের কটাক্ষ, মাঝেমধ্যে লোক দেখাতে ফুটপাথ দখলমুক্ত করার অভিযান হয় ঠিকই। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে অবস্থা ফের যে কে সেই। নিজেদের পুরোনো জায়গায় ফিরে আসেন ব্যবসায়ীরা। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বিষয়টি মেনে না নেওয়ার কথাই বললেন। তাঁর বক্তব্য, ‘ব্যবসায়ীদের এই ধরনের কাজকর্ম কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। ওই রাস্তায় ফুড কোর্ট সহ শহিদদের সম্মান জানানোর জায়গা তৈরি করা হবে। দখলদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

থানা মোড় হয়ে এই এসএফ রোড বরাবর হাঁটলে চোখে পড়বে রাস্তার ধারের বেশ কয়েকটি জায়গা ব্যবসায়ীরা ঢালাই করে দখল করে নিয়েছেন। কেউ সেখানে দোকান খুলে বসেছেন। কেউ আবার দোকানের জিনিসপত্র সেখানে রাখছেন। কয়েকজন ব্যবসায়ী দোকানের সামনের ফুটপাথটিকে বানিয়ে ফেলেছেন নিজস্ব পার্কিংয়ের জায়গা।

কয়েকজন ব্যবসায়ী লজ্জা না করে দোকানের সামগ্রী একেবারে রাস্তা পর্যন্ত সাজিয়ে রেখেছেন। ব্যবসায়ী অরবিন্দ রায়ের যুক্তি, ‘আসলে অন্যরা যেভাবে জায়গা দখল করছে, তাতে আমার দোকানটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাই ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দোকানের কিছু সামগ্রী বাইরে এনে রেখেছি।’ শহরবাসীর কথায়, শহরের সব জায়গাতেই দখলদারি চলছে। তাহলে স্টেশন ফিডার রোডই বা বাদ যাবে কেন?

ইসলামপুরে জমিজটে আটকে জলপ্রকল্প

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৯ মে : সরকারি উদাসীনতা ও টালবাহানার শিকার ইসলামপুর শহরের আম জনতা। সরকারি একাধিক দপ্তর জমির নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) না দেওয়ায় পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্প ঝুলে গিয়েছে। এনিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইসলামপুর পুরবোর্ড ও তার আধিকারিকরা।

এনওসি না পাওয়ার কারণে প্রস্তাবিত আমরুত-২ প্রকল্পের বাজেট নিয়েও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টানাপোড়েন চলছে। ১১৬ কোটির বদলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফান্ডের অভাবে ৪০ কোটি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই অর্থে প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব নয় বলে পুরোবোর্ড জানিয়ে দিলে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

কিন্তু জলের ওভারহেড রিজার্ভারের জন্য সরকারি জমি ব্যবহারের এনওসি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি না দেওয়ায় আদৌ এই প্রকল্পের সুবিধা শহরবাসী পাবেন কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন পুর অধিকারিকরা। পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল জমি জটের কারণে প্রকল্প থমকে রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। পুরসভার আরবান প্ল্যানার অফিসার অনিমেষ ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘১১৬ কোটির ডিপিআর আমরা প্রথম পর্যায়ে পাঠিয়েছিলাম। যা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছে। ফলে পরবর্তীতে ৬০ কোটি টাকার ডিপিআর করে পাঠানো আছে। কিন্তু জমির এনওসি না পাওয়ার কারণে ফাইল আটকে আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হয়েছে।’

নতুন প্রকল্পে সাতটি ওভারহেড রিজার্ভার, জলের রিসাইক্লিং এবং বিশুদ্ধিকরণ সহ অন্য কাজের জন্য পুরসভা জমি চিহ্নিত করেছিল। যার মধ্যে মার্কেটিং, স্বাস্থ্য ও পূর্ত দপ্তরের জমি প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি চেয়ে এনওসি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বছর ঘুরতে চললেও সেই এনওসি জোটেনি। উলটে এই প্রক্রিয়া আরও জটিল আকার নিয়েছে। পুর বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, ‘আমাদের সরাসরি জমির এনওসি দেওয়া হবে না। দপ্তরগুলি রাজ্য পুর দপ্তরে জমিগুলি হস্তান্তর করবে বলে জানানো হয়েছে।’

সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত এবং সরাসরি তাঁদের জমির এনওসি দেওয়ার জন্য পুরোবোর্ড বার বার চিঠি চালাচালি করলেও উপর মহলের টনক নড়েনি। পুরসভা জানিয়েছে, এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ‘ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ’ নীতিতে যে সকল পুরবোর্ড জমির এনওসি পেয়েছিল তাদের অর্থ বরাদ্দে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু জমি জটের কারণে ইসলামপুরে প্রকল্প আটকে আছে। এরসঙ্গে অর্থ সংকটের কারণ দেখিয়ে ১১৬ কোটি টাকার প্রকল্প ৪০ কোটির মধ্যে সেরে ফেলার নিদান দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রকল্পে শহরে দুটি পার্ক এবং একটি পুকুর সংস্কারেরও পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পিছনে থাকা পুকুর সংস্কার এবং সাজিয়ে তোলার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা ধার্য করেছিল পুরসভা। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়া বলেন, ‘জমির এনওসি না পাওয়ার কারণে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ থমকে রয়েছে। উপরমহলে বারবার জানানো হয়েছে। আশাকরি দ্রুত জট কেটে যাবে।’ স্রেফ সরকারি উদাসীনতার জেরে এই প্রকল্প থেকে শহরের বাসিন্দাদের বঞ্চিত হয়ে থাকা কতটা যুক্তিযুক্ত সেই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে।

জমির এনওসি না পাওয়ার কারণে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ থমকে রয়েছে। উপরমহলে বারবার জানানো হয়েছে। আশাকরি দ্রুত জট কেটে যাবে।

কানাইয়ালাল আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

সমস্যা যেখানে

- জলপ্রকল্পের কাজের জন্য ইসলামপুর পুরসভা জমি চিহ্নিত করেছিল
- মার্কেটিং, স্বাস্থ্য ও পূর্ত দপ্তরের জমি ব্যবহারের জন্য এনওসি চাওয়া হয়েছিল
- এনিয়ে বহু চিঠি চালাচালি করা হয় তবু বছর ঘুরতে চললেও সেই এনওসি জোটেনি
- এই প্রকল্পে সাতটি ওভারহেড রিজার্ভার, জল শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা হবে

দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আগুন

শিলিগুড়ি, ৯ মে : শক্তিগড়ের ৩ নম্বর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক গাড়িতে বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকা আগুন ধরে যাওয়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন গাড়িটি সার্ভিসিং করিয়ে নিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। বেশ কিছুক্ষণ পর স্থানীয় একজন গাড়ির বনেট থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। এরপরই দমকলে খবর যায়। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। যদিও আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। এদিন রাতে হিলকার্ট রোডে ভেনাস মোড়গামী লেনে একটি পিকআপ ভ্যান একটি গাড়িকে পিছন থেকে কয়েকবার ধাক্কা মারায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জখম হন গাড়ির চালক। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুই গাড়ি উদ্ধার করে। পিকআপ ভ্যানের চালককে আটক করে।

IIAS

ACADEMIC EXCELLENCE SINCE 1990

Shape your Future.

Here at IIAS.

Explore new-age Degree courses in:

- B.Sc. in Hospitality & Hotel Administration
- Bachelor of Business Administration

Affiliated to: Utech

Explore global Diploma programmes in:

- Hotel Management
- Culinary Arts
- F&B Service / Rooms Division

Awarding Partner: AHLEI, THSC Tourism & Hospitality Skill Council

Ranked 10th in Top BBA Institutes in WB, 2022

Ranked 6th Best Institute for Studies - Hotel Management, WB, 2022

Ranked Top 4 Private Hotel Management Colleges, Eastern India, 2020 THE WEEK

Recognised as Leading Institute in Hospitality Management, WB, 2021

Featured in Education Evangelist of India, 2019 Forbes

GREAT PLACE TO STUDY

iias.org.in

Scholarship and WBSCC Scheme Available

Toll Free No. 1800 890 1559

Hill Cart Road, Dagapur, Siliguri - 734002

Chinar Park, Rajarhat, Kolkata - 700136

জানেন কি

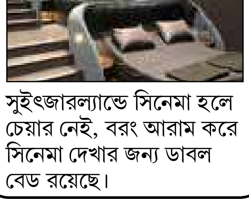

সুইজারল্যান্ডে সিনেমা হলে চেয়ার নেই, বরং আরাম করে সিনেমা দেখার জন্য ডাবল বেড রয়েছে।

প্রতি বুধবার হাওড়া-এনজেপি স্পেশাল

শিলিগুড়ি, ৯ মে: বন্দে ভারতের পরিবর্তে নতুন ট্রেন পাচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি)। গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে যাত্রীর চাপ সামাল দিতে ১৫ মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার হাওড়া-এনজেপির মধ্যে একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ১৫ কোচের চেয়ারকার ট্রেনটি প্রত্যেক বুধবার সকাল ৫টা ৫৫ মিনিটি হাওড়া থেকে রওনা দিয়ে দুপুর ১টা ২৫ মিনিট এনজেপিতে পৌঁছাবে। সেদিনই এনজেপি থেকে দুপুর ৩টায় ট্রেনটি রওনা দিয়ে হাওড়ায় পৌঁছাবে রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে। বুধবার এনজেপি-হাওড়ার মধ্যে বন্দে ভারত চলাচল করে না। ওই রেকটিকে স্পেশাল হিসেবে বুধবার চালানোর সিদ্ধান্ত বলে রেলের। ট্রেনটি যাত্রাপথে দাঁড়াবে বারসই, মালদা টাউন এবং বোলপুরে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'প্রচুর পর্যটক এসময় বেড়াতে আসেন। তাঁরা যাতে সমস্যায় না পড়েন, সে জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

চাল চুরি

কিশনগঞ্জ, ৯ মে : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ ব্লকের মহম্মদনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কটহলবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের চাল চুরি গিয়েছে। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে। এরপরই জেলা শিক্ষা আধিকারিক এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। চুরি যাওয়া চালের মাত্র চার বস্তা গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেছেন। ঘটনায় দুটি বাইক সহ দুই চালককে গ্রামবাসীরা প্রথমে আটক করেন। বাইকেই চাল পাচার হচ্ছিল বলে গ্রামবাসীদের দাবি। বুধবার জেলা শিক্ষা আধিকারিক মতিউর রহমান বাহাদুরগঞ্জের ব্লক শিক্ষা আধিকারিক রেণু কুমারীকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন। এদিন তিনি তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন।

খুনের অভিযোগ

কিশনগঞ্জ, ৯ মে : বড় ছেলে রাজপ্রসাদ জয়সওয়ালের বিরুদ্ধে মা সীতা জয়সওয়ালকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ দায়ের করলেন কিশনগঞ্জ শহরের ফড়িংগোলার বাসিন্দা বৃদ্ধ বাবা বাবুলপ্রসাদ জয়সওয়াল। একই সঙ্গে ওই অভিযোগপত্রে তিনি নিজের ও ছোট ছেলের জীবনহানির শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সম্পত্তির লোভে গত বছরের ১৫ জুন সে মাকে পিটিয়ে খুন করেছিল। আত্মীয়ের চাপে তিনি সে সময় থানায় অভিযোগ না জানালেও গত ২ মে রাজপ্রসাদ তাঁকে প্রচণ্ড মারধর ও প্রাণে মারার চেষ্টা করে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ চিনবে প্রযুক্তি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৯ মে : আর মাত্র মাসখানেকের অপেক্ষা। বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রবেশের মুখে সচিত্র পরিচয়পত্র হাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার দিন ফুরোতে চলেছে। এবার থেকে আর সিআইএসএফ জওয়ানরা নয়, যাত্রীদের মুখ চিনবে প্রযুক্তি। দেশের বড় বড় বিমানবন্দরগুলির ধাঁচে বাগডোগরাতেও এই ব্যবস্থা চালু হতে চলায় খুশি যাত্রীরা।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, নতুন প্রযুক্তি চালুর জন্য বেশ কয়েকটি মেশিন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (বিসিএএস) বিমানবন্দর পরিদর্শন করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার পর অনুমোদন দেবে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ চাইছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সুবিধা চালু করতে। বিমানবন্দরের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বসাক বলছেন, 'এখানে এখন পরীক্ষামূলক পর্যালোচনা চলছে। সিআইএসএফ এবং এয়ারপোর্ট অথরিটির কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন বিসিএএস এসে পরিদর্শন করে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে ছাড়পত্র দেবে। তবে এর জন্য হয়তো মাসখানেক সময় লাগতে পারে।'

বহরে বাড়ছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। বেড়েছে উড়ানের সংখ্যাও। এখন দিনে ৩৩ জোড়া উড়ান চলাচল করে বায়ুসেনার অধীন বিমানবন্দরটিতে। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীর চাপও বাড়ছে। বিশেষ করে সকালের দিকে বিমানবন্দরে প্রবেশের পথে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে যাত্রীদের। এবার সেই সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে বলে দাবি। বাগডোগরা হয়ে নিত্য যাতায়াত করেন শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী ভূপিন্দর সিং। তিনি বলছেন, 'বাগডোগরা এমনিতেই ভারতের ব্যস্ততম বিমানবন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এবারে সেই ভোগান্তি দূর হবে বলে আশা করছি।'

বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তৈরি ডিজি যাত্রা অ্যাপের মাধ্যমে বিমানবন্দরে প্রবেশের সুবিধা চালু রয়েছে দেশের হাতেগোনা কয়েকটি বিমানবন্দরেই। প্রথম পর্যায়ে কলকাতা, পুনে, হায়দরাবাদ, বিজয়ওয়াড়া বিমানবন্দরে এই পরিষেবা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাগডোগরা, রাঁচি, চেন্নাই, শ্রীনগর, ইন্দোর, কোয়েম্বাটোর, রায়পুর, বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর, গোয়ার মতো দেশের ১২টি বিমানবন্দরে এই ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে।

কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি? বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই সুবিধা পাওয়ার জন্য যাত্রীদের স্মার্টফোনে ডিজি যাত্রা অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে হবে। আধার কার্ডও লিংক করে রাখতে হবে অ্যাপে। টিকিট কাটার পর বোর্ডিং পাসটি ডিজি যাত্রা অ্যাপে আপলোড করতে হবে। বিমান সংস্থা ডিজি যাত্রা আইডি এবং যাত্রীদের তথ্য বিমানবন্দরে পাঠাবে। বিমানবন্দরে প্রবেশের সময় যাত্রীকে বোর্ডিং পাস বা ই-টিকিটের বারকোড স্ক্যান করতে হবে মেশিনে। বারকোড স্ক্যান করার পরে প্রযুক্তির মাধ্যমেই যাত্রী এবং ফ্লাইটের তথ্য নিশ্চিত করা হবে। ডিজি যাত্রা আইডি এবং টিকিট যাচাইয়ের পর প্রবেশপথের দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে।

তবে, এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে সিআইএসএফ যাত্রীর পরিচয় যাচাই করে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেবে। বন্দর কর্তাদের মতে, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করতে হয়, তার থেকে অর্ধেক সময়ে প্রবেশ করা যাবে।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা পাপ্পু রাই বলছেন, 'আমার স্বামীকে চিকিৎসার জন্য মাসে একবার চেন্নাই নিয়ে যেতে হয়। পরিচয়পত্র দেখিয়ে বোর্ডিং পাস বানাতে অনেকটা সময় চলে যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পরিষেবা চালু হোক। তাহলে আমাদের সময় বাঁচবে।'

এদিকে, যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আরও কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এখন দিনে গড়ে ১০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন এই বিমানবন্দর থেকে। সবমিলিয়ে বসার ব্যবস্থা রয়েছে ১১০০ জনের। এছাড়াও রয়েছে সদ্য চালু হওয়া ফুড কোর্ট ও রেস্তোরাঁ।

প্রবেশপথে লাইনে দাঁড়ানোর দিন শেষ

নতুন প্রযুক্তি চালুর জন্য বেশ কয়েকটি মেশিন বসানো হচ্ছে।

- ■ বিমানবন্দরে প্রবেশের সময় সচিত্র পরিচয়পত্র হাতে লাইনে না দাঁড়ালেও চলবে
- ■ স্মার্টফোনে ডাউনলোড করতে হবে ডিজি যাত্রা অ্যাপ
- ■ আধারের সঙ্গে লিংক করা থাকতে হবে অ্যাপটিতে
- ■ টিকিট কাটার পর বোর্ডিং পাস অ্যাপে আপলোড করতে হবে
- ■ বোর্ডিং পাস গেটে স্ক্যান করলেই মিলবে প্রবেশের অনুমতি

আইনি প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

পুলিশ চাইলেও রাজ্যপালের নির্দেশে রাজভবন এখনও ভেতরের ফুটেজ দেয়নি। বৃহস্পতিবার যে ফুটেজ দেখানো হয়েছে, সেটাও পুলিশকে দেখানো হবে না বলে আগাম জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। তিনি তাঁর মতো করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বিজেপি এ নিয়ে মন্তব্য করবে না। মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে।' সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'রাজ্যপাল আদৌ রাজ্যপাল সুলভ কাজ করছেন না। তিনি সাংবিধানিক প্রধান। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। আইনি সংস্থাকে তদন্তে সাহায্য না করে উনি হাততালি পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো কাজ করছেন।'

জেলার খেলা

ডিপিএসের টিটি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি শিলিগুড়ি, ৯ মে : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) ফুলবাড়ির সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি টেবিল টেনিস বৃহস্পতিবার শুরু হল। ডিপিএস ফুলবাড়িতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১২টি ক্যাটিগোরিতে ৩৪টি স্কুলের তিনশোর বেশি খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অর্জুন মান্তু ঘোষ, জাতীয় কোচ সুব্রত রায়, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসু, বিএসটিটিএ-র ভাইস প্রেসিডেন্ট অলোক দেব, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশন শিলিগুড়ির প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভিসি কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রো ভিসি শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃবিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বৃহস্পতিবার শুরু হল। এদিন পুরুষদের ৫ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হয়েছেন সমীর বর্মন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আকাশ সাঁতরা ও সুরেন তামাং। মহিলাদের ৩ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম সুতপা দাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে উর্মিলা সাহা ও বর্ণালি রায়। পুরুষদের দাবায় প্রথম রাহুল বর্মন। মহিলা বিভাগে প্রথম পায়েল শর্মা। পুরুষদের ডাবলস ক্যারমে প্রথম রতন রায়-রঞ্জন রায়।

সেমিতে ৪ জুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা হয়েছে। সেমিফাইনালে উঠেছেন অমল বসাক-সুবোধ অধিকারী, রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার, সন্তোষ দাস-সুভাষ পাল ও এম সূত্রধর-বাদল রায়।

জয়ী মহাকাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মে : মহাকাল স্পোর্টিং গোল্ড কাপ ফুটবলে বৃহস্পতিবার আয়োজকরা ৩-২ গোলে গ্যালাকটিকোস ক্লাবকে হারিয়েছে। মহাকালের জিৎ রায়, রোহন কুণ্ডু, নিতেশ শর্মা গোল করেন। গ্যালাকটিকোসের গোল দুইটি শৈলেশ প্রধান ও আকাশ রায়ের।

বিষ্ণোই সিন্ডিকেটের শার্প শুটার গ্রেপ্তার

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ৯ মে : বিহারের নেপাল সীমান্তের যোগবাণী থানার পুলিশ রাজস্থানের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' লরেন্স বিষ্ণোই সিন্ডিকেটের ফেরার শার্প শুটার কৃষ্ণকুমার ওরফে জয় প্রকাশকে বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেপ্তার করেছে। সীমান্ত লাগোয়া যোগবাণী স্টেশনের কাছে তাকে সন্দেহজনকভাবে একটি এটিএমের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাকে এটিএম লুটের চেষ্টার সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। পরে যোগবাণী থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ্যে আসে। সে এতদিন নেপালে লুকিয়ে ছিল। এ ব্যাপারে আরারিয়ার পুলিশ সুপার অমিত রঞ্জন নেপালের মোরং জেলার বিরাটনগর থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পান।

পুলিশ সুপার জানান, ধৃত তরুণ রাজস্থানের বিকানিরের এক পাঁচতারা হোটেলের মালিকের অপহরণ মামলায় অভিযুক্ত। এ ব্যাপারে রাজস্থান পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু সে পুলিশ রিমান্ড থেকে পালিয়ে নেপালের বিরাটনগরে আশ্রয় নেয়। পুলিশের দাবি, লরেন্স বিষ্ণোই সিন্ডিকেট রাজস্থানের একটি কুখ্যাত দুষ্কৃতী দল। এই গ্যাংয়ের অনেকের বিরুদ্ধেই রাজস্থানের নানা থানায় প্রচুর মামলা রয়েছে। উল্লেখ্য, এই যোগবাণী সীমান্তেই খালিস্তান আন্দোলনের ফেরার নেতা সর্দার সিমরনজিৎ সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। এদিন কৃষ্ণকুমারের বিষয়ে রাজস্থান পুলিশের সঙ্গে বিহার পুলিশ তথ্য আদান-প্রদান করেছে বলে সূত্রে দাবি।

ফাঁকা জমিতে কান্না

প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে দুটো পা বেরিয়ে রয়েছে।' লক্ষ্মণের অনুমান, কেউ বা কারা পাঁচিল টপকে জমির একপাশে থাকা বাড়ির সামনে শিশুটিকে রেখে গিয়েছিল, যাতে দ্রুত নজরে আসে।

যেখানে কন্যাভ্রূণ হত্যা ও কন্যাসন্তান বাঁচানো নিয়ে এত সচেতনতা চলছে, সেখানে শিলিগুড়ির মতো শহরে এই ধরনের ঘটনায় ছিছি রব উঠেছে। এই ঘটনা আধুনিক সমাজকে অনেকটা পিছিয়ে দিচ্ছে বলে অভিমত প্রকাশ করছেন বিশিষ্টজনরা। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের কথায়, 'আধুনিক সমাজে এই ঘটনা নিন্দনীয়। সত্যি কথা বলতে, নিন্দা করার মতো ভাষা নেই। যেখানে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কন্যাসন্তানদের জন্য এত কাজ করা হচ্ছে, সেখানে এই ঘটনা সত্যি ভাবার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।'

চলতি বছরে শহর ও শহরতলিতে সদ্যোজাতকে কেন্দ্র করে এই নিয়ে চারটি ঘটনা সামনে এল। সম্প্রতি ঠোকর ও বাঘা যতীন কলোনি এলাকায় মহানন্দা নদীর ধার থেকে দুই সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধার হয়েছে। জানুয়ারিতে আবার মাটিগাড়া এলাকাতেই সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে ঠাকুমা-ঠাকুরদা অন্য একটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ায় হইচই শুরু হয়েছিল। ওই ঘটনায় ঠাকুরদা-ঠাকুমা গ্রেপ্তারও হয়েছিল। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছিল আর্থিক কষ্টের তত্ত্ব। এদিনের ঘটনাতেও তেমনই কারণ থাকতে পারে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলছেন, 'আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত করছি।'

রোগীর মৃত্যুতে শাস্তি নার্সিংহোম, ডাক্তারের

ভুল চিকিৎসায় জরিমানা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : ভুল চিকিৎসায় রোগীমৃত্যুর ঘটনা এখন আর বিরল নয়। এবার সেই তালিকায় নাম তুলল শিলিগুড়ি শহরের একটি নার্সিংহোম। ভুল চিকিৎসার অভিযোগে চিকিৎসক এবং নার্সিংহোমকে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করল ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।

শিলিগুড়ির প্রধাননগরের ওই নার্সিংহোম এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে মামলা করেছিলেন আলিপুরদুয়ারের হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা গৌতম ভট্টাচার্য। সেই মামলায় দু'পক্ষের কথা শুনে এবং সমস্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জরিমানা করেছেন শিলিগুড়ির ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক অপূর্ব ঘোষ। দ্রুত জরিমানার টাকা দিয়ে দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় আইনি পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে আদালত। তবে, এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিচারক। মামলাকারী গৌতম ভট্টাচার্য বলছেন, 'আমি এখনও রায়ের কপি হাতে পাইনি। কপি পেলে মন্তব্য করতে পারব।'

হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা গৌতম ভট্টাচার্যের মা শান্তা ভট্টাচার্যকে চিকিৎসার জন্যে ২০১২ সালে এপ্রিল মাসে শিলিগুড়ির প্রধাননগরের ওই নার্সিংহোমে আনা হয়েছিল। তাঁর গলব্লাডারে পাথর ধরা পড়ে। অস্ত্রোপচার করে পাথর বের করার কথা ছিল। কিন্তু রোগীর হাই থাইরয়েড থাকায় শিলিগুড়ির অন্য চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করতে মানা করেন। তবে ওই নার্সিংহোমের এক চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেন।

অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের পরের দিনই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন বছর ৬৭-র শান্তা। অস্ত্রোপচারের জায়গা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। এরপর পরিজনরা তাঁকে চিকিৎসার জন্যে হায়দরাবাদে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিতে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, অস্ত্রোপচারের সময় শরীরের ভেতরে থাকা একটি নার্ভে ফুটো করে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে হার্ট অ্যাটাক!

হায়দরাবাদে থাকাকালীন শান্তার মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর ছেলে শিলিগুড়িতে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা রুজু করেন। সেই মামলায় নার্সিংহোম এবং চিকিৎসককে পার্টি করা হয়। দীর্ঘদিন মামলার শুনানির পর বৃহস্পতিবার রায় দেন বিচারক। অভিযোগকারী মানসিক ক্ষতি এবং চিকিৎসার খরচ বাবদ সব মিলিয়ে ১৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন। বিচারক দুই পক্ষের কথা শোনার পর চিকিৎসক এবং নার্সিংহোমকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন।

উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে একইরকমভাবে আলিপুরদুয়ারের রাঙ্গালিবাজনার বাসিন্দা জান্নাতুন ফিরদৌসকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। রাজ্য সরকারের শিশুসাথী প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা করাতে এসে একসময় পঙ্গু হয়ে যান তিনি। শেষমেশ মৃত্যু হয় জান্নাতুনের। পরিবারকে না জানিয়ে তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করেছিল মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা। সেইসময় জান্নাতুনের মাথার একটি নার্ভ কেটে দেওয়া হয়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে চলে যেতে থাকেন জান্নাতুন।

প্রথমে তিনি হাঁটাচলার ক্ষমতা হারান। এরপর দৃষ্টিশক্তি। মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে জমি পর্যন্ত বিক্রি করে দেন বাবা। এমনকি আদালতের কড়া নেড়ে রাজ্য সরকারকে চিকিৎসার ভার নিতে বাধ্য করান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। জান্নাতুনের ক্ষত আজও শুকোয়নি, তার মধ্যেই শান্তার মৃত্যু ঘিরে ফের নার্সিংহোমের চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে আঙুল উঠল শহরে।

কী ঘটেছে

- ■ হ্যামিল্টনগঞ্জের শান্তা ভট্টাচার্যকে ২০১২ সালে শিলিগুড়ির প্রধাননগরে একটি নার্সিংহোমে আনা হয়
- ■ রোগীর হাই থাইরয়েড থাকার পরেও ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসক তাঁর অস্ত্রোপচার করেন
- ■ অস্ত্রোপচারের পরের দিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন বছর ৬৭-র শান্তা
- ■ ক্রেতা সুরক্ষা আদালত অভিযুক্ত নার্সিংহোম এবং ওই চিকিৎসককে জরিমানা করেছে

গোরু চুরি

কিশনগঞ্জ, ৯ মে : কিশনগঞ্জে সক্রিয় হয়েছে গোরু পাচারচক্র। এবার পাচারকারীরা ছোট গাড়িতে গোরু তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বুধবার রাতে ঠাকুরগঞ্জ হাসপাতাল মোড়ের কাছে স্বরূপিওতে গোরু নিয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনা সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছে। ঠাকুরগঞ্জ থানার আইসি মকসুদ আলম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ওই ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি গাড়িটি আটক করা হবে ও দুষ্কৃতীদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।'

শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের প্রাইম শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেট বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে সরোজিনী সুপার কিংস ৫ উইকেটে জলপাইগুড়ি সানরাইজার্সকে হারিয়েছে। টসে হেরে জলপাইগুড়ি ৭ উইকেটে ২০১ রান তোলে। সাকিবুল গনি ৮১ রান করেন। অভিদীপ্ত বসুর অবদান ৪৫। বান্টি গোয়ালা ৩৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে সরোজিনী ১৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২০২ রান তুলে নেয়। ভানু আনন্দ ৭২ রান করেন।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট। বৃহস্পতিবার।

অন্য ম্যাচে এসআরটি ইন্ডিয়ান ৯ উইকেটে নেপাল ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে নেপাল ১১৩ রান তোলে। সিদ্ধার্থ রাজবংশী ৩৬ রান করেন। প্রিয়াংশু গৌতম ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এসআরটি ৮.১ ওভারে ১ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়।

শিয়রে জলসংকট

গজলডোবায় চলছে বাঁধ মেরামতি। বৃহস্পতিবার। -সূত্রধর

প্রথম পাতার পর

এদিন পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম।

মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'তিন-চারদিন পর থেকে সমস্যাটা হবে। তবে আমরা সবরকমভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। যেখানেই সমস্যা হবে, সেখানে ট্যাংকার বা জলের পাউচ পাঠানো হবে। হেল্পলাইন নম্বর রাখা হচ্ছে। আমরা রাস্তায় থেকে সবটায় নজর রাখব।'

মূলত শুক্রবার থেকে যতদিন না পর্যন্ত বাঁধ মেরামতির কাজ হয় ততদিন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ, ১৫ ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ, বাণীমন্দির স্কুল সংলগ্ন এলাকা, প্রধাননগরের কিছু এলাকায় জলসংকট হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পুরনিগমের কর্তারা। সেইমতো ওই এলাকাগুলিতে পানীয় জলের ট্যাংকার পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

শহরে জলের সমস্যা হবে জানিয়ে ইতিমধ্যে মাইকিং শুরু হয়েছে। কোথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে অল্প সময় জল পাওয়া যাবে, আবার কোথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে একবেলা জল মিলবে। পুরনিগম সূত্রে খবর, যেখানে একবেলা জল দেওয়া হবে সেখানে একটু বেশি সময় জল থাকবে। তবে, যেখানে দু'বেলা দেওয়া হবে সেখানে সামান্য সময় জল মিলবে। এই সময় যাঁরা পাম্প দিয়ে জল টেনে নেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে পুরনিগম। পাশাপাশি এই সময় যাতে পানীয় জলের অপচয় না হয় তার জন্য সমস্ত ওয়ার্ড কমিটিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। যেখানেই বিবকক নেই বা পাইপ ফেটে রয়েছে সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে জল সরবরাহ দপ্তরকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশালতা তালুকদারের কথায়, 'জলের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়েছি। বুধবার থেকে জল আসছে না। এই সমস্যা কতদিন থাকবে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।'

দুলালের যুক্তি, 'সেবক রোডে পূর্ত দপ্তরের কাজ চলার সময় পাইপ ফেটে গিয়েছিল। ফলে ৩৯ থেকে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে জলের সমস্যা হয়েছে। বিকেলেই ওয়ার্ডগুলিতে জল সরবরাহ করা গিয়েছে।'

যোগীতেই মন মজে লখনউয়ের

প্রথম পাতার পর

মঞ্চের পাশে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ফুল দিচ্ছেন সবাই। মঞ্চের একদিকে টাঙানো অতুলপ্রসাদ সেনের ছবি। ১৯০৩ থেকে ১৯৩৪, আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

৯২ বছরের এক লখনউ প্রবাসী প্রাক্তন আইএএস বঙ্গসন্তান গান গেয়ে পাঠিয়েছেন মোবাইলে। 'হে নূতন, দেখা দিক আর-বার।' সেটা শোনানো হল শুরুতে। তারপরই দুই বালক-বালিকা মঞ্চে নাচতে শুরু করল, 'হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।' বাংলা থেকে এত দূরে, অতুলপ্রসাদ সেনের প্রাণের শহরে এখনও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে বেঁধে রাখেন রবীন্দ্রনাথ।

এই মঞ্চেই ১৯৩৮ সালের ২০ নভেম্বর সুভাষচন্দ্র বসুকে সংবর্ধনা দিয়েছিল বেঙ্গলি ক্লাব। দেখলাম, এখনও তাঁকে দেওয়া চমৎকার অভিনন্দনপত্রটি বাঁধিয়ে টাঙানো আছে ক্লাবের ঘরে। সেই অভিনন্দনপত্রে বোঝা যায়, কীভাবে তারও পঞ্চাশ বছর আগে থেকে অতুলপ্রসাদের নেতৃত্বে 'বেঙ্গলি ইয়ংমেন্স অ্যাসোসিয়েশন' সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলা ও তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্পপীড়িতদের সাহায্যে কাজ করতেন।

শহরে আড়াই থেকে তিন লাখ বাঙালি আছেন এখনও। প্রতিদিন তাঁরা টিভিতে বাংলা সিরিয়াল ও বাংলা খবর দেখেন। বাংলার মতো একই রোগ আবির্ভূত সেখানে। পরবর্তী প্রজন্ম চাকরি করতে বাইরে চলে যাওয়ায় মা-বাবা ভুগছেন একাকিত্বে। বহু আগে এই এলাকায় বাঙালিরা থাকতেন। এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একদল রবীন্দ্রপল্লি বানিয়ে উঠে গিয়েছেন শহরের অন্য প্রান্তে।

মোদি-যোগীর রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে এই বাঙালিরা কী ভাবেন, তা জানতে কথা হল কয়েকজনের সঙ্গে। টেবিল টেনিসের প্রাক্তন সর্বভারতীয় কর্তা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ছিলেন নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লখনউ শাখার প্রধান এনাক্ষী সিংহ, তিনিই রবীন্দ্র সন্ধ্যার প্রধান অতিথি। আরও অনেক বাঙালি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, বাঙালিদের অধিকাংশ ভোট পাবে বিজেপি। কোনও বিকল্প নেই। অতীতে কংগ্রেসের পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির অনেক বাঙালি সমর্থক ছিলেন এ শহরে। আস্তে আস্তে তাঁরা বিলীন। এসপি বা বিএসপিকে প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের পছন্দ নয় একেবারে।

১৯৬৬-'৬৭ সালে সত্যজিৎ রায় যে সময় লখনউকে কেন্দ্র করে বাদশাহী আংটি লিখেছিলেন, সেই সময়ের তুলনায় আমূল পালটেছে শহর। অতি স্বাভাবিক। গল্পে ফেলুদার দেখা হয়েছিল ডাক্তার শ্রীবাস্তব ও পেয়ারেলালের সঙ্গে। যাঁদের বাড়িতে ছিল আওরংজেবের অমূল্য আংটি। ডাক্তারের প্রতিবেশী বনবিহারীবাবুর বাড়িতে ছিল ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা। যেখানে কুমির, বাঘ, হায়না, রাটলস্নেক, কাঁকড়াবিছে ও ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা পোষা হত।

এখনকার দিনে ওরকম দৃশ্য দেখা মুশকিল। নিয়মেই আটকে যাবে। তবে এক বাঙালি চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা হল, যাঁকে লখনউয়ে সবাই এক ডাকে চেনেন- শুভাশিস মুন্সি। চিত্তরঞ্জনে জন্ম, ১৯৬৭ থেকে এখানে। অসম্ভব জনপ্রিয়। বলছিলেন, 'আমি গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও লখনউকে সবচেয়ে ভালোবাসি। এখানকার মানুষের মনগুলো আসলে খুব ভালো।' একটা জিনিস তাঁকে সবচেয়ে যন্ত্রণা দেয় মনে হল, 'সিন্ধি, মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবিদের কেন্দ্রীয় সংস্থা রয়েছে। এখানে বাঙালিদের অনেকগুলো সংগঠন।' মৃত্যুর নব্বই বছর পরে লখনউয়ে আজও প্রাসঙ্গিক অতুলপ্রসাদ। চারবাগে লখনউ স্টেশনের কাছে এখনও এপি সেন রোডটি প্রবল বিক্রমে দাঁড়িয়ে। তবে অনেক বাঙালিরই দুঃখ, অতুলপ্রসাদের রাজকীয় বাড়িটি আর রাখা সম্ভব হয়নি। হাতবদলের পর ভেঙে তৈরি হয়েছে অন্য বাড়ি। আগের চিহ্ন নেই কোনও। রাজনৈতিক জীবনে অতুলপ্রসাদ ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলের খুব কাছের লোক, কংগ্রেসের লোক। লখনউয়ে তাঁর বঙ্গ উত্তরসূরিদের রাজনৈতিক ভাবনায় আজ আর কংগ্রেস নেই। তেমন গুরুত্বপূর্ণ নেতা নেই বলেই নেই। যোগীর পার্টি বাঙালিদের ভোট পাবে হাতের কাছে অন্য বিকল্প নেই বলে।

২০১৭ থেকে মুখ্যমন্ত্রী যোগী। উত্তরপ্রদেশে এত ঘনঘন কুর্সিবদল হত যে, আগে কেউ ছয় বছর টানা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না এতদিন। তাঁর মধ্যে কী ভালো গুণ দেখছেন রাজ্যের রাজধানীর বাঙালিরা? দুটো-তিনটে অতি সহজ ব্যাখ্যা বারবার বেশি করে উঠল কথাবার্তায়।- ১) আইনশৃঙ্খলা অনেক ভালো এখন। মুলায়ম সিং যাদব-মায়াবতী-অখিলেশ যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় লখনউয়ে দাদাগিরি চলত প্রচুর। তা এখন বন্ধ। ২) তিনজন মিলে আটবার মুখ্যমন্ত্রী হলেও কোনও স্থিরতা দিতে পারেননি। ৩) ক্রাইম রেট কমার পাশে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে অনেক উন্নয়ন করতে পারছে যোগী সরকার। গ্রামে তেমন উন্নয়ন না হলেও শহরে বেশ কিছু কাজ হচ্ছে। ৪) মায়াবতীর আমলে বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি শহরের প্রচুর গাছ কাটা হয়েছিল। এখন লখনউয়ে প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে। শহর অনেক সুন্দর। ৫) গোমতী নদীর সংস্কার এতদিনে হয়েছে। যা মুলায়ম-মায়াবতীরা পারেননি। ৫) ছোট-বড় রাস্তা এখন অনেক সাজানো, পরিচ্ছন্ন। অনেক রাতেও নিরাপদ।

যোগীরাজের শাসনে বুলডোজার রাজকে কীভাবে দেখছে মানুষ? কালই ফারুকাবাদ কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ছিল। একদল বিজেপি কর্মী অনেক বুলডোজারে চড়ে এসেছিল। তাতে পার্টির পতাকা লাগানো। ব্যাপারটা নিয়ে এত উন্মাদনা ছিল যে, সভায় ভাষণ শোনার আগ্রহ ছিল না অনেকের। যোগীর একনায়কতন্ত্র নিয়ে আলোচনায় সমালোচনা উঠল। কিন্তু অধিকাংশই শুনলাম বলছেন, আইনশৃঙ্খলার ঝাঁকুনিটা দরকার ছিল। এর মধ্যে একটা জিনিস স্পষ্ট। দলিতদের রাজনীতির সঙ্গে কোনওভাবেই নিজেদের মেলাতে নারাজ পাহাড়ি সান্যালদের উত্তরসূরিরা। বরং থাকতে থাকতে তাঁদের মধ্যেও কোথাও যেন উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্গের ভাবনা গ্রাস করেছে। উচ্চবর্গের সঙ্গে বিজেপির রাজনীতি বেশি মেলে গোবলয়ে।

হজরতগঞ্জে জেলা শাসকের বাংলোর কাছে সরোজিনী নাইডু পার্কে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে এখনও টাটকা কিছু মালা পড়ে। লখনউ শহরের বেশ কিছু বাঙালি সংগঠন বুধবার মালা দিয়েছে সেখানে। প্রবাসী বঙ্গ সাংস্কৃতিক সমিতির সদস্যরা রবীন্দ্রসংগীত করেছেন ছোট অনুষ্ঠানে। এই মার্চেই একশো বছর পূর্তি হল রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় লখনউ যাত্রার। অতুলপ্রসাদ সে সময় তাঁর সম্মানে এক সংগীত দরবার বসিয়েছিলেন নবাবি শহরে। মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে ভাবার চেষ্টা করছিলাম, এই শহরে আজ আবির্ভূত হলে রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ তাঁদের উত্তরসূরিদের বর্তমানের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের রাজনীতি নিয়ে কী বলতেন।

খেলায় আজ

২০১৮ : মাদ্রিদ ওপেনে দিয়েগো সোয়ার্জম্যানকে হারিয়ে ক্লে কোর্টে টানা ৪৯টি সেট জেতেন রাফায়েল নাদাল। ভাঙেন জন ম্যাকেনরোর রেকর্ড।

সেরা অফবিট খবর

ছোলে বাটোরের টানে

চলতি আইপিএলে ধারাভাষ্যে ব্যস্ত রয়েছেন ক্যারিবিয়ান রাজপুত্র ব্রায়ান লারা। যার ফাঁকেই ভারতের প্রতি নিজের ভালোবাসা তুলে ধরেছেন তিনি। বলিউড সুপারস্টার বা বলিউড সিনেমার ভক্ত না হলেও মূলত 'ছোলে বাটোরের' খাবারের টানে ভারতে বারবার ফিরতে চান বলে জানিয়েছেন লারা। বলেছেন, 'ছোলে বাটোরে অনেকটা ত্রিনিদাদের ডাবলস নামের ডিশের মতো। ছোলে ভাটুরে বেশ ভালো লাগে আমার। ভারতের ক্রিকেটাররাও ত্রিনিদাদে গেলে ডাবলসের প্রেমে পড়ে যাবেন।'

ভাইরাল

পিচে গড়াগড়ি

বর্তমান সময়ে ব্যাটারদের নেটেও নতুনত্ব শটের অনুশীলন চালাতে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়, যেখানে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে স্লগ সুইপ ও রিভার্স স্কুপের অনুশীলন করতে দেখা যায়। তবে শট নেওয়ার চেষ্টায় শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি অঙ্গকৃশ। ফলে তাঁকে পিচের উপর গড়াগড়ি খেতে দেখা যায়। কেকেআরের তরফে ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা হয়, 'পড়ে গেলেন বটে, তবে ছক্কা হাঁকালেন দুইবারই।'

উত্তরের মুখ

হ্যাটট্রিক

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে হ্যাটট্রিক করলেন স্বর্ণদীপ সাংমা। তাঁর দল গারোপাড়া ক্লাব ৮-০ গোলে স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবকে হারিয়েছে।

ইনস্টা সেরা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ওঠার পর জার্সিতে চুমু লুকা মডরিচের।

সেরা উক্তি

এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। আমি বলের গতিবিধির ভুল অনুমান করেছিলাম। হোসেলুও দ্রুত বলের কাছে পৌঁছে যায়। -ম্যানুয়েল ন্যুয়ের

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোচ হিসেবে কার্লো আন্সেলোত্তি কতবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. উসেইন বোল্ট ২. তৃতীয়বার

সঠিক উত্তরদাতারা

কমলেশ ঘোষ, পার্থ মিত্র, রাজেশ দেবনাথ, রিয়া সাহা।

ফাইনালে ওঠার পর বাঁধনহারা সেলিব্রেশনে রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলাররা।

'কামব্যাকের ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব'

ম্যাজিক্যাল মুহূর্তে মজে আন্সেলোত্তি

রিয়াল মাদ্রিদ – ২ (হোসেলু-২)
বায়ার্ন মিউনিখ – ১ (ডেভিস)
(দুই পর্ব মিলিয়ে রিয়াল জয়ী ৪-৩ গোলে)

মাদ্রিদ, ৯ মে : রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবলারদের ডোপ পরীক্ষা করা হোক। ওরা নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ ওষুধ নেয়। না হলে প্রতিবার এটা কীভাবে সম্ভব?

> খেলোয়াড় জীবনে এমন একটা মুহূর্তের অংশ হওয়া আমরা স্বপ্নে ভাবি। কিন্তু আমার সেরা স্বপ্নগুলির মধ্যেও আজকের রাতটা ছিল না।
>
> **হোসেলু**

বুধবার গভীর রাত থেকে এই প্রশ্নে নেটপাড়া ছেয়ে গিয়েছে। ভারতের ফুটবলপ্রেমী, যাঁরা রাত জেগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ উপভোগ করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এখনও ঘোরে রয়েছেন। সেমিফাইনাল থেকে রিয়ালের ছিটকে যাওয়ার আতঙ্ক এক লহমায় উচ্ছ্বাসে পরিণত হল। ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের ৩ মিনিটের ঝড়। তাতেই ছত্রভঙ্গ বায়ার্ন মিউনিখ। পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয় পর্বের সেমিফাইনালে বায়ার্নকে ২-১ গোলে হারানোয় দুই পর্ব মিলিয়ে ৪-৩ গোলে জয়ী রিয়াল। সেইসঙ্গে নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভেঙে নবম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে লস ব্লাঙ্কোস। ইউরোপিয়ান কাপ মিলিয়ে সংখ্যাটা ১৮!

স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে হোক, কিংবা লা লিগায় এল ক্লাসিকো, চলতি মরশুমে রিয়াল একাধিক অবিশ্বাস্য কামব্যাকের উদাহরণ রেখেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদের অন্যতম সেরা কামব্যাকের তালিকায় ম্যাচটি প্রথমদিকে থাকবে। স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও বায়ার্নের কিংবদন্তি গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের রুখে না দাঁড়ালে এগিয়েও যেতে পারতেন টনি ক্রুজরা। ১২ মিনিটে প্রথমে ভিনির জোরালো শট বাঁচালে বল পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়। ছিটকে বেরোনো বল থেকে অরক্ষিতে রডরিগোর নেওয়া শটও সেভ করেন ন্যুয়ের।

প্রতিআক্রমণ থেকে ৬৮ মিনিটে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন আলফন্সো ডেভিস। বাঁদিক দিয়ে বাঁ পায়ে কাট করে ডান পায়ে দ্বিতীয় পোস্টে রাখা শটটা নিঃসন্দেহে ম্যাচের সেরা গোল।

নাটকের শুরু ৮৮ মিনিটে। ম্যাচজুড়ে টানা দলের পতন আটকানো ন্যুয়ের ভিনির শট তালুবন্দি করতে গিয়ে ভুল করে বসেন। তাঁর বুকে লেগে ছিটকে বেরোনো বল থেকে গোল সুপারসাব হোসেলুর। ৯১ মিনিটে অ্যান্টোনিও রুডিগারের সেন্টার থেকে ফের গোল এই ৩৪ বছরের স্ট্রাইকারের। কিন্তু অফসাইডের জন্য প্রথমে গোলটি বাতিল করা হয়। পরে ভারপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়। দাঁড়ান। এখানেই নাটকের শেষ নয়। সংযুক্তি সময়ের শেষলগ্নে ম্যাথিয়াস ডি লিটের শট রিয়ালের জালে জড়ায়। তার আগেই রেফারি অফসাইডের বাঁশি বাজান। এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাচের পরেও রেফারিকে ঘিরে প্রতিবাদ করেন বায়ার্ন ফুটবলাররা।

রিয়াল মাদ্রিদকে ফাইনালে তোলার পর উল্লাস হোসেলুর। বুধবার রাতে।

শেষ একদশকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল

২০১৩-'১৪	চ্যাম্পিয়ন
২০১৪-'১৫	সেমিফাইনাল
২০১৫-'১৬	চ্যাম্পিয়ন
২০১৬-'১৭	চ্যাম্পিয়ন
২০১৭-'১৮	চ্যাম্পিয়ন
২০১৮-'১৯	প্রি-কোয়ার্টার
২০১৯-'২০	প্রি-কোয়ার্টার
২০২০-'২১	সেমিফাইনাল
২০২১-'২২	চ্যাম্পিয়ন
২০২২-'২৩	সেমিফাইনাল

বারবার আপনার দল কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করছে? ম্যাচের প্রশ্নটি শুনে মুচকি হেসে রিয়াল বস কার্লো আন্সেলোত্তির জবাব, 'এর আগে একাধিকবার যা হয়েছে, তা আজও হল। এর ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। সমর্থকরা আমাদের উজ্জীবিত করে গিয়েছেন। মাঠের পরিবেশ ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করেছে। এক কথায় এটা ম্যাজিকাল।' ম্যাচের নায়ক হোসেলুর কাছে মুহূর্তটি অবিশ্বাস্য। ম্যাচের পর বলেছেন, 'খেলোয়াড় জীবনে এমন একটা মুহূর্তের অংশ হওয়া আমরা স্বপ্নে ভাবি। কিন্তু আমার সেরা স্বপ্নগুলির মধ্যেও আজকের রাতটা ছিল না।' ১ জুন প্রতিযোগিতার শেষ অধ্যায়ে পুনর্নির্মিত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে তাঁদের প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথমবার এই দুই দলের মধ্যে ফাইনাল হতে চলেছে।

অত্যন্ত তিক্ত, ভুল প্রসঙ্গে ন্যুয়ের

গোল বিতর্কে ক্ষোভ বায়ার্নের

মাদ্রিদ, ৯ মে : ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচের কথা। নির্ধারিত সময়ে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে বায়ার্ন মিউনিখ ২-১ গোলে এগিয়ে থাকায় দুই পর্ব মিলিয়ে ফল দাঁড়ায় ৩-৩। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। তাতে জোড়া গোল করে রিয়ালের জয়ে নায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পরে অবশ্য রিপ্লেতে দেখা যায় পর্তুগিজ কিংবদন্তি দুটি গোলের ক্ষেত্রেই অফসাইডে ছিলেন।

কাট টু ২০২৪ সালের ৮ মে। সংযুক্তি সময় হিসাবে দেওয়া ৯ মিনিট শেষ হয়ে বাড়তি ৪ মিনিটের খেলা চলছে। টমাস মুলারের হেডে নামানো বল থেকে ম্যাথিয়াস ডে লিটের শট রিয়ালের জালে জড়ায়। গোলটি হলে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারত বায়ার্ন। কিন্তু শটটি নেওয়ার আগেই লাইনসম্যান অফসাইডের পতাকা তোলেন। রেফারিও তৎক্ষণাৎ বাঁশি বাজান। আধুনিক ফুটবলে সাধারণত এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রেফারি বাঁশি বাজানোর আগে প্রযুক্তির সাহায্য নেন। কারণ বাঁশি বাজিয়ে দিলে আর ভিএআরের সাহায্য নেওয়া যায় না। তাই এক্ষেত্রে রেফারি প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারেননি। পরে রিপ্লে দেখে বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দেন যে, নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত বায়ার্ন।

জার্মান জায়েন্টদের কোচ হিসাবে শেষ প্রতিযোগিতা থেকে এইভাবে বিদায় মানতে পারছেন না টমাস টুখেল। ম্যাচের পর বিরক্ত টুখেল বলে দেন, 'রেফারি যা করল, সেটা নিয়ম বহির্ভূত। এটা বিরাট বিপর্যয়। প্রথম ভুলটা লাইনসম্যানের। পরেরটা রেফারির। মানছি মানুষ মাত্রই ভুল হয়। কিন্তু সেমিফাইনালে এই ধরনের নিয়ম লঙ্ঘন মানা যায় না।' যাঁর গোল বাতিল হল, সেই বায়ার্ন ডিফেন্ডার ডে লিট অবশ্য দাবি করেন, লাইনসম্যান তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, 'ম্যাচের পর লাইনসম্যান আমার কাছে এসে বলেছিলেন, 'ভুলের জন্য আমায় ক্ষমা করে দিও।' এতে তো আর ম্যাচের ফল বদলাবে না। হারা-জেতার জন্য আমি কখনও রেফারির দিকে আঙুল তুলি না। কিন্তু এমন একটি ম্যাচে এই ভুল হজম করা কঠিন।' বায়ার্নের তারকা স্ট্রাইকার মুলার ২০১৭ সালের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, 'কয়েকবছর আগে একই ঘটনা আমাদের সঙ্গে ঘটেছিল। ফারাকটা হল সেসময় ভার ব্যবহার হত না। এটা আশ্চর্যজনক ঘটনা।'

গোলটি হলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত কি না বলা কঠিন, তবে ম্যাচের মোড় ঘোরে ৮৮ মিনিটে বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের শিক্ষানবিশি ভুলে। সেই নিয়ে ম্যাচের পর কিংবদন্তি বলে যান, 'এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। আমি বলের গতিবিধির ভুল অনুমান করেছিলাম। হোসেলুও দ্রুত বলের কাছে পৌঁছে যায়।' হায় হ্যারি কেন। খেতাব জেতার স্বপ্ন নিয়ে দল বদলালেও বায়ার্নের হয়ে প্রথম মরশুম শূন্য হাতেই শেষ হল এই ব্রিটিশ স্ট্রাইকারের।

গোল বাতিল হওয়ায় লাইনসম্যানের সঙ্গে তর্কে জোশুয়া কিমিচ।

গোলের সুযোগ নষ্ট করে মাথায় হাত হ্যারি কেনের।

একনজরে পরিসংখ্যান

- ■ প্রথম কানাডিয়ান ফুটবলার হিসাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে গোল পেলেন আলফন্সো ডেভিস
- ■ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপিয়ান কাপ মিলিয়ে ১৮তম ফাইনাল খেলতে নামবে রিয়াল, যা সর্বোচ্চ
- ■ এই নিয়ে সাতবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্ব থেকে বায়ার্নকে ছিটকে দিল রিয়াল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটি নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে নকআউটে হারার নিরিখে এটি সর্বাধিক
- ■ ২০১১-'১২ মরশুমের পর এই প্রথম এক মরশুমে একটিও ট্রফি জিততে ব্যর্থ বায়ার্ন

প্লে-অফ নিশ্চিত করার ভাবনায় নাইট রাইডার্স

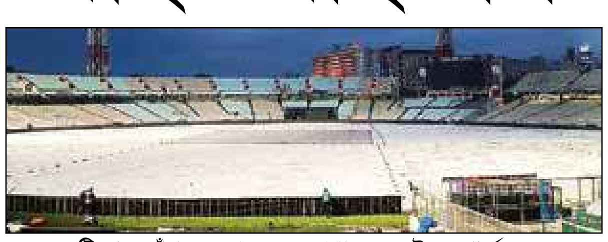

বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে কভারে ঢেকে রাখা হয়েছে ইডেন গার্ডেন্সকে।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ৯ মে : শনিবারের ম্যাচের একটা টিকিট হবে নাকি?

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ক্রিকেটের নন্দনকাননে প্রবেশ করার সময়ই অত্যুৎসাহী এক ক্রিকেটপ্রেমীর প্রশ্ন। জবাব দেওয়ার আগেই উড়ে এল পরবর্তী প্রশ্ন। শনি সন্ধ্যায় কি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে? যদি বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যায়, তাহলে কলকাতা নাইট রাইডার্স পাবে এক পয়েন্ট। তেমনটা হলে নাইটদের প্লে-অফ যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটবে না তো?

ইডেন গার্ডেন্সের সামনে হাজির ক্রিকেটপ্রেমীর প্রশ্নটা নেহাতই প্রতীকী। আসলে প্রশ্নটা এখন সবারই মনের মধ্যে। শনিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি হলে কী হবে, সময় বলবে। তার আগে আজ দুপুর থেকে কলকাতাজুড়ে শুরু হওয়া বৃষ্টির কারণে সন্ধ্যার নৈশালোকে কেকেআর ও মুম্বই, দুই দলই তাদের অনুশীলন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হোটেলবন্দি হয়েই কাটাতে হল দুই দলকে। তার মধ্যে রিঙ্কু সিং, নীতীশ রানা সহ কেকেআরের কয়েকজন প্রতিনিধি ইডেন গার্ডেন্সের ইন্ডোরের নেটে ঘণ্টাখানেক অনুশীলন করে গেলেন।

বাস্তবে নীতীশদের অনুশীলন নিয়ে কোনও আগ্রহই নেই। বরং নাইটদের অন্দরে শনিবারই প্লে-অফ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। শাহরুখ খানের শনিবারের ম্যাচে হাজির থাকার কথা। বাদশার সামনে ঘরের মাঠে প্লে-অফ নিশ্চিত করার মধ্যে বাড়তি তৃপ্তি খুঁজছেন শ্রেয়স আইয়াররা। বৃষ্টিতে অনুশীলন ভেস্তে যাওয়ার পর আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, ফিল সল্টরা হোটেলে জিম ও পুল সেশনে ডুবে ছিলেন। মেন্টর গৌতম গম্ভীর, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা অবশ্য প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শনিবারের নীল নকশা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মারা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেলেও দল হিসেবে মুম্বইকে রীতিমতো গুরুত্ব দিচ্ছে কেকেআর। দিন কয়েক আগেই ওয়াংখেড়েতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচে ২৪ রানে জিতেছিলেন নাইটরা। ৫২ বলে ৭০ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। নারায়ণ-সল্টের ওপেনিং জুটি ওয়াংখেড়েতে রান পায়নি। অভিজ্ঞ জসপ্রীত বুমরাহর সামনে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি তাঁরা। ৫৭ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর দলকে ভরসা দিয়েছিলেন ভেঙ্কটেশ।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল অনুশীলন, শনিবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস

ঘরের মাঠে প্লে-অফ নিশ্চিত করার ম্যাচে দলের টপ অর্ডারে ফের যেন কোনও বিপর্যয় না ঘটে, তা নিয়ে সতর্ক কেকেআর। তিন নম্বরে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ম্যাচে রান করলেও দলকে ধারাবাহিকভাবে ভরসা দিতে পারেননি এখনও। যদিও ওয়াংখেড়ে ম্যাচেই মিচেল স্টার্ক চার উইকেট নিয়ে ফর্মে ফিরেছিলেন। ইডেনে মরশুমের শেষ ম্যাচেও স্টার্কের দিকে নজর থাকবে ক্রিকেটমহলের।

কাঠগড়ায় হার্দিক, বৈঠকে রোহিতরা

মাঠের বাইরের 'যুদ্ধে' জেরবার মুম্বই

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা ৯ মে : প্রথম দল হিসেবে গতকালই ছুটি।

প্লে-অফ দৌড় থেকে এবারের মতো বিদায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ভাঙা মন নিয়েই বুধবার কলকাতায় পা রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মারা। শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে নাইট-যুদ্ধ। হারজিতে পরিস্থিতি বদলানোর সম্ভাবনা নেই। আপাতত লক্ষ্য শেষ দুই ম্যাচে ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ লাগানো। শনিবার যে লক্ষ্যে ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। থাকছে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ১২ বছর পর শাহরুখ খান ব্রিগেডের কাছে হারের যন্ত্রণা। সেদিক থেকে শনিবার বদলার দ্বৈরথ। নাইদের জন্য যা প্রথম দুইয়ের রাস্তা প্রশস্ত করার সুযোগ।

দুই দলের লক্ষ্যের মাঝে চোখ রাঙাচ্ছে বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিসের পরিকল্পনা থাকলেও সকাল থেকে কাকভেজা ইডেন। ফলস্বরূপ প্র্যাকটিস বাতিল। হোটেলেই বন্দি অতিথি মুম্বই। আশঙ্কা বাড়িয়েছে আগামীকাল এবং ম্যাচের দিনের বৃষ্টির পূর্বাভাস। লক্ষ্মীবার বিকেলে সাদা আচ্ছাদনে ঢাকা ইডেনের ছবিটা আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বদলাবে তো? সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকেই।

হোটেলেই হালকা কসরত, জিম সেশন করলেন কেউ কেউ। লবিতে হার্দিক, ঈশান কিষানদের দেখা গেল অন্যরকম গলফ খেলতে। গ্লাস রেখে তার মধ্যে বল পাঠানো। জিতে হার্দিকের সেলিব্রেশন দেখার মতো। বাস্তব হল, বাইশ গজে সেই সেলিব্রেশনের সুযোগ এবার খুব কমই পেয়েছেন হার্দিকরা।

বাইশ গজের ব্যর্থতা ঘি ঢেলেছে নেতৃত্বের বিতর্কে। সাজঘরের ফাটল ক্রমশ চওড়া। খবর, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবরা রীতিমতো অসন্তুষ্ট হার্দিকের দল পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে। ইতিমধ্যে রোহিতরা অসন্তোষের কথা কোচিং স্টাফদের জানিয়েছেন। সতীর্থদের প্রতি হার্দিকদের আচরণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ঘি ঢালে দিল্লি-ম্যাচে হারের পর তিলক ভার্মাকে দায়ী করে হার্দিকের প্রকাশ্য মন্তব্য। এরপর সতীর্থদের পাশাপাশি টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন রোহিতরা। কেন দল খারাপ করছে, তা নিয়ে কারণও নাকি তুলে ধরেন। মুম্বইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিক অবশ্য দাবি করেন, নেতৃত্ব বদলের সময় এরকম হয়ে থাকে। যদিও বাস্তব হল, শচীন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং হয়ে রোহিত— অতীতে ব্যাটন বদলে এভাবে টালমাটাল হয়নি মুম্বই। আগুনে ঘি ঢেলেছে বুধবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে একা রোহিতের টিম হোটেলে যাওয়া। বাকি দল টিমবাসে গেলে, রোহিত প্রাইভেট গাড়িতে হোটেলে যান। যা নিয়ে অনেকে দুয়ে দুয়ে চার করছেন। ক্রিকেটমহলে মুম্বই শিবিরের অন্দরমহলের যে বিতর্ক হটকেকের মতোও বিকোচ্ছে। মাইকেল ক্লার্ক বলছিলেন, সাজঘরের ফাটল পরিষ্কার ক্রিকেটারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে। ওয়াসিম আক্রাম দুষছেন শেষ মুহূর্তে ব্যাটন বদলানোর সিদ্ধান্তকে। যুক্তি, আরও আগে ঘোষণা দরকার ছিল। রোহিত নিজে যদি বলত, শুধু ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করতে চায়, তাহলে পরিস্থিতি জটিল হত না। ঘরে-বাইরের সমস্যা নিয়েই নাইট যুদ্ধ। দলকে উৎসাহ জোগাতে শনিবার মাঠে থাকার কথা মালকিন নীতা আম্বানির। নাইট-বধে বিতর্কের যে আগুনে জল ঢালার প্রয়াস কতটা সফল হয়, অপেক্ষায় মুম্বই-সমর্থকরা।

বৃষ্টিতে বৃহস্পতিবার সারাদিন ঘরবন্দি থাকলেন রোহিত শর্মারা।

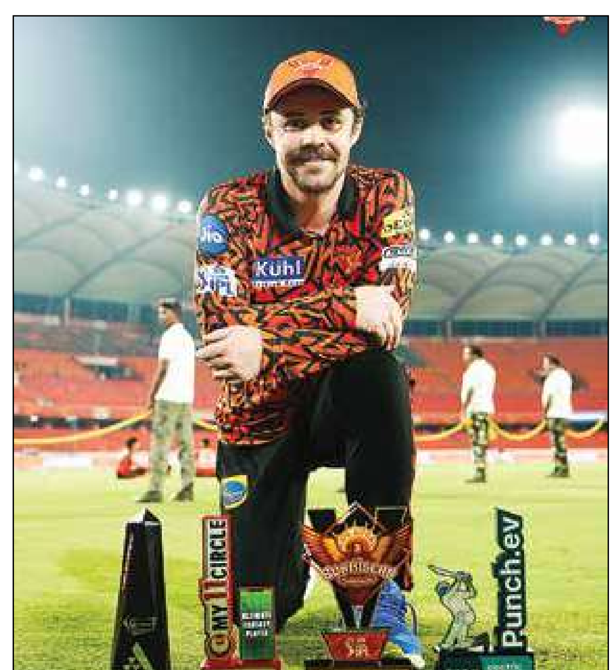

একঝাঁক পুরস্কারের সঙ্গে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ট্রাভিস হেড।

এইভাবে রান তাড়া করব ভাবিনি : হেড

হায়দরাবাদ, ৯ মে : ঘোর কাটছে না ক্রিকেটপ্রেমীদের। হায়দরাবাদের দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মার মারমুখি ব্যাটিংয়ে লখনউকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে নিজামের শহরের দলটি। মাত্র ৩৩ বলে ৮৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন অজি ব্যাটার ট্র্যাভিস হেড। লখনউয়ের বিরুদ্ধে দানবীয় ইনিংস খেলার পর হেড বলেছেন, 'এইভাবে রান তাড়া করে ম্যাচ জিতব, আশা করিনি। প্রথম ইনিংসে দেখে মনে হয়েছিল উইকেট খুব স্লো। তাই পাওয়ার প্লে-তে যতটা সম্ভব রান তোলার লক্ষ্য ছিল আমাদের।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা খুব ভালো ব্যাটিং করেছি। প্রথম দুই-তিন ওভার পর থেকে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি।'

১০ ওভারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান তোলার রেকর্ড গড়েছে হায়দরাবাদ। টি২০ ক্রিকেটে প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে শতরানের গণ্ডী পার হওয়ার রেকর্ড রয়েছে সাতটি। তার মধ্যে হায়দরাবাদ ওই নজির গড়েছে দুইবার এবং দুটোই চলতি আইপিএলে। দুই ওপেনার হেড ও অভিষেকের কাছ থেকে তিনবার শতরানের পার্টনারশিপ পাওয়া গিয়েছে। নিজের সতীর্থ অভিষেকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হেড। তিনি বলেছেন, 'অভির সঙ্গে আমার চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে। ও ভারতীয় ক্রিকেটের ব্যতিক্রমী প্রতিভা। খেলা নিয়ে সবসময় চিন্তা করে।' এদিকে দুরন্ত ইনিংস খেলার পর যুবরাজ, ব্রায়ান লারা ও নিজের বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক। যুবরাজও অভিষেকের প্রশংসা করেছেন।

রাহুলকে ‘ধমক’ লখনউ মালিকের

হায়দরাবাদ, ৯ মে : ২০১৭ সালের আইপিএল। খারাপ পারফরমেন্সের জন্য মহেন্দ্র সিং ধোনির থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছেন তৎকালীন রাইজিং পুনে সুপার জায়েন্টের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। যা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে কম বিতর্ক হয়নি। যদিও সঞ্জীব নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন।

সেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কাই এখন লখনউ সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার।

নিন্দায় প্রাক্তনরা

যাঁর কাছে বুধবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক হারের পর ‘ধমক’ খেলেন লখনউ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। সেই ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

কী হয়েছিল বুধবার?

ট্রাভিস হেডের তাণ্ডবে সানরাইজার্স ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে যাওয়ার পর মাঠে নেমে আসেন সঞ্জীব। বাউন্ডারির ধারে দাঁড়িয়ে রাহুলকে হাত নেড়ে অনেক কিছু বোঝাতে থাকেন। তাঁর আচরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল দলের এই হারে তিনি খুশি নন। কিছু কিছু ক্রিকেটারের দিকে হাত দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে থাকেন সঞ্জীব। তাঁর গলার স্বরও যে বেশ উঁচু ছিল, সেটাও বোঝা গিয়েছে ভিডিও দেখে।

সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে লোকেশ রাহুলের এই ছবি এখন ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

সঞ্জীবের দাপটের সামনে রাহুল কিছু বলতেই পারেননি। তিনি চুপচাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। সঞ্জীবের কথা শুনছিলেন। পরে কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারকেও বেশ কিছু কথা বলেন সঞ্জীব। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ামাত্রই সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে।

গতকালের হারের পরও চলতি আইপিএলে প্লে-অফের আশা শেষ হয়ে যায়নি ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে থাকা লখনউয়ের। কিন্তু দলের থেকে ট্রফি চান গোয়েঙ্কা। তাই পরেরবার মেগা নিলামের আগে রাহুলকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। মরশুমের মাঝামাঝি রাহুলের নেতৃত্ব গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে দাবি অনেকের।

বুধবারের ঘটনার পর অবশ্য এলএসজি-র তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে যদিও দলের মালিক ও অধিনায়কের বাদানুবাদের কোনও উল্লেখ নেই। হারের পর সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে সেই বার্তা। লেখা হয়েছে, ‘এই ম্যাচের পর আমরা সবাই ব্যথিত। কিন্তু উপ্পলে (হায়দরাবাদের ঘরের মাঠ) যাঁরা নীল পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই হারের পরেও সমাজমাধ্যমে প্রত্যেকের পোস্ট মন ছুঁয়ে গিয়েছে। গত দুই বছর ধরে অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে এই দল। আগামী দিনেও দেবে। এলএসজি ব্রিগেড, আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।’

হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে রাহুল বলেছিলেন, ‘কোনও ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না। এইরকম ব্যাটিং আগে টিভিতে দেখেছি। কিন্তু আজ অবিশ্বাস্য ব্যাটিং দেখলাম। প্রতিটা বলই ব্যাটের মাঝখানে লাগছে মনে হচ্ছিল। ওদের দক্ষতাকে কুর্নিশ। ছয় মারার দক্ষতায় প্রচুর শান দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।’

লখনউয়ের তরফে বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখানোর চেষ্টা হলেও প্রাক্তনরা নিন্দায় সরব হয়েছেন। প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক গ্রেম স্মিথ বলেছেন, ‘দলের মালিকরা সবসময় আবেগপ্রবণ হয়। সেটার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কিন্তু এই ধরনের আলোচনা বন্ধ দরজার পিছনে হওয়াই ভালো। মাঠে প্রচুর ক্যামেরা রয়েছে। সেখানে সবই ধরা পড়েছে।’ একই প্রতিধ্বনি নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তনী মাইক হেসনের গলায় শোনা গিয়েছে। বলেছেন, ‘গতকাল হায়দরাবাদ সব বিভাগে লখনউয়ের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে ছিল। লখনউয়ের মালিকের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু নিজের ক্ষোভ এভাবে প্রকাশ্যে আনা উচিত হয়নি। ঘটনাটা আমাকে অবাক করেছে।’

লখনউয়ের মালিক-অধিনায়কের চলতি বিতর্ক কতদূর গড়ায় এখন সেটাই দেখার।

বিরাট ব্যাটে বেঁচে থাকল বেঙ্গালুরু

অভিষেকে নজর কাড়লেন কাভেরাপ্পা

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-২৪১/৭
পাঞ্জাব কিংস-১৮১

ধরমশালা, ৯ মে : ট্রফির স্বপ্ন দেখতে দেখতে অনেকদিন আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সমর্থকরা। চলতি বছরের আইপিএলে প্লে-অফের রাস্তাও কঠিন দেখাচ্ছে আরসিবি-র সামনে। বৃহস্পতিবার অবশ্য পাঞ্জাব কিংসকে ৬০ রানে হারিয়ে প্রথম চারে থাকার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল বেঙ্গালুরু।

আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ার পরও স্ট্রাইক রেটের জন্য বিরাট কোহলিকে সমালোচনা শুনতে হয়েছে। কিন্তু বিরাটের মতো ক্রিকেটাররা মুখের থেকে ব্যাটেই বেশি নিন্দুকদের জবাব দিতে ভালোবাসেন। এদিনও ধরমশালায় সেটাই করলেন কোহলি। ৪৭ বলে ৯২ রানের ঝকঝকে ইনিংসে আবার বুঝিয়ে দিলেন, কেন তিনি এই প্রজন্মের সেরা ব্যাটার। সাতটি চার ও ছয়টি ছক্কায় সাজানো ইনিংস খেলে সমালোচকদের খোঁচা দিয়ে বিরাট বলেছেন, ‘স্ট্রাইক রেট ধরে রেখে ইনিংস তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই মোমেন্টাম নষ্ট হতে দিইনি।’ ম্যাচের শুরুটা অবশ্য কর্ণাটকের ২৫ বছরের পেসার বিদ্যত কাভেরাপ্পা (৩৬/২)। এদিন আইপিএলে অভিষেক হওয়া

আট রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হল বিরাট কোহলির।

কাভেরাপ্পা আরসিবি অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি (৯) ও উইল জ্যাকসকে তুলে নেন। ৪৩/২ হয়ে যাওয়ার পর অবশ্য খেলা ধরে নিয়েছিলেন বিরাট ও রজত পাতিদার (২৩ বলে ৫৫)। তাদের ৭৬ রানের পার্টনারশিপ আরসিবি-র বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। পাতিদারকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন স্যাম কুরান।

এদিন বৃষ্টির জন্য খেলা প্রায় আধঘণ্টা বন্ধ ছিল। কিন্তু বরুণদেবতা বিরাটের মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেননি। পাতিদার আউট হওয়ার পর তিনি পাশে পেয়ে যান অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে (২৭ বলে ৪৬)। জুটিতে ওঠে ৯২ রান। তবে দুর্ভাগ্য বিরাটের। ৮ রানের জন্য শতরান ফেলে আসেন বিরাট। বেঙ্গালুরু থামে ২৪১/৭ স্কোরে।

আরসিবি-র বোলাররা এদিনও ম্যানেজমেন্টের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। যদিও জনি বেয়ারস্টো (২৭) ও রিলি রৌসৌ (৬১) চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। রৌসৌ ফিরতেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে পেয়ে যান মহম্মদ সিরাজ (৪৩/৩), লকি ফার্গুসনরা (২৯/২)। পাঞ্জাব অলআউট হয় ১৮১ রানে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে এই বিশেষ জার্সিতে দেখা যাবে শুভমান গিলদের।

ধোনির চোট নিয়ে সংশয়

চেন্নাইয়ের পার্টি পণ্ডের মেজাজে শুভমানরা

আহমেদাবাদ, ৯ মে : অঙ্কের নিরিখে আশাটুকু টিকে।

বাস্তবের ছবিটা যদিও একেবারে উলটো। ১১ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে একেবারে লাস্টবয়। বাকি তিন ম্যাচে সেখান থেকে প্রথম চারে ঢুকে পড়া! দেয়াল লিখন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না গত দুইবারের ফাইনালিস্ট গুজরাট টাইটান্সের।

এবারও শুরুটা নেহাত খারাপ হয়নি। কিন্তু টুর্নামেন্ট যত গড়িয়েছে বাইশ গজে শুভমান গিলদের পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নমুখী। বাকি তিনে মিরাকল কিছু না ঘটলে এবার খালি হাতে ফেরার পালা। তার আগে মরণকামড়। আগামীকাল যে লক্ষ্য নিয়েই ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি গুজরাট।

১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের অন্যতম দাবিদার হলুদ ব্রিগেড। বিপর্যস্ত গুজরাটের বিরুদ্ধে মূল্যবান ২ পয়েন্ট তুলে নিয়ে পায়ের নীচের জমিটা আরও শক্ত করে নেওয়ার পাখির চোখ রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের। প্রথম ম্যাচে চিপকে অনায়াসে শুভমান ব্রিগেডকে উড়িয়ে দিয়েছিল সুপার কিংস।

চলতি লিগের পারফরমেন্স এবং দলগত ভারসাম্যে হলুদ ব্রিগেড কালকের ম্যাচে ফেভারিটও। তবে মহেন্দ্র সিং ধোনিদের যে পার্টি পণ্ড করার মতো রসদ রয়েছে আশিস নেহেরার দলের হাতেও। প্রতিপক্ষ নয়, আগামীকাল গুজরাটের লড়াই নিজেদের ফাঁকফোকর মেরামত করা। ব্যাটিং, বোলিং-প্রতিটি বিভাগে সমস্যার লম্বা তালিকা।

পাওয়ার প্লে-তে অন্য দলগুলি যখন ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিচ্ছে, তখন উলটো ছবি গুজরাট ব্যাটিংয়ে। ঋদ্ধিমান সাহা-শুভমানের ওপেনিং জুটি যেমন রান পাচ্ছেন না, তেমনই বিস্ফোরক শুরুতেও ব্যর্থ। চাপটা নিতে পারছে না মিডল অর্ডার। সাই সুদর্শন ছাড়া ধারাবাহিকতার অভাব বাকিদের মধ্যে। সেই দলে ডেভিড মিলারের মতো পোড়খাওয়া তারকা।

নিটফল, বড় স্কোরে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার স্ট্র্যাটেজি বারবার মুখ থুবড়ে পড়ছে। ফলে

অনুশীলনের মাঝে আড্ডায় শুভমান গিল ও রবীন্দ্র জাদেজা।

প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরির সুযোগ সেভাবে পাচ্ছেন না রশিদ খান, নুর আহমেদরা। চিন্তা বাড়িয়েছে মোহিত শর্মার ক্রমশ নিম্নমুখী পারফরমেন্স। চেন্নাইয়ের জন্য তুলনামূলক সহজ হার্ডল। কিন্তু টি২০ ফর্ম্যাটে আগাম পূর্বাভাস মেলানো কঠিন। একটা ইনিংস, একটা স্পেল যথেষ্ট অনেক হিসেব বদলে দিতে।

পয়েন্ট টেবিলে চার নম্বরে থাকা চেন্নাইয়ের (আরসিবি-পাঞ্জাব ম্যাচের আগে পর্যন্ত) চিন্তার জায়গা অবশ্য বোলিং। দুই মূল পেসার মুস্তাফিজুর রহমান ও মাথিশা পাথিরানা নিজনিজ দেশে ফিরে গিয়েছেন। বদলি হিসেবে গতম্যাচে রিচার্ড গ্লেসন খেললেও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নতুন বলে শুভমানদের চাপ বাড়াতে ভরসা সেক্ষেত্রে তুষার দেশপান্ডে, যশ ঠাকুররা। স্পিনে মিচেল স্যান্টনার-রবীন্দ্র জাদেজাকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজেও স্পিনারদের জন্য বন্ধুত্বের বার্তা। সুযোগ কতটা নিতে পারেন জাদেজারা, তা দেখার।

জাদেজা নিঃসন্দেহে অন্যতম ফ্যাক্টর। শুরুর অফফর্ম ঝেড়ে ব্যাটে-বলে স্বমেজাজে। অধিনায়ক রুতুরাজের (১১ ম্যাচে ৫৪১ রান) স্বপ্নের ফর্মটাও ভরসা জোগাচ্ছে। টপ থ্রি-তে নেমে ড্যারিল মিচেলের রানে ফেরা ও শিবম দুবে স্বস্তির জায়গা। এবং মহেন্দ্র সিং ধোনি।

পুরো ফিট না হলেও দলের প্রয়োজনে নামছেন। চোট নিয়ে সংশয়ও রয়েছে। দৌড়োতে সমস্যা হচ্ছে। আগামীকালও হয়তো সেই সব বাঁধা সরিয়ে নামবেন দলের মাথার উপর ছাতা হয়ে। সেক্ষেত্রে মাহির ব্যাটিং অর্ডার কী হয়, মাহির ব্যাট কতটা কথা বলে, সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

গুজরাট টাইটান্স বনাম **চেন্নাই সুপার কিংস**

স্থান : আহমেদাবাদ
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

ডোপিং বিতর্কে সাসপেন্ড বজরং পুনিয়া

নয়াদিল্লি, ৯ মে : কয়েকদিন আগে ডোপিং বিতর্কে ভারতের তারকা কুস্তিগির বজরং পুনিয়াকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাসিত করেছিল নাডা। এবার বিশ্ব ডোপিং সংস্থা এই ভারতীয় কুস্তিগিরকে চলতি বছরের শেষদিন পর্যন্ত নির্বাসিত করেছে। যদিও বজরং জানিয়েছেন, বিশ্ব কুস্তি সংস্থার পক্ষ তাঁকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। যদিও বিশ্ব কুস্তি সংস্থার ওয়েবসাইটে বজরংকে নির্বাসিত করার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে

এই কুস্তিগিরের প্রোফাইলে লেখা রয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বজরংকে নির্বাসিত করা হয়েছে।

ডোপ টেস্টের জন্য নমুনা না পাঠানোয় বজরংকে নির্বাসিত করে নাডা। পালটা বজরং জানান, তিনি নমুনা দিতে অস্বীকার করেননি। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ সরঞ্জাম দিয়ে কেন তাঁর নমুনা সংগ্রহ করা হবে, তার ব্যাখ্যা নাডার কর্তাদের কাছে চেয়েছিলেন। এদিকে বজরং নির্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে সাই তাঁর বিদেশে ট্রেনিংয়ের জন্য প্রায় ৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। টোকিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী এই কুস্তিগিরের রাশিয়ায় ৩৫ দিনের ট্রেনিং করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন বজরং। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘সাইয়ের সিদ্ধান্তে খুব অবাক হয়েছি। কিন্তু আমার বিদেশযাত্রা বাতিল করেছি। আপাতত ট্রেনিং নেওয়ার জন্য কোথাও যাচ্ছি না।’

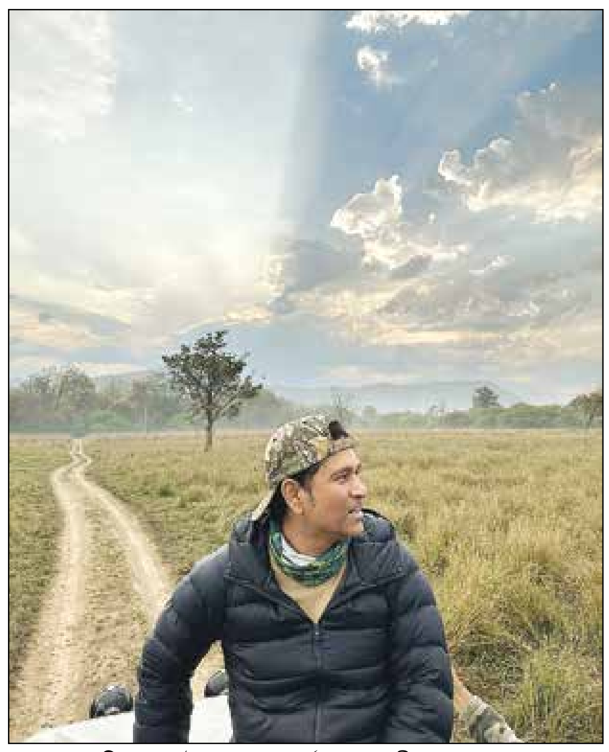

জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে ঘুরছেন শচীন তেন্ডুলকার।

সদ্যোজাত সন্তানের হাতের ছবি পোস্ট করলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আশিক কুরুনিয়ান।

সৌদির প্রেমে পড়ে গিয়েছি : মণিকা

জেড্ডা, ৯ মে : আগের রাউন্ডে হারিয়েছিলেন বিশ্বের দুই নম্বরকে। এদিন হারালেন র‌্যাংকিংয়ে ১৪ নম্বরে থাকা নিনা মিটেলহ্যামকে। জার্মানির টেবিল টেনিস খেলোয়াড়কে ১১-৬, ১১-৯, ১১-৭ পয়েন্টে হারাতে মাত্র ২২ মিনিট সময় নিলেন মণিকা বাত্রা। এই মুহূর্তে র‌্যাংকিংয়ে ৩৯ নম্বরে থাকলেও এই স্বপ্নের ফর্মের সুবাদে মণিকার প্রথম ২৫-এ ঢোকা শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রথম ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে সিঙ্গলসে ডব্লিউটিটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছালেন তিনি। টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যামের

আদলে ২০২১ সাল থেকে শুরু হওয়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেবিল টেনিসের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতা।

কোয়ার্টার ফাইনালেও মণিকার সামনে বিশ্বের ৫ নম্বর জাপানের হিনা হায়াতা। রেকর্ড গড়ে উচ্ছ্বসিত মণিকা বলেছেন, ‘আমি অত্যন্ত গর্বিত। ম্যাচের আগে চেষ্টা করেছিলাম নিজেকে শান্ত রাখার।’ সৌদি আরবে এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত সবকিছুই মণিকার পক্ষে গিয়েছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্র্যাকটিস সেশনে, কোর্টে এবং কোর্টের বাইরেও সবকিছুই আমার পক্ষে গিয়েছে। আমার মনে হয় সৌদির প্রেমে পড়ে গিয়েছি আমি। গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলব। যাঁরা আমার হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, আমার প্র্যাকটিসের সঙ্গী, কোচ সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।’

সেমির পথে বাংলার কাঁটা তামিলনাড়ু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : কলকাতায় চলা মহিলা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে বাংলার খেলা কার্যত নিশ্চিত। ৬ দলের গ্রুপে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বাংলা। ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তামিলনাড়ু। তৃতীয় স্থানে থাকা রেলওয়েজের সংগ্রহে ৭ পয়েন্ট।

শুক্রবার দুর্বল তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে জিতলেই সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করবে বাংলা। কিন্তু সংগীতা বাসফোররা ড্র করলে ও রেলওয়েজ জিতলে সেক্ষেত্রে গোলপার্থক্য দেখা হবে। এক্ষেত্রে সমীকরণ বলছে, রেলওয়েজ ৪ গোল বা তার বেশি ব্যবধানে জিতলে আয়োজকরা ছিটকে যাবে।

বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ স্মৃতিদের

সিলেট, ৯ মে : সিরিজ আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন। বৃহস্পতিবার পঞ্চম টি২০-তে ২১ রানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করলেন স্মৃতি মান্ধানারা। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেটে ১৫৬ রানে পৌঁছায় ভারত। ওপেনিংয়ে স্মৃতি (৩৩) ছাড়াও মিডল অর্ডারে দয়ালান হেমলতা (৩৭), অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (৩০), রিচা ঘোষ (২৮) রান পেয়েছেন। জবাবে ১৩৫/৬ স্কোরে আটকায় বাংলাদেশ। রাধা যাদব (২৪/৩), আশা শোভানাদের (২৫/২) সামনে বাংলাদেশের কোনও ব্যাটারই সুবিধা করতে পারেননি।

কোচের নির্দেশে চলছে দলগঠন

কাজ প্রায় শেষের পথে, জানালেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : দলগঠনের কাজ প্রায় শেষ। আর হয়তো খুব বেশি হলে চার-পাঁচজন ফুটবলার নেওয়া হবে, এমনটাই জানালেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার।

এদিন ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামির অফিসে বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের নিয়মমাফিক আলোচনায় বসেছিলেন দুই পক্ষের কর্তারা। তবে সামনেই দলবদলের মরশুম শুরু হবে। তাই মূলত আগামী মরশুমের দলগঠন নিয়েই যে আলোচনা হয়েছে একথা জানাতে দ্বিধা করেননি দেবব্রত। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সাধারণ আলোচনাতেই বসেছিলাম। কিন্তু সামনে দলবদল আসছে। তাই মূলত দলগঠন নিয়েই আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমাদের বিনিয়োগকারী সংস্থা আমাদের অসম্ভব সাহায্য করছেন প্রতিটি কাজে। ওঁরা আমাদের বলেছেন, ভালো করে দল গড়ুন। আমরা সেই অনুযায়ী নিজেদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।’ যা শুনে পাশে দাঁড়ানো অন্যতম ডিরেক্টর মণীশ গোয়েঙ্কা বলে ওঠেন, ‘এখানে আলাদা নয় কেউ। আমরা মিলিতভাবে দলের ভালো ফল যাতে হয় সেটা দেখছি।’ আদিত্য আগরওয়ালের ছেলে বিভাসই যে মূলত দলগঠনের দিকটা দেখছেন, সেটাও জানান তাঁরা। আগামী মরশুমে বাজেট বাড়ছে কিনা বা বাড়তি অর্থ খরচ করে নামী বিদেশি আনা হবে কিনা তা নিয়ে সরাসরি মুখ খুলতে চাননি কোনও পক্ষই। দেবব্রত বলেছেন, ‘বাজেটের বিষয়ে আমরা প্রকাশ্যে কিছু বলছি না। আমাদের কোচ যেমন যেমন চাইছেন তেমন ফুটবলারই নিয়ে আসা হচ্ছে।’ মণীশ বলেন, ‘দল মাঠে নামলেই সবাই বুঝবে বাজেট বেড়েছে কিনা।’ এই বাজেট প্রসঙ্গেই তিনি মোহনবাগানকে খোঁচা দিয়ে পালটা প্রশ্ন তোলেন, ‘মোহনবাগান যে ফাইনালে হেরে যাবে, এটা কি কেউ ভেবেছিল? তাই বাজেট দিয়ে কিছু হয় না। মাঠের পারফরমেন্স কথা বলে।’ তাঁর কথাকে সমর্থন করে মণীশ গোয়েঙ্কা বলে ওঠেন, ‘হার-জিত তো কারও হাতে নেই কিন্তু আমাদের দল ভালো পারফরমেন্স করেছে। এবারও করবে। এটাই আসল।’ দুজনের বক্তব্যেই পরিষ্কার, গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ছয়ে না থাকতে পারলেও তাঁরা অখুশি নন।

দলগঠনের ব্যাপারে কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাতের উপরেই আস্থা রাখা হচ্ছে। তিনি যেমন বলছেন, সেইসব ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি কোচকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। দেবব্রত আরও বলেছেন, ‘আমাদের দলগঠনের কাজ প্রায় শেষ। আর খুব বেশি হলে চার-পাঁচজন বাকি। বিদেশিও পরিবর্তন তো হচ্ছে। দেশি ফুটবলার নেওয়ার ব্যাপারেও কোচই শেষ কথা বলছেন। আমরা ভালো দলগঠন করছি। কোচ সেটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এবার সেই ফুটবলার মাঠে কতটা কী দেবে, সেটা সময়ই বলবে।’ জানা গেছে, গোলরক্ষক ছাড়াও একজন করে ভারতীয় স্টপার, সাইডব্যাক ও মিডফিল্ডার নেওয়া হচ্ছে। আগের মরশুমের তিনজন ছাড়াও একজন বিদেশি আগেই ঠিক হয়েছিল। তাঁর ভিসা জটিলতা কাটতে সময় লাগবে বলে খবর। ১৫ জুনের মধ্যেই দলগঠনের কাজ শেষ হবে। আপাতত বিদেশে নয়, হয় কলকাতা বা অন্য রাজ্যে প্রস্তুতি শিবির করার ভাবনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

শ্রীলঙ্কার টি২০ বিশ্বকাপ দল

অভিজ্ঞ-তারুণ্যের মিশেলে জোর

কলম্বো, ৯ মে : গোড়ালিতে চোটের জন্য চলতি আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা। তবে কুড়ির বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন।

শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীলঙ্কার ১৫ জনের বিশ্বকাপ দল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে অধিনায়কত্বের দায়ভার এই তারকা অলরাউন্ডারের কাঁধেই। মাস চারেক আগে দাশুন শনাকাকে সরিয়ে টি২০-র অধিনায়ক বাছা হয় হাসারাঙ্গাকে।

সহ অধিনায়ক হিসাবে বাছা হয়েছে ব্যাটার চরিথ আসালঙ্কাকে। দলে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের দারুণ মিশেল রয়েছে। অভিজ্ঞদের মধ্যে যেমন আছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, ধনঞ্জয় ডি সিলভা, কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সমরাবিক্রমারা, তেমনই তরুণদের মধ্যে রয়েছেন মহেশ থিকশানা, দুনিথ ওয়েল্লালাগে, মাথিশা পাথিরানারা।

শ্রীলঙ্কার স্কোয়াড

ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (অধিনায়ক), চারিথ আসালঙ্কা (সহ অধিনায়ক), কুশল মেন্ডিস, পাথুম নিশাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিস, সাদিরা সমরবিক্রমা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, দাসুন শনাকা, ধনঞ্জয় ডি সিলভা, মহেশ থিকশানা, দুনিথ ওয়েল্লালাগে, দুষ্মন্ত চামিরা, মাথিশা পাথিরানা, নুয়ান থুশারা ও দিলশন মধুশঙ্কা।

লালবিয়াকনিয়া, রোশনদের চোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : চোট-আঘাত পিছু ছাড়ছে না ভারতীয় শিবিরের। সন্দেশ ঝিংগান ও আকাশ মিশ্রর পর এবার প্রথমবার জাতীয় দলের শিবিরে ডাক পাওয়া লালরিনজুয়ালা লালবিয়াকনিয়ার চোট। শুক্রবার থেকে ভুবনেশ্বরে শিবির শুরু হচ্ছে। তিনি তার আগেই ছিটকে গেলেন চোটের জন্য। এবারই প্রথম আই লিগ থেকে চার ফুটবলার ডাক পেয়েছেন শিবিরে। যার মধ্যে একজন আগেই বাদ হলেন। এছাড়াও নাওরেম রোশন সিং, আপুইয়া, ইশাক রালতে এমনকি রাহুল ভেকে ও দীপক টাংরির মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের চোট বলে শোনা যাচ্ছে। এঁরা কেউই সম্ভবত দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন না। শুক্রবার প্রথম দফার ২৬ জন ফুটবলারের শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা। আইএসএল ফাইনাল খেলা বাকি ১৫ জন ফুটবলার যোগ দেবেন আগামী ১৫ তারিখ।

KHOSLA ELECTRONICS

এই অক্ষয় তৃতীয়ায়
সমৃদ্ধি আসুক আপনার ঘরে

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ
শুভ উদ্বোধন আলিপুরদুয়ারে
শামুকতলা রোড
মেনকা সিনেমা হল-এর উল্টোদিকে
98742 87232, 90647 39147
উদ্বোধনী উপহার গোল্ড কয়েন

DISCOUNT Upto 45% On AC | CASH BACK Upto 20% | Upto 30 MONTH EMI | FREE STANDARD INSTALLATION | EXCLUSIVE OFFER GUARANTEED ₹6,000 LOYALTY BONUS | COMPREHENSIVE WARRANTY Upto 5 YEARS | HIGHEST EXCHANGE OFFER Upto 10%

ঘরের সাথে পকেট COOL

ELECTRICITY BILL FREE FREE WORTH ₹ 2500 WITH AC & REFRIGERATOR

শুধুমাত্র খোসলা ইলেকট্রনিক্স-এ

যে কোন এসি বা ফ্রীজ কিনলে
ON SPOT ইলেকট্রিসিটি বিল একদম ফ্রি

COPPER -INVERTER AC
FREE BRACKET worth ₹ 1,000

1.0 Ton 3* Inv.
BUYING COST ₹21,490
EMI ₹33/Day

1.5 Ton 3* Inv.
BUYING COST ₹22,490
EMI ₹33/Day

2.0 Ton 3* Inv.
BUYING COST ₹31,490
EMI ₹33/Day

ALL AC BRANDS UNDER ONE ROOF

BAJAJ FINSERV

570 L SBS	BUYING COST ₹56,990	EMI ₹3,167
324 L DD FF	BUYING COST ₹37,990	EMI ₹1,990
253 L DD FF	BUYING COST ₹20,990	EMI ₹1,749
215 L SD	BUYING COST ₹14,990	EMI ₹ 1,249
190 L SD	BUYING COST ₹13,290	EMI ₹ 1,108

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

EASY FINANCE BY

UP TO 10% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Discount: ₹7,000 per card. Also valid on EMI Trxn. Validity: 01 May - 05 Jun 2024. T&C Apply.

FOR 3 DAYS ONLY

MOBILE

iPhone 15 128GB ₹ 65,900* EMI ₹ 3,038
SAMSUNG A 35 8/256 GB ₹ 25,490* EMI ₹ 1,722
vivo V30 E 8/256GB ₹ 24,499* EMI ₹ 1,66

FREE ACCESSORIES worth ₹ 5,000 with Mobile

oppo RENO 11 128GB ₹24,499* EMI ₹ 2,000
mi NOTE 13 PRO 8/256 ₹19,499* EMI ₹ 2,083
realme 12 Pro 12/256 ₹21,499* EMI ₹ 1,800

INSTANT CASHBACK ₹ 2500 After All Discounts

LED TV
SONY SAMSUNG LG Panasonic LLOYD Haier
DISCOUNT UPTO 65%

65 SMART 4K EMI ₹1,999 | 55 SMART 4K EMI ₹999 | 43 FHD EMI ₹1,111 | 32 LED EMI ₹833

AIR COOLER
0 ZERO DOWNPAYMENT
DISCOUNT UPTO 53%
25 Ltr. ₹5,850 | 36 Ltr. ₹5,999 | 55 Ltr. EMI ₹691 | 65 Ltr. EMI ₹724

WASHING MACHINE
DISCOUNT UPTO 35%
7 KG FRONT LOAD EMI ₹ 2,416
7 KG TOP LOAD EMI ₹ 1,374

CHIMNEY
DISCOUNT UPTO 53%
1400 Suc, Auto Clean, Motion Sensor, Touch Panel & Hood Cimney +2BB Glass Cooktop
EMI ₹1,358*

WATER PURIFIER
DISCOUNT UPTO 50%
RO + UV AQUAGUARD EMI ₹958* onwards

COMBO PACK
DISCOUNT UPTO 63%
550W Mixi + Induction Cooker + Popup Toaster
₹3,990 onwards

BUY 24x7 khoslaonline.com | CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Sony, LG, Samsung & Whirlpool as per company norms. Finance at the sole discretion of the financer. Offer valid till stocks last. All products and Brand names are Trade Marks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Finance Offers as per Bajaj Finserv norms. Price Includes Cashback & Exchange Amount. #on selected models

ALIPURDUAR: SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232
SILIGURI: SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT: HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH: 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

নব ছন্দে নব আনন্দে
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
SPECIAL OFFERS*
₹100 off on the price of each gram of Gold jewellery
25% off on Gold jewellery making charges
Up to 10% off on Diamond, Gemstone values & Platinum Jewellery
Old Gold exchange at 0% deduction
Offers valid till May 15, 2024
*Conditions Apply
MPJ
GEMS | GOLD | DIAMONDS
5% EXTRA CASHBACK* SBI card
*Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹3,500 per card account. Validity: 04 May - 11 May 2024. T&C Apply.
SILIGURI: DWARIKA SIGNATURE TOWER, SEVOKE ROAD, OPPOSITE - MAKHAN BHOG, PH: (0353) 291 0042 | 99338 66119
GARIAHAT: (033) 4001 4856/58 BEHALA: (033) 2396 7777/6666 GARIA: (033) 2430 2107/7695 V.I.P. ROAD: (033) 2500 6263/64/65 NAGERBAZAR: (033) 2519 1233 AMTALA: (033) 2480 9911 UTTARPARA: (033) 2663 3300 SERAMPORE: (033) 2652 2228/2229 CHANDANNAGAR: (033) 2683 0066 ARAMBAGH: (03211) 257 111 MIDNAPORE: (03222) 291 009 TAMLUK: 94774 97169 / 90388 36826 BURDWAN: (0342) 255 0234 DURGAPUR: (0343) 254 3268 RAMPURHAT: (03461) 255044 BERHAMPORE: (03482) 274 222 MALDA: (03512) 220 424 COOCHBEHAR: (03582) 223 014 PURULIA: (03252) 222 122 SILIGURI: (0353) 291 0042 AGARTALA: 98634 12126 GUWAHATI (G.S. Road): 9395586707 / 8486991968 GUWAHATI (Adabari): (0361) 267 6666 GUWAHATI (Lalganesh): (0361) 247 0909 DIBRUGARH: (0373) 232 1740 SIVASAGAR: 9864535165 TEZPUR: (03712) 222 444 JORHAT: (0376) 230 1122 NAGAON: (03672) 232 046 DHUBRI: 70861 58359 BONGAIGAON: (03664) 225 111 BARPETA ROAD: 8638430095 SHILLONG: (0364) 250 5116 SILCHAR: (03842) 231 063

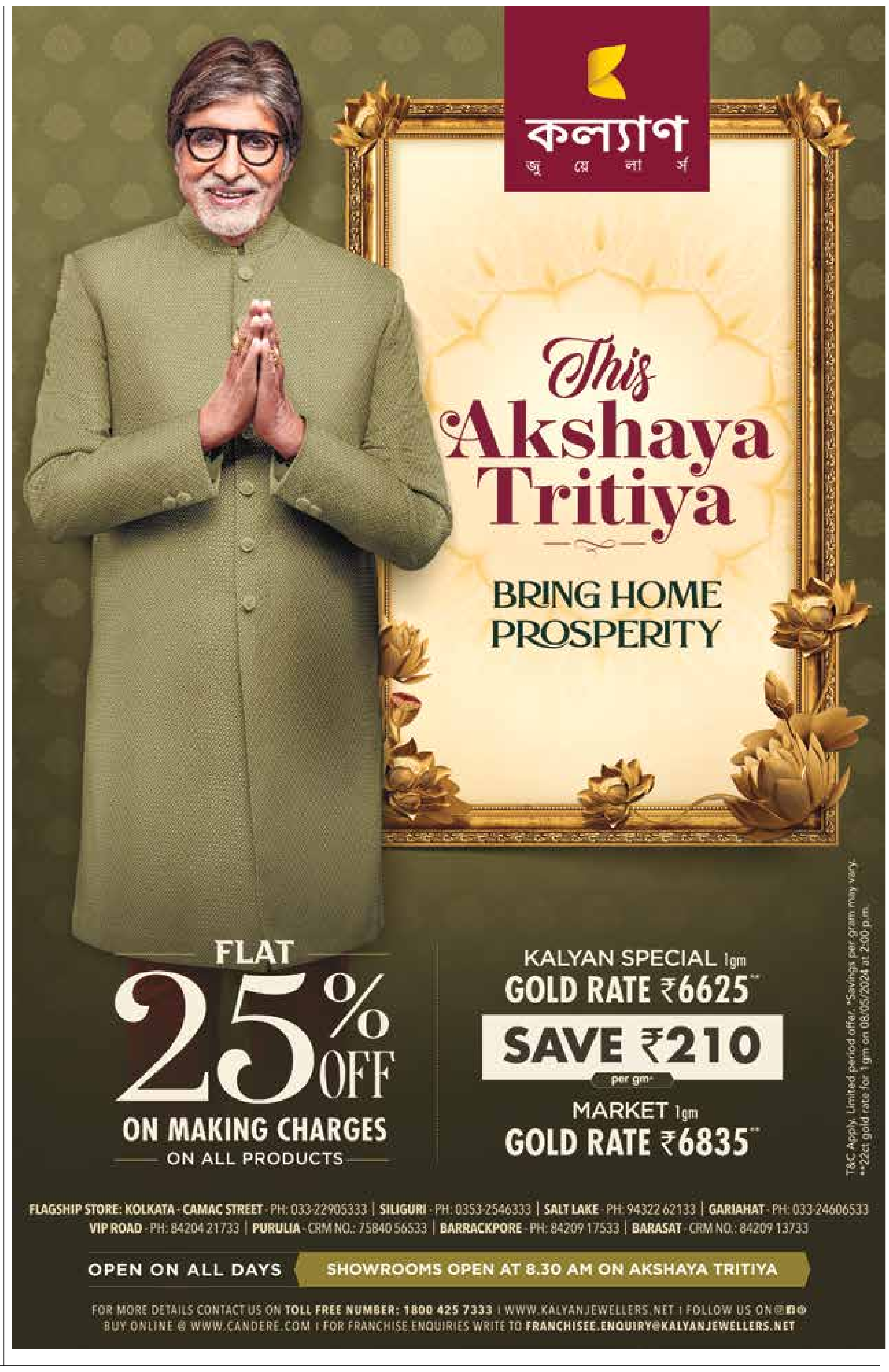

কল্যাণ জুয়েলার্স
This Akshaya Tritiya
BRING HOME PROSPERITY
FLAT 25% OFF ON MAKING CHARGES ON ALL PRODUCTS
KALYAN SPECIAL 1gm GOLD RATE ₹6625**
SAVE ₹210 per gm*
MARKET 1gm GOLD RATE ₹6835**
T&C Apply. Limited period offer. *Savings per gram may vary. **22ct gold rate for 1gm on 08/05/2024 at 2:00 p.m.
FLAGSHIP STORE: KOLKATA - CAMAC STREET - PH: 033-22905333 | SILIGURI - PH: 0353-2546333 | SALT LAKE - PH: 94322 62133 | GARIAHAT - PH: 033-24606533
VIP ROAD - PH: 84204 21733 | PURULIA - CRM NO.: 75840 56533 | BARRACKPORE - PH: 84209 17533 | BARASAT - CRM NO.: 84209 13733
OPEN ON ALL DAYS
SHOWROOMS OPEN AT 8.30 AM ON AKSHAYA TRITIYA
FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON
BUY ONLINE @ WWW.CANDERE.COM | FOR FRANCHISE ENQUIRIES WRITE TO FRANCHISEE.ENQUIRY@KALYANJEWELLERS.NET

HONDA
ভিডিও উপভোগ করতে, দয়া করে QR কোড স্ক্যান করুন।
Scooter মানে ACTIVA
Smart Key
With H-Smart Technology
Smart SAFE
Smart UNLOCK
Smart START
Smart FIND
অধিক তথ্যের জন্য
7230032200 -নম্বরে একটি মিস কল দিন
BOOK ONLINE NOW!
www.honda2wheelersindia.com
নূন্যতম সুদের হার @ 8.49%*
নূন্যতম EMI ₹2499*
ডিলারের বিশদ বিবরণ জানতে QR কোড স্ক্যান করুন
ACTIVA 30 MILLION# HAPPY CUSTOMERS
CLICK BOOK RELAX
Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda2wheelersindia.com
Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; ETHELBARI: Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; JALPAIGURI: Ratna Automobiles - 9434199165; MALBAZAR: Gitanjali Automotives - 8637345924; MAYNAGURI: Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; HASIMARA: Manoj Auto Service - 8101112777; ISLAMPUR: Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; HALDIBARI: Rajib Automobiles - 8016426165; NAXALBARI: Sunil Motors - 9933829999; MALDA: Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; RAIGANJ: Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; DALKHOLA: Sarala Honda - 9153038380; KALIYAGANJ: Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; PAKUA: Laxmi Honda - 8016444505; RATUA: Paresh Honda - 9382757248; SAMSI: Puja Honda - 9635292872; BALURGHAT: G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; CHANCHOL: Santosh Honda - 9933479841; COOCH BEHAR: Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; HARISHCHANDRAPUR: Raj Honda - 9851647224; KALIACHAK: M.A. Honda - 9733140140; KUSHMANDI: Paul Honda - 9733015894, 9434325197; BUNIADPUR: SA Honda - 7980943436; MANIKCHAK: Shrikanta Honda - 8637526361; ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; BAROBISHA: Shila Honda - 8918005224,7001163030; FALAKATA: Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.
For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com